BANGLA POST Year: 23 ◆ Issue: 1071 ◆ Friday 14 November - Thursday 20 November 202 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

বিবিসির বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ের হুমকি ট্রাম্পের

--১৬ পৃষ্ঠায়

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বড় বাধা জুলাই সনদ

॥ এম. হাসানুল হক উজ্জ্বল ॥

প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস আগামী ফেব্রুয়ারীতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষনা দেওয়ার পর থেকে নির্বাচন কমিশন সংসদ নির্বাচন সফল ভাবে সম্পন্নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ডিসেম্বরের প্রথমদিকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা এবং ফেব্রুয়ারির ১২ তারিখের মধ্যে ভোট গ্রহনের পরিকল্পনা রয়েছে ইসির। সে হিসাবে তফশিল ঘোষণার বাকি অল্পকিছু দিন। কিন্তু নির্বাচনকে নিয়ে প্রথম থেকেই সাধারন মানুষের মধ্যে সংশয় ছিল। আর সেই সংশয় এখনো রয়েছে। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যতই ঘোলাটে হচ্ছে ততই দেশে বাড়ছে আতঙ্ক আর উদ্বেগ। আদৌ দেশে নির্বাচন হবে কি-না এখনো কেউ সঠিক করে বলতে পারছে না। এ নিয়ে সরকারের মধ্যেও রয়েছে দ্বি-মত। আর এই দ্বি-মতের অন্যতম কারণ হচ্ছে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন। জামায়াতে ইসলামী ভোটের আগে গণভোট চাইলেও বিএনপি এতে নারাজ। তাই দিন যত যাচ্ছে পরিস্থিতি ততই ঘোলাটে আকার ধারণ করছে। বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, স্বাক্ষরিত জুলাই সনদের বিষয়াদির বাইরে সরকার কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে, তা কোনো দলের মান্য করার বাধ্যবাধকতা থাকবে না। সে ক্ষেত্রে সব দায়দায়িত্ব সরকারের ওপরই বর্তাবে।

এদিকে সম্প্রতি বিএনপি ২ শতাধিক আসনে তাদের প্রার্থী ঘোষণা করে। এ নিয়েও বিভিন্ন আসনে দেখা দিয়েছে ক্ষোভ। প্রার্থী ও প্রার্থীর বিরোধীরা প্রকাশ্যে দলের বিরুদ্ধে কথা বলা শুরু করেছেন। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে লন্ডনের অনেক নেতার বিরুদ্ধে অর্থ আদায়ের মাধ্যমে প্রার্থীতা

নিশ্চিত করারও খবর প্রচার হচ্ছে। ইতোমধ্যে অনলাইনে অনেক ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। তবে এ নিয়ে বিএনপি'র পক্ষ থেকে কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি। কিন্তু দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

এদিকে নির্বাচন যদি ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত হয় তাহলে মাত্র কয়েক মাস বাকী। কিন্তু দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরার আলামত এখনো লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। তিনি কবে দেশে ফিরছেন তা দলের শীর্ষ মহলের কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না। তবে একাধিক সূত্র দাবী করেছে, তারেক রহমানের উপর থাকা একটি মামলা প্রত্যাহার না হওয়ায় তিনি দেশে ফিরতে সাহস করছেন না।

এদিকে দেশের সার্বিক পরিস্থিতিতে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি নিয়ে গলদঘর্ম অবস্থায় পড়েছে সরকার। সনদ বাস্তবায়ন আদেশ ও গণভোট নিয়ে দলগুলোকে এক সপ্তাহের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত জানাতে সরকার আহ্বান জানালেও কোনো সাড়া মেলেনি। এ অবস্থায় সরকার নিজেই আদেশ জারির চেষ্টা করছে। কিন্তু আদেশে দলগুলো সন্তুষ্ট হয় কিনা, না হলে কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে সরকারের ভেতরে আলোচনা চলছে।

অপরদিকে নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে আওয়ামীলীগ তাদের শক্ত অবস্থান জানান দিতে নানা কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। বিদেশে বসে দলের শীর্ষ নেতারা এ নিয়ে নির্দেশনা দিচ্ছেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামীলীগ মিছিল মিটিং করে তাদের অবস্থান জানান দিচ্ছে। সরকারও আওয়ামীলীগকে প্রতিহত করতে নড়েচড়ে বসেছে। বিভিন্ন স্থানে ধড়পাকড়ও চালাচ্ছে আইনশৃঙলা বাহিনী।

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে দেশে বিভিন্ন ধরনের নাশকতার (স্যাবোটাজ) আশঙ্কা করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সশস্ত্র বাহিনী, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোও প্রায় একই ধরনের কথা জানিয়েছে। নির্বাচন উপলক্ষ্যে সম্প্রতি ইসিতে অনুষ্ঠিত উচ্চপর্যায়ের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাসংক্রান্ত বৈঠকের কার্যবিবরণীতে এসব তথ্য উঠে এসেছে। ওই বৈঠকে নাশকতা ও ঝুঁকি বিবেচনায় সমন্বিত নিরাপত্তা পরিকল্পনা প্রস্তুতসহ ২২টি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রোববার ওই কার্যবিবরণী সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী প্রধান, পুলিশের আইজিসহ সব আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রধানদের কাছে পাঠানো হয়েছে। সংসদ নির্বাচনের ৪২ হাজার ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ২৮ হাজার ৬৬৩টি ঝুঁকিপূর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাদের ভয়, প্রবাসীদের পোস্টাল ভোটিং --১৬ পৃষ্ঠায়

দেশজুড়ে বাড়ছে উদ্বেগ-আতঙ্ক

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার মামলার রায়ের দিন নির্ধারণের তারিখ ঘিরে কয়েকদিনের বিক্ষিপ্ত সহিংসতায় দেশ জুড়ে চাপা উদ্বেগ-আতঙ্ক বিরাজ করছে। বাস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও স্থাপনায় আগুন-ককটেল নিক্ষেপের ঘটনায় আতঙ্ক দেখা দিয়েছে জনমনে। বৃহস্পতিবার হাসিনার মামলার রায়ের তারিখ ঘোষণা করবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এদিন আওয়ামী লীগের নেতারা ঢাকায় লকডাউন কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। এই ঘোষণার পর কয়েকদিন ধরে গাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও বিভিন্ন স্থানে ককটেল নিক্ষেপের ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। বুধবার সারা দেশে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। ঢাকার সড়কে বাড়তি নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। ট্রাইব্যুনাল এলাকায় সেনা

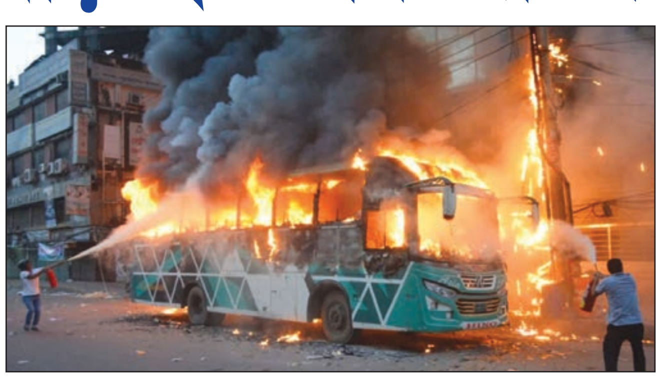

মোতায়েনের জন্য বুধবার সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে সেনাসদরে চিঠি দেয়া হয়েছে।

উদ্বেগ আতঙ্কের কারণে বুধবার রাজধানীতে সাধারণ মানুষ ও যান চলাচলের পরিমাণ ছিল অন্য দিনের চেয়ে কম। বিশেষ করে রাতে চলাচল কমে যায়। এতে দুর্ভোগে পড়েন ঘরমুখো মানুষ। উদ্বেগ-আতঙ্কের কারণে রাজধানীর অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে। কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনলাইনে ক্লাস নেয়ার তথ্য জানিয়েছে।

শেখ হাসিনার মামলার রায়ের দিন নির্ধারণের তারিখ ঘোষণাকে ঘিরে গত কয়েকদিন ধরে অন্তত অর্ধশতাধিক ককটেল বিস্ফোরণ, অন্তত ২০টি বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এ ছাড়া কিছু স্থাপনায় অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। বেশ কিছু স্থান থেকে অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগের --১৭ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাজ্যে আটক ৯২০

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি অবৈধ অভিবাসী ধরতে ব্যাপক অভিযান শুরু করেছে। সংস্থাটি সম্ভাব্য স্থানগুলোতে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে। ফলে আতঙ্ক বিরাজ করছে অবৈধ অভিবাসীদের মধ্যে। পাশাপাশি আত্মীয় স্বজনও রয়েছেন এ নিয়ে সংকিত।

অভিযানে ইতোমধ্যে হাই স্ট্রিটের বিভিন্ন দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে ৯২০ জনেরও বেশি মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অপারেশন মেশিনাইজ নামের এই অভিযানে টার্গেট করা হয় মিনি-মার্ট, ভেপ শপ, বার্বার শপ, নেল বার ও টেকঅ্যাওয়ে দোকানসহ নগদ প্রবাহনির্ভর শত শত প্রতিষ্ঠানকে। অভিযানে অংশ নেয় ১৯টি পুলিশ বাহিনী, আঞ্চলিক অপরাধ দমন ইউনিট, হোম অফিস ও এইচএম রেভিনিউ অ্যান্ড কাস্টমস।

এনসিএ জানিয়েছে, অভিযানে ১ মিলিয়নেরও বেশি অর্থ জব্দ ও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা --১৭ পৃষ্ঠায়

প্রবাসী ভোটার নিবন্ধনে যেসব ডকুমেন্টস লাগবে

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আগামী ১৮ নভেম্বর প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন অ্যাপ উদ্বোধন করতে যাচ্ছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

এ উপলক্ষে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার হিসেবে নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও দলিলাদির বিস্তারিত নির্দেশনা জানিয়ে পরিপত্র জারি করেছে কমিশন।

ইসি'র জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের পরিচালক (নিবন্ধন ও প্রবাসী) খানআবি শাহানুর খান স্বাক্ষরিত এই পরিপত্রটি গত সোমবার জারি করা হয়।

পরিপত্রে বলা হয়েছে, প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রণয়নের জন্য অনলাইনে পূরণকৃত আবেদনপত্র (নিবন্ধন ফরম২ক), বাংলাদেশি জন্ম নিবন্ধন সনদের কপি (অনলাইন ভেরিফাইড), মেয়াদসম্বলিত বা মেয়াদোত্তীর্ণ বাংলাদেশি পাসপোর্টের কপি, বিদেশি --১৬ পৃষ্ঠায়

প্রবাসী সিলেটবাসীর সভায় বক্তাদের অভিমত

রেমিট্যান্স বন্ধ ও বিমান বয়কটের ডাক ছাড়া বিকল্প নেই

গত ৪ঠা নভেম্বর মঙ্গলবার ক্যাম্পেইন কমিটি ইউকে ফর ফুল্লী ফান্‌কশনেল ওসমানী ইন্টারন্যাশনেল এয়ারপোরটের উদ্যোগে সিলেটবাসীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরন, যোগাযোগ ব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নয়ন, আধুনিক ট্রেন চালু ও ওসমানী বিমান বন্দর থেকে অবিলম্বে বিদেশী ফ্লাইট চালুর দাবীতে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত সিলেটী কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের এক জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠণের আহ্বায়ক কে এম আবু তাহের চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব এম এ রবের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন -সংগঠণের যুগ্ম আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান কোরেশী, হাজী মোহাম্মদ হাবিব, মাওলানা সৈয়দ নায়ীম আহমদ, এডভোকেট শফিক উদ্দিন আহমদ, হাফিজ হোসাইন আহমদ, সাংবাদিক খালেদ মাসুদ রনি, আফসর মিয়া ছুটু, আলহাজ্ব নুর বক্স, অধ্যাপক আব্দুল হাই, মুহি মিকদাদ, মহিউদ্দিন আলমগীর, হাজী ফারুক মিয়া, শেখ ইস্তাব উদ্দিন আহমদ, আব্দুল মুকিত, শাহ চেরাগ আলী, শাহ এনায়েত করিম, মতিউর রহমান, মাষ্টার আশরাফ চৌধুরী, হাজী সুরুক মিয়া, হুকুমদাদ খান, সিরাজ মিয়া, আবুল হোসেন, শাহীন চৌধুরী, মোহাম্মদ ইসলাম প্রমুখ। সভায় সিলেটবাসীর বৈষম্যের বিরুদ্ধে সিলেট, ঢাকা, আমেরিকা, যুক্তরাজ্যসহ দেশে বিদেশের সকল আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করা হয়। সভায় বক্তারা বলেন যে -সিলেটবাসীর পিঠ দেওয়ালে লেগে গেছে। এই মুহুর্তে যুক্তরাজ্য থেকে দুই সপ্তাহের জন্য রেমিট্যান্স বন্ধ, বাংলাদেশ বিমান বয়কট এবং দেশে অবরোধ ও হরতাল কর্মসুচী ঘোষণা করতে হবে। বক্তারা বলেন -২৩ বছর ধরে ওসমানী বিমান বন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর করা হয়েছে। কিন্তু বিদেশী কোন এয়ারলাইনকে ফ্লাইট চালানোর অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। আগামী ডিসেম্বরে বিমানের লণ্ডন - সিলেট রুটে রিটার্ন ভাড়া ১২০০ থেকে ১৫০০ পাউণ্ড। এটা সিলেটীদের শোষণ করার নামান্তর। তাই দেশে বিদেশে বন্‌চনার বিরুদ্ধে কঠোর কর্মসূচী ঘোষণা করতে হবে।

প্রসপার আফগানিস্তান এর উদ্যোগে সর্বদলীয় উলামায়ে কেরামের উপস্থিতিতে লন্ডনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

৮ অক্টোবর শনিবার,প্রসপার আফগানিস্তান নামক একটি সংগঠনের উদ্যোগে আফগানিস্তানের বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবনা নিয়ে লন্ডনে গুরুত্বপূর্ণ উলামা- মাশায়েখ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্ট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা সভায় সর্বদলীয় প্রতিনিধিত্বশীল উলামায়ে কেরাম

অংশগ্রহণ করেন। এতে সদ্য আফগানিস্তান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা দিয়ে বাংলাদেশ থেকে টেলিফোনিক বক্তব্য দেন সাঁড়া জাগানো ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আল্লামা মামুনুল হক। প্রসপার আফগানিস্তান এর অন্যতম দায়িত্বশীল জনাব মইন উদ্দিনের পরিচালনায় প্রোগ্রামের শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা আবদুল কুদ্দুস মারুফ। সভার প্রারম্ভে মুসলিম বিশ্বের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও পারস্পরিক সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে সমৃদ্ধ আলোচনা উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট মিডিয়া ভাষ্যকার মাওলানা মুফতি আবদুল মুনতাকিম। এর পর প্রসপার আফগানিস্তান এর ডাইরেক্টর সাদিক আহমদ সিদ্দিক পাওয়ার পয়েন্টের সাহায্যে আফগানিস্তানের বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোকপাত করেন। অতঃপর জনাব গোলাম রাব্বানী উপস্থিতির উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্বে বিভিন্ন জিজ্ঞাসার সন্তোষজনক জবাব দেন। সভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচনায় অংশ নেন হেফাজতে ইসলাম ইউকের সভাপতি শায়খুল হাদীস মাওলানা মুফতি আবদুর রহমান মনোহরপূরী, ইউকে হেফাজতের সহ সভাপতি মাওলানা ইমদাদুর রহমান আলমাদানী, ইউকে জমিয়তের সহ সভাপতি মাওলানা সৈয়দ তামীম আহমদ, মাওলানা মুফতি ইসমাইল ইয়ামিন, ইউকে জমিয়তের সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। টেলিফোনিক বক্তব্যে আল্লামা মামুনুল হক বলেন আফগানিস্তান সফর করে আমাদের কে রীতিমতো অবাক হতে হয়েছে। প্রায় চার কোটি অধিবাসী ও ৩৩ প্রদেশের একটি বিশালায়তন দেশ, মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা সফল ভাবে পরিচালনা করে যাচ্ছেন। "আমর বিল মা'রুফ ও নাহী- আনিল মুনকার" মন্ত্রণালয়ের বিশাল কার্যক্রম আমাদেরকে অভিভূত করেছে। শান্তি- শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার সুফল সেখানকার জনগণ উপভোগ করতে পারছে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় শরীয়াহর নিয়ম অনুযায়ী তাঁরা উন্নতির পথে অগ্রসরমান। চল্লিশটিরও বেশি দেশের সাথে তাঁরা কুটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সফল হতে পেরেছেন। বাংলাদেশের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ কুটনৈতিক যোগসূত্র স্থাপনের আগ্রহ আমরা তাদের মধ্যে তীব্রভাবে লক্ষ্য করেছি। মাওলানা মামুনুল হক এক প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশে সমমনা ইসলামী দল গুলোর মধ্যে ঐক্যের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে উল্লেখ করে বলেন যদি কোন ইসলামী দল ভিন্ন জোটের সাথে একাকার হয়ে যান, তাহলে এর ইতিবাচক ফলপ্রসূ র সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে উড়িয়ে দেয়া যায়না। দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে নিজের উপকারি অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ শেয়ার করায় সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ মাওলানা মামুনুল হকের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ ভাবে উপস্থিত ছিলেন হেফাজতে ইসলাম ইউকের জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা গোলাম কিবরিয়া, আলহাজ মাওলানা আতাউর রহমান, হাফিজ হুসাইন আহমদ বিশ্বনাথী, মাওলানা মামনুন মহিউদ্দিন, মুফতি সালেহ আহমদ, মাওলানা আবুল কালাম, মাওলানা মুসলেহ উদ্দীন, মাওলানা সৈয়দ আব্দুল্লাহ তালহা, মাওলানা এনাম উদ্দিন, মুফতি আশরাফুজ্জামান, মাওলানা আখলাক চৌধুরী, মাওলানা মঈন উদ্দিন খান, হাফিজ মাওলানা মুশতাক, মুফতি সৈয়দ রিয়াজ আহমদ, মুফতি আব্দুর রাজ্জাক, মাওলানা মাসূম আহমদ বিন শায়েখ কৌড়িয়া, মাওলানা হুসাইন আহমদ, মাওলানা আব্দুল গাফ্‌ফার, মাওলানা মাগফুর,মাওলানা নাজমুল হুসাইন প্রমুখ। প্রসপার আফগানিস্তান এর অন্যতম দায়িত্বশীল জনাব মুখতার এবং জনাব হাসিম।

অবশেষে উম্মাহর শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করেন ইউকে হেফাজতের সভাপতি মাওলানা মুফতি আবদুর রহমান। পরিশেষে প্রসপার আফগানিস্তান এর পক্ষ থেকে উপস্থিতির প্রতি বিশেষ শুকরিয়া আদায় করেন প্রসপার এর উপদেষ্টা মাওলানা মুফতি আবদুল মুনতাকিম।

মিডল্যান্ডস আল ইসলাহর মতবিনিময়

আনজুমানে আল ইসলাহ যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল সেক্রেটারি ও দারুল হিকমাহ নিউইয়র্কের প্রিন্সিপাল মাওলানা শাব্বির আহমদ এক সংক্ষিপ্ত সফরে যুক্তরাজ্যে এসেছিলেন। এসময় তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংগঠনিক অনুষ্ঠানে যোগদান করার পাশাপাশি বিভিন্ন ইসলামিক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন।
সফরকালে গত (২৭ অক্টোবর) সোমবার বিকেলে আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশন যুক্তরাজ্যে তাঁর আগমন উপলক্ষ্যে আয়োজন করেছিলো মতবিনিময় সভা। আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট প্রিন্সিপাল মাওলানা এম এ কাদির আল হাসানের সভাপতিত্বে ও জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা মোহাম্মদ হুসাম উদ্দিন আল হুমায়দীর পরিচালনায় মতবিনিময় সভায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মাওলানা শাব্বির আহমদ, অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, বার্মিংহাম লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের সেক্রেটারী মোহাম্মদ মিসবাউর রহমান, আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকের উপদেষ্টা মোহাম্মদ এমদাদ হোসাইন, কাউন্সিল মেম্বার মাষ্টার আব্দুল মুহিত, আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাওলানা রুকন উদ্দিন আহমেদ, তালামীযে ইসলামিয়ার সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা আখতার হোসাইন জাহেদ, মাওলানা দুলাল আহমদ, সান্ডওয়েল গ্রান্ড মাসজিদের ইমাম হাফিজ আব্দুল্লাহ আল নাঈম, হাফিজ হোসাইন আহমদ, গুলজার আহমদ সামি, কাজী মাওলানা হিফজুর রহমান, আলবার্টট জামে মাসজিদের খতিব মাওলানা আব্দুশ শহীদ, এডিংটন জামে মাসজিদের খতিব মাওলানা নুরুল আমিন, চেয়ারম্যান শফিক মিয়া চৌধুরী গণি, আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে সান্ডওয়েল শাখার সেক্রেটারি হাফিজ আলী হোসেন বাবুল, আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে বার্মিংহাম শাখার সেক্রেটারি হাফিজ রুমেল আহমদ, মাহফুজুল হাসান খান মিল্লাত প্রমুখ।

শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফিজ আবুল হোসাইন, নাশীদ পরিবেশন করেন হাফিজ হারুনুর রশিদ।
পরিশেষে বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়।

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম পাকিস্তানের সভাপতি মাওলানা ফজলুর রহমান ৭ দিনের সফরে বাংলাদেশে আগমন করেছেন

আজ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) তিনি আমিরাত এয়ারলাইন্সে একটি বিমান যোগে ১১টা ২০ মিনিট সময়ে ঢাকা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন।
তাঁকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানান জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশে সভাপতি মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুক, সিনিয়র সহ-সভাপতি জনাব আবদুর রব ইউসুফী, মহাসচিব মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা বাহাউদদীন যাকারিয়া, যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা ড. শোয়াইব আহমদ, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সহ অর্থ সম্পাদক ও দিলু রোড মাদ্রাসার মুহতামিম মুফতি সালাউদ্দিন, ফিদায়ে মিল্লাত ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান হাফেজ মাওলানা মাসরুর আহমদ, পীর সাহেব মধুপুরের বড় ছেলে মাওলানা আবু আম্মার আব্দুল্লাহ, খতমে নবুওয়ত সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা উবায়দুল্লাহ কাসেমী, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের প্রচার সম্পাদক মুফতি ইমরানুল বারী সিরাজী, খতমে নবুওয়াত সংরক্ষণ কমিটির প্রচার সম্পাদক মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ নোমানী, মাওলানা সাইফুদ্দিন ইউসুফ ফাহিম প্রমুখ।
১৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ফিদায়ে মিল্লাত কনফারেন্সে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।
১৪ নভেম্বর শুক্রবার জুমার নামাজের ইমামতি করবেন রাজধানী ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজাবাদ মাদ্রাসার জামে মসজিদে।
১৫ নভেম্বর শনিবার ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আন্তর্জাতিক খতমে নবুওয়ত মহাসম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখবেন।
১৬ নভেম্বর মুন্সিগঞ্জ সিরাজদিখান মধুপুর মাদ্রাসায় প্রোগ্রামে যোগদান করবেন।
১৭ নভেম্বর সিলেট আলিয়া মাঠ ময়দানে আয়োজিত মহাসম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।
১৮ নভেম্বর রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রের হারমনি মিলনায়তনে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখবেন।

রাজনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউকে-এর উদ্যোগে গুণীজন সংবর্ধনা ও প্রবাসী রাজনগরবাসীর মিলনমেলা অনুষ্ঠিত

বিলেতে প্রবাসী রাজনগরবাসীর অন্যতম প্রাচীন ও সক্রিয় সংগঠন রাজনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউকে-এর উদ্যোগে গত ৯ নভেম্বর, রবিবার এক বর্ণাঢ্য গুণীজন সংবর্ধনা ও প্রবাসী রাজনগরবাসীর মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব লন্ডনের একটি হলে।

২৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী এই সংগঠনের আয়োজিত অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত রাজনগর এলাকার আটজন গুণী ও প্রবীণ ব্যক্তিত্বকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

সংবর্ধিত গুণীজনরা হলেন-বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ মান্নান, শেখ মোহাম্মদ ফরমুজ আলী, সুলেমান খান, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা, মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, সৈয়দা সুফিয়া খানম, মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন এবং মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দীন।

মাওলানা জামাল উদ্দীনের কণ্ঠে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সুচিত এ অনুষ্ঠান,সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুকিত ফারুক-এর পরিচালনায় এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউকে-এর সভাপতি ময়নুল ইসলাম।

বক্তারা বলেন, “রাজনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউকে দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে প্রবাসে থেকেও নিজ এলাকার উন্নয়ন, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ ও মানবিক সহায়তায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আজকের এ গুণীজন সংবর্ধনা সেই অবদান ও ত্যাগের স্বীকৃতি।”

বক্তারা প্রবীণ ও গুণীজনদের সম্মান জানানোর গুরুত্বের ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেন। তারা বলেন, সমাজে যারা জীবনের দীর্ঘ সময় জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও মানবকল্যাণে ব্যয় করেছেন-তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। এমন সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শুধু প্রবীণদের অবদানের স্বীকৃতি নয়, নতুন প্রজন্মের জন্যও অনুপ্রেরণার উৎস। বক্তারা আরও বলেন, সমাজে প্রবীণদের অভিজ্ঞতা ও দিকনির্দেশনা তরুণদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে সহায়তা করে। রাজনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউকে এই ধারাবাহিকতায় প্রবাসে থেকেও প্রজন্মের বন্ধনকে শক্তিশালী করছে এবং সামাজিক ঐক্য ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার সুলুক আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর সাবেক সভাপতি শাহগীর বক্ত ফারুক, কমিউনিটি নেতা কে এম. আবু তাহের চৌধুরী, বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ, বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা ও রাজনীতিবিদ মাহিদুর রহমান, কাউন্সিলার মুজিবুর রহমান জসিম,লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের চিফ পেট্রন ও বিবিসিসিআই এর সাবেক সভাপতি সাইদুর রহমান রেনু, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আতাউর রহমান কুটি, সাবেক সভাপতি আব্দুল হান্নান তরফদার, মাকিনুর রশিদ মাকিন, আব্দুস সালাম,সাংবাদিক জয়নাল ইসলাম,শাহ চেরাগ আলী, মারুফ হোসেন, দেলওয়ার হোসেন ,আক্তারুজ্জামান খান, খাইরুল ইসলাম, তারাউল ইসলাম, ওয়ারিছ আলী, সাইফুর রহমান বাসিক, নুরুল ইসলাম কিসলু, রাজু আহমেদ পারভেজ,জামিউর রহমান শাওন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সংগঠনের সাবেক ও বর্তমান নেতৃবৃন্দসহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী রাজনগরবাসী উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা সংগঠনের আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা ও প্রবাসে রাজনগরবাসীর ঐক্য ও সহযোগিতা আরও সুদৃঢ় করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

Geographical restrictions apply. For full details visit specsavers.co.uk/home-visits

অর্গেনাইজেশন ফর দ্যা রিকগনেশন অফ বাংলা এ্যাজ এন অফিসিয়াল ল্যাংগুয়েজ অফ দ্যা ইউনাইটেড নেশনস-এর কনফারেন্স ও জাতিসংঘে বাংলা 'স্মারক গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব

জেসমিন মনসুরঃ জাতিসংঘের ৬টি দাপ্তরিক ভাষা রয়েছে- এই ভাষা গুলো হচ্ছে ইংরেজি, ফরাসি, আরবি, চীনা, রাশিয়ান ও স্প্যানিশ। আর পৃথিবীতে চার সহস্রাধিক ভাষার মধ্যে সপ্তম স্থানে থাকা বাংলা ভাষাকে জাতিসংঘের দাপ্তরীক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে দীর্ঘদিন ধরে ক্যাম্পেইন করে যাওয়া সংগঠন রিকগনেশন অফ বাংলা এজ এন অফিসিয়াল ল্যাংগুয়েজ অফ দ্যা ইউনাইটেড নেশনস এর এক কনফারেন্স ২০২৫ গত ৯ ই নভেম্বর রোববার দূপুর ১ ঘটিকায় যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে আসা সংগঠনের বিভিন্ন রিজিওনের নেতৃবৃন্দসহ কমিউনিটির শীর্ষজনদের উপস্থিতিতে যুক্তরাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাঙালি অধ্যুষিত এলাকা বার্মিংহামের মাল্টিপারপাস সেন্টারে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্টানে সংগঠনের শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত নানা কার্যক্রম নিয়ে প্রকাশিত দ্বিতীয় বই জাতি সংঘে বাংলা নামক স্বারক গ্রন্থের আনুষ্টানিক মোড়ক উন্মোচন ও করা হয়।

রিকগনেশন অফ বাংলা এজ এন অফিসিয়াল ল্যাংগুয়েজ অফ দ্যা ইউনাইটেড নেশনস এর কেন্দ্রীয় সভাপতি তফাজ্জল হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব ফয়জুর রহমান চৌধুরী এমবিই'র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সাধারণ সভা ও বুক লাঞ্চিং অনুষ্টানে প্রধান অতিথি বৃটিশ এমপি ব্যরিষ্টার আইয়ুব খান তাঁর সামর্থ্যের মধ্যে বাংলাকে জাতিসংঘে দাপ্তরিক ভাষা হিসাবে অন্তর্ভুক্তি করতে প্রচারণার চেষ্টা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি প্রদান সহ সংগঠনের কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সমাজে 'ডাইভারসিটি'-এর উন্নয়ন ও চর্চায় এমন সংগঠন যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন -বাংলা একটি সমৃদ্ধ ভাষা। বিশ্বের ৩৩ কোটি লোক বাংলা ভাষায় কথা বলেন। তাই বাংলা যাতে জাতিসংঘের পূর্ণ দাপ্তরিক ভাষা হয় সে জন্য সমর্থন প্রদান করে যাবেন।

বাংলা ভাষাকে জাতিসংঘে দাপ্তরিক ভাষায় অন্তর্ভুক্তিকরণের লক্ষ্যে অব্যাহত প্রচারণার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ-সভাপতি প্রবীণ কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব কে কে এম আবু তাহের চৌধুরী, সুইনডন কমিটির সভাপতি আরজু মিয়া এমবিই, কেন্দ্রীয় কার্যকরী সদস্য আব্দুল লতিফ জেপি, সাউথ ওয়েলস রিজিওনাল সভাপতি বিশিষ্ট সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক শেখ মফিজুর রহমান, অর্থবিষয়ক সম্পাদক আবু তাহের এমবিই, বার্মিংহাম বাংলা প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোস্তফা চৌধুরী যুবরাজ, সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কামরুল হাছান চুনু, কেন্দ্রীয় সদস্য আব্দুল কাদির আবুল, কেন্দ্রীয় সদস্য ফিরোজ খান, পোর্টসমাউথ-এর সভাপতি মাসুদ আহমদ, সাবেক কাউন্সিলার শাহীদ আলী, কেন্দ্রীয় সদস্য সাংবাদিক ফারুক যোশী, লন্ডন মহানগরের সভাপতি নাজমুল হোসেন চৌধুরী, কমিউনিটি নেতা ডাক্তার আব্দুল খালিক, সংগঠনের ম্যানচাষ্টার কমিটির সভাপতি এ্যাডভোকেট মীর গোলাম মোস্তফা, পোর্টস মাউথ-এর সাধারণ সম্পাদক আবু সোয়েব তানজাম, বাংলা কাগজের চেয়ারম্যান আজাদ আবুল কালাম,প্রধান শিক্ষক রফিকুল আলম, কলামিস্ট শেবুল চৌধুরী, কমিউনিটি নেতা মাফিজ খান, লেখক নাসির উদ্দীন হেলাল, কমিউনিটি নেতা আঙ্গুর মিয়া, কমিউনিটি এ্যাক্টিভিস্ট রাসিয়া খাতুন, ও মিসেস রশিদ প্রমুখ।

পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়া করেন মাওলানা ওলিউর রহমান চৌধুরী দুবাগী।

সভাপতি তফাজ্জল হোসেন চৌধুরী তাঁর স্বাগতবক্তব্যে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতাকালীন সভাপতি মরহুম তজাম্মেল টনি হক এমবিই সহ সকল প্রয়াত নেতাকে একবিংশ শতাব্দীর ভাষা সৈনিক হিসাবে অভিহিত করে বলেন, কমিউনিটি তাঁদের অবদানকে ভুলবে না বলে উল্লেখ করে সংগঠনটির বিপুল তৎপরতায় ২০২২ সালের ৬ই জুন বাংলা ভাষা জাতিসংঘে আংশিক স্বীকৃতি পেলেও পূর্ণাঙ্গ স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন এবং এই কাজে সকলের সহযোগিতা কামনার পাশাপাশি মায়ের ভাষাকে সমুন্নত রাখতে উক্ত সংগঠনের প্রচেষ্টাকে উপস্থিত সকলেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্টানে প্রবাসে বাংলা চর্চায় নতুন প্রজন্মকে উৎসাহিত করতে এবং বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ও শহরে বাংলা স্কুল চালু, বিভিন্ন স্কুলে বাংলা পাঠ্যবই হিসেবে নিতে অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানানো ও বাংলা সংস্কৃতির বিকাশে কাজ করার আহ্বান জানানো হয় বলে সাংবাদিক জেসমিন মনসুর জানিয়েছেন।

সভায় জাতিসংঘে বাংলা ভাষা যাতে পূর্ণ দাপ্তরিক ভাষা হয় সে জন্য বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতা কামনা করা হয়। ২০২২ সালে বাংলাকে জাতিসংঘের অদাপ্তরিক ভষা হিসাবে স্বীকৃতি ও চালু করায় জাতিসংঘের মহাসচিবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

সভায় বৃটেনের বাংলাদেশ হাই কমিশনের হাই কমিশনার বা সহকারী হাই কমিশনার অথবা হাই কমিশনের কোন প্রতিনিধি উপস্থিত না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।

উল্লেখ্য বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরীক ভাষার স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে ২০০৬ সাল থেকে সংগঠনটি দেশ ও প্রবাসে বিভিন্নভাবে কাজ করে আসছে।

খুব শীঘ্রই তারা এ বিষয়ে সফল হবেন বলে সম্মেলনে আগতরা প্রত্যাশা করছেন। পরিশেষে মধ্যাহ্ন ভোজের মাধ্যমে সভার সফল সমাপ্তি ঘটে।

বাংলাদেশি কমিউনিটির পথিকৃৎ আইয়ুব আলী মাস্টারকে সম্মান জানিয়ে টাওয়ার হ্যামলেটসে স্মারক ফলক উন্মোচন

ব্রিটিশ বাঙালি ইতিহাসের একজন পথিকৃৎ আইয়ুব আলী মাস্টারকে সম্মান জানিয়ে একটি স্মারক ফলক গত রোববার (৩ নভেম্বর) টাওয়ার হ্যামলেটসের ক্রিশ্চিয়ান স্ট্রিটে উন্মোচন করা হয়েছে। এই স্থানটি সেই জায়গার কাছাকাছি, যেখানে তিনি এবং শাহ আব্দুল মজিদ কোরেশি ১৯৪৩ সালে ইন্ডিয়ান সিমেন'স ওয়েলফেয়ার লিগ-এর অফিস পরিচালনা করতেন।

আইয়ুব আলী মাস্টার পূর্ব লন্ডনে ১৯২০-এর দশকে দক্ষিণ এশীয় নাবিক ও অভিবাসীদের সহায়তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর কাজ ব্রিটিশ বাঙালিদের জন্য সমাজ সংগঠন ও কল্যাণমূলক সহায়তার ভিত্তি স্থাপন করে।

১৮৮০ সালে সিলেটে জন্মগ্রহণকারী আইয়ুব আলী মাস্টার ১৯২০-এর দশকে পূর্ব লন্ডনে বসতি স্থাপন করেন এবং কমার্শিয়াল স্ট্রিটে শাহ জালাল রেস্টুরেন্ট চালু করেন, যা এশীয় কমিউনিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। তাঁর বাসা ১৩ স্যান্ডিস রো ছিল বাঙালি নাবিকদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল, যারা কঠিন পরিস্থিতি ও চুক্তিভিত্তিক সীমাবদ্ধতা থেকে পালিয়ে এসেছিলেন।

তিনি তাদের আশ্রয়, খাদ্য ও ব্যবহারিক সহায়তা প্রদান করতেন, যেমন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিবন্ধন করা এবং প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণে সহায়তা। ১৯৪৩ সালে তিনি ইন্ডিয়ান সিমেন'স ওয়েলফেয়ার লীগ প্রতিষ্ঠা করেন, যাতে এই সহায়তাকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়া যায়।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল তাদের "পিপলস্ প্ল্যাকস্ স্কিম" -এর অংশ হিসেবে এই ফলক স্থাপন কর্মসূচির আয়োজন করে। এই প্রকল্পটি ২০১৩ সালে শুরু হয়, যার মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, স্থান ও ঘটনার স্মরণে ফলক স্থাপন করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের মনোনয়নের ভিত্তিতে আয়ুব আলী মাস্টার সর্বোচ্চ ভোট পান।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত আটটি ফলক স্থাপন করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেনঃ তাসাদ্দুক আহমেদ, মার্জ হিউসন, নিকোলাস কালপেপার, টমি ফ্লাওয়ার্স, সওয়াবুল্লাহ মুনশি এবং ক্লারা গ্রান্ট।

উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইয়ুব আলী মাস্টারের প্রপৌত্রী পারুল হুসেইন, টাওয়ার হ্যামলেটসের কালচার বিষয়ক লীড মেম্বার কাউন্সিলর কামরুল হোসেইন, স্বাধীনতা ট্রাস্ট-এর সদস্যসহ স্থানীয় কমিউনিটির প্রতিনিধিরা।

পারুল হুসেইন বলেন, "আমাদের পরিবার এই ঐতিহাসিক ঘটনার জন্য অত্যন্ত গর্বিত ও আনন্দিত। আমাদের দাদু ছিলেন প্রথম দিকে আসা বাঙালি অভিবাসীদের একজন পথিকৃৎ। তিনি ১৯১৯ সালে লন্ডনে আসেন এবং তখনকার বাঙালি অভিবাসীদের অনেককে সহায়তা করেন, কারণ তিনি ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষায় দক্ষ ছিলেন। তিনি ১৯৪০-এর দশকে ইন্ডিয়ান সিমেন'স ওয়েলফেয়ার লিগের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়ের জন্য নিরলসভাবে কাজ করেছেন।"

কাউন্সিলর কামরুল হোসেইন বলেন, "আয়ুব আলী মাস্টার শুধু একজন কমিউনিটি সংগঠক ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন দূরদর্শী নেতা। তাঁর প্রচেষ্টায় বহু বাঙালি অভিবাসী লন্ডনে নতুন জীবনের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। আজকের এই ফলক আমাদের বৈচিত্রময় ইতিহাসকে সম্মানিত করে এবং পরবর্তী প্রজন্মকে মনে করিয়ে দেয় যে আমাদের সমাজ গঠনে বাঙালি অভিবাসীরা অসাধারণ ভূমিকা রেখেছেন।"

স্বাধীনতা ট্রাস্ট-এর চেয়ার জুলি বেগম বলেন, "ব্রিটিশ বাঙালি কমিউনিটির ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রচারের লক্ষ্যে স্বাধীনতা ট্রাস্ট ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, যাতে এটি ব্রিটিশ ইতিহাসের একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। আমাদের ২৫তম বার্ষিকীতে আয়ুব আলী মাস্টারের স্মারক ফলক উন্মোচনে অংশ নিতে পেরে আমরা গর্বিত। তিনি স্থানীয় জনগণকে যে সহায়তা দিয়েছেন, তা ব্রিটিশ ওয়েলফেয়ার স্টেট প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই শুরু হয়েছিল।"

স্বাধীনতা ট্রাস্ট সম্প্রতি বিনামূল্যে বাংলা ঐতিহ্য ভ্রমণ চালু করেছে, যেখানে আয়ুব আলী মাস্টারের কাজ সম্পর্কে আরও জানার সুযোগ রয়েছে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন:

"আয়ুব আলী মাস্টার ছিলেন একজন অগ্রদূত, যাঁর নিরলস প্রচেষ্টা আমাদের বারাতে সমাজকল্যাণের ভিত্তি স্থাপন করেছে এবং তাঁকে একজন বিশ্বস্ত নেতা ও সমাজকর্মী হিসেবে সম্মানিত করেছে। তাঁর উত্তরাধিকার আজও প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে, এবং তাঁর অবদানকে সম্মান জানাতে এই স্থায়ী ফলক স্থাপন অত্যন্ত উপযুক্ত।

টাউন হলের কাছাকাছি এই ফলক স্থাপন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এটি নাগরিক নেতৃত্ব ও জনসেবার প্রতীক। এই শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রতীকী এবং সকলের জন্য সহজলভ্য।"

যারা ফলকটি সরাসরি দেখতে চান, তারা ক্রিশ্চিয়ান স্ট্রিটের ড্রেওয়েট হাউজ এর পাশে, লন্ডন ই১ ১আরটি-তে যেতে পারবেন।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকের অষ্টম বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত

সিরাজুল বাসিত চৌধুরী সভাপতি, মোহাম্মদ কামরুল হাসান সাধারণ সম্পাদক এবং সৈয়দ জাফর কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত

নিলুফা ইয়াসমীন হাসান, লন্ডন: আনন্দঘন পরিবেশে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকের অষ্টম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ৯ই নভেম্বর রোববার বিপুল সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে আনন্দঘন পরিবেশে পূর্ব লন্ডনের রিজেনেন্টস লেক ব্যাংকুয়েটিং হলে দিনব্যাপী বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিদায়ী কমিটির সভাপতি প্রশান্ত লাল দত্ত পুরাকায়স্থ বিইএম এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মেসবাহ উদ্দীন ইকোর পরিচালনায় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১০৪ বছর আগে ১৯২১ সালের পহেলা জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ সকল আন্দোলন সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা দেশ বিদেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করছেন। যুক্তরাজ্যে বসবাসরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন প্রতিষ্ঠার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকে গঠিত হয়েছে। ২০১৬ সালের ১৫ই ডিসেম্বর সংগঠনের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৭ সালের ৫ই জানুয়ারি একটি সাধারণ সভার মাধ্যমে পুরোদমে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সেই সময়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে আমাদের একটিই পরিচয়, আমরা সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী', শুধু প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে সেতুবন্ধন ও পুনর্মিলনী করাই এই সংগঠনের একমাত্র লক্ষ্য নয়। প্রতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন বৃত্তি দেয়ার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। দু'বছর পর পর নতুন কার্যকরী কমিটি গঠিত হয় এবং তারই ধারাবাহিকতায় ৯ই নভেম্বর অষ্টম সাধারণ সভার মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হেমলেটস কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র লুৎফর রহমান। সংগঠনের সভাপতি প্রশান্ত লাল দত্ত পুরকায়স্থ প্রধান অতিথিকে উত্তরীয় পরিয়ে দেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র লুৎফর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন যে, কি বায়ান্ন, কি সত্তুর -বাংলাদেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলোনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি বর্তমান এবং অতীতের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন।

অনুষ্ঠানে সমবেত ঢাকা বিশবিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রদের উদ্দেশ্য নির্বাহী মেয়র আরো বলেন, আপনারা টাওয়ার হ্যামলেটস এবং লন্ডনসহ সমগ্র দেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি বলেন, আমাদের ঐতিহ্যের কথা স্মরণ রেখেই ব্রিটিশ সমাজের সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। কিন্তু আমাদের ঐতিহ্য বিসর্জন দিয়ে বিলীন হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা যেন আমরা পোষণ না করি। আমাদের সন্তানদেরও ঐতিহ্য ধরে রাখেতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

টাওয়ার হ্যামলেটস এর নির্বাহী মেয়র শিক্ষার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে বলেন, শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আমাদের সন্তানরা যাতে দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় সেই চেষ্টা চালাতে হবে। আমাদের সন্তানরা যদি একাডেমিক বা ভোকেশনাল শিক্ষায় সফল হতে পারে তাহলেই আমরা শক্তিশালী বাংলাদেশি কমিউনিটি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবো।

নতুন কমিটি নির্বাচন :

তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ২০২৫-২৭ সালের জন্য ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকের নতুন কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়। নির্বাচন কমিশনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে ছিলেন শাহগীর বখত ফারুক এবং অপর দুই নির্বাচন কমিশনার হলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা দেওয়ান গৌস সুলতান এবং ব্যারিষ্টার নাজির উদ্দিন চৌধুরী। নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ উল্লেখ করেন যেহেতু কোন পদেই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিলেননা, তাই নির্বাচন অনুষ্ঠানের অর্থাৎ ভোট প্রদানের প্রয়োজন হয়নি। তাঁরা আগামী দুই বছরের জন্য ৩২ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটির নাম ঘোষণা করেন।

আগামী দুই বছরের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সিরাজুল বাসিত চৌধুরী। কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মেসবাহ উদ্দীন ইকো, এবং সহ-সভাপতি পদে যথাক্রমে নিলুফা ইয়াসমীন হাসান, রীপা সুলতানা রাকীব ও মির্জা আসাব বেগ নির্বাচিত হয়েছেন।

সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন ব্যারিষ্টার মোহাম্মদ কামরুল হাসান (এম কিউ হাসান)। যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন ব্যারিস্টার মাহারুন আহম্মেদ মালা, ব্যারিষ্টার ও সলিসিটর মোহাম্মদ কামরুল হাসান ও ব্যারিস্টার মিজানুর রহমান।

কোষাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হয়েছেন সৈয়দ জাফর। যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন ফাইজুল হক রিপন ও কনকন কান্তি ঘোষ।

দপ্তর সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন ফখর উদ্দিন আহমেদ।

সাংগঠনিক সম্পাদক পদে সৈয়দ হামিদুল হক এবং যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দা ফারহানা সুবর্ণা ও খালিদ ইয়াহইয়া নির্বাচিত হয়েছেন।

এছাড়া, এ্যারিনা সিদ্দিকী সুপ্রভা সাংস্কৃতিক সম্পাদক, সৈয়দ এনামুল ইসলাম প্রেস অ্যান্ড পাবলিসিটি সম্পাদক এবং মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন আহমেদ শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

কার্যকরি কমিটির নির্বাচিত সদস্যরা হলেন ইসমাইল হোসেন, মোস্তফা কামাল মিলন, মারুফ আহমেদ চৌধুরী, প্রশান্ত দত্ত পুরাকায়স্থ বিইএম, আব্দুল মুকিত চৌধুরী, ফখরুল মোহাম্মদ ইসলাম, মোহাম্মদ রফিক আহমেদ, মোহাম্মাদ কামরুল হাসান, সবিতা শামশেদ, মোহাম্মদ চন্দন মিয়া, খাদিজা আহমেদ বন্যা, মাহমুদা চৌধুরী ও কল্পনা কাজী।

বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত দিনব্যাপী প্রাণবন্ত চলা অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।

শোক প্রকাশ:

বর্তমান সেক্রেটারি এম কিউ হাসান অ্যালামনাইর সিনিয়র সদস্য রাজিয়া বেগমের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকের সদস্য থাকাকালীন সময়ে তাঁর অবদানের কথা উল্লেখ করেন। তাছাড়াও সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকের মৃত্যুতেও শোক প্রকাশ করেছেন এবং উপস্থিত সকলে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। খালিদ ইয়াহইয়া কোরান তেলোয়াত করেন এবং গীতা থেকে পাঠ করেন বিধান মন্ডল।

রিপোর্ট উপস্থাপন:

সভায় গত দুই বছরের রিপোর্ট উপস্থাপন করেন বিদায়ী কমিটির সাধারণ সম্পাদক মেসবাহ উদ্দীন ইকো ও আর্থিক রিপোর্ট পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ জাফর। সপ্তম এজিএম এর মিনিটস উপস্থাপন করেন দপ্তর সম্পাদক ব্যারিষ্টার মিজানুর রহমান।

বিদায়ী সভাপতি প্রশান্ত দত্ত পুরকায়স্থ তাঁর বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অনেক। তিনি বলেন, আমি সভাপতি থাকাকালীন সময়ে সংগঠনের সাফল্যের শতভাগ সংগঠনের সদস্যদের। সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তাঁকে সহযোগিতা করার জন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

শুভেচ্ছা বক্তব্য:

সিনিয়র অ্যালামনাইদের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন মারুফ আহমদ চৌধুরী, নিলুফা ইয়াসমীন হাসান, মির্জা আসাব বেগ, সৈয়দ আবু বকর ইকবাল, মতিন চৌধুরী, ফখরুল ইসলাম মেজবাহ প্রমুখ।

বৃত্তি ও ট্রাস্ট ফান্ড:

বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মেসবাহ উদ্দিন ইকো, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন, ব্যারিষ্টার মোহাম্মদ আবুল কালাম, সাবেক সভাপতি মারুফ আহমদ চৌধুরী সংগঠনের পক্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুঃস্থ মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা এবং ট্রাস্ট ফান্ড গঠন সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন। ২০১৭ সালে বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। গত বছর ২৫ জনকে এবং এই বছর জানুয়ারিতে ৫০জন শিক্ষার্থীকে এককালীন বৃত্তি দেয়া হয়েছে। এজিএম এ সংগঠনের সদস্যরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আরো দেড়শো শিক্ষার্থীকে আগামী বছর বৃত্তি প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের উপদেষ্টাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ হাবিব রহমান, শাহগির বখত ফারুক, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু মুসা হাসান ও ব্যারিস্টার নাজির উদ্দিন চৌধুরী।

সাংস্কৃতিক পর্ব:

মধ্যাহ্নভোজের পর সাংস্কৃতিক সম্পাদক রীপা সুলতানা রাকীব, মিজানুর রহমান, এরিনা সিদ্দিকী সুপ্রভা ও সৈয়দা সুবর্ণার সঞ্চালনায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরুতে অ্যালামনাইর সিনিয়র সদস্য মাহফুজা রহমানের লেখা কবিতা 'আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' ১৬ জন সদস্য একযোগে পরিবেশন করেন। তাঁর কবিতার প্রতিটি লাইন এক একটি উদ্দীপনার স্লোগান - 'দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে যাবো, সাম্য মৈত্রী, ঐক্যের প্রতীক হয়ে জ্বলবো'।

রীপা সুলতানা রাকীব ও কাজী কল্পনার যৌথ পরিবেশনা 'আজ এই দিনটাকে মনের খাতায় লিখে রাখো' গানের মাধ্যমে শুরু হয় গানের পর্ব। পরবর্তীতে তাঁরা দুজন একক গানও পরিবেশন করেছেন। তারপর মঞ্চ মাতিয়ে রাখেন বিশিষ্ট শিল্পী সহোদর সায়ীদ জোবায়ের ও সায়ীদ তারেক। তাঁরা একের পর এক গান পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্দ্ধ করে রাখেন। তাদের গান পরিবেশনের সময়ে অধিকাংশ সদস্য নাচতে থাকেন। আরো গান পরিবেশন করেন কে জি বি কনক, নীলা নিকি খান ও সৈয়দা তামান্না। কে জি বি কনকের ''তুমি যে আমার কবিতা, আমার বাঁশির রাগিনী', 'ওগো তোমার আকাশ দুটি চোখে, আমি হয়ে গেছি তারা' গান সবাইকে অতীত স্মৃতি রোমন্থনে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

বিভিন্ন গানের সাথে চমৎকার নৃত্য পরিবেশন করেন শিশু শিল্পী প্রাপ্তি দেব সরকার। আবৃত্তি করেন ড. হাসনিন চৌধুরী। গানের সাথে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়েছেন তানিম, হাসান ও মিজান তিন সহদোর।

ম্যাগাজিন:

এছাড়াও বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন উপলক্ষে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয়। ম্যাগাজিন কমিটিতে ছিলেন প্রশান্ত দত্ত পুরকায়স্থ, মেসবাহ উদ্দিন ইকো, নিলুফা ইয়াসমিন হাসান, এম কিউ হাসান, সৈয়দ জাফর ও মোস্তফা কামাল।

নব নির্বাচিত সভাপতি সিরাজুল বাসিত চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক এম কিউ হাসান তাঁদেরকে নির্বাচিত করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আগামী দু'বছর সবার সহযোগিতা নিয়ে সংগঠন সুন্দরভাবে পরিচালনার আশা ব্যক্ত করে যারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

উপস্থিত সকলে একটা সুন্দর দিন উপভোগ করে বাড়ি ফিরেছেন।

প্রবাসী বালাগঞ্জ ওসমানীনগর আদর্শ উপজেলা সমিতি

আসসালামু আলাইকুম,
সম্মানিত সুধী,
এতদ্বারা আপনাদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২৫ নভেম্বর ২০২৫ রোজ: মঙ্গলবার, প্রবাসী বালাগঞ্জ ওসমানীনগর আদর্শ উপজেলা সমিতির দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২৫

আলোচ্য সূচী
১. পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত।
২. অনুপস্থিতির জন্য অপারগতা।
৩. সভাপতির স্বাগত বক্তব্য।
৪. বিগত সভার কার্য বিবরণী পাঠ ও উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা।
৫. সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন
৬. কোষাধ্যক্ষের আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন।
৭. বিবিধ

২৫ নভেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার
সন্ধ্যা ৬:৩০ ঘটিকা
মাইক্রো বিজনেস সেন্টার
50B Greatorex St,
London E1 5NP

উক্ত সভায় আপনাদের উপস্থিতি একান্ত ভাবে কাম্য।

বিনীত
আজাদুর রহমান আজাদ
সাধারণ সম্পাদক, ০৭৫৩৫ ৭০৩২৭১

লন্ডনে জগন্নাথপুর স্বরূপচন্দ্র সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপন কমিটি যুক্তরাজ্যের স্মরণ সভা ও শত বছর পুর্তি উদযাপনের প্রস্তুতি অনুষ্ঠিত

কামরুল আই রাসেল, লন্ডনঃ দেশ ছেড়ে সুদুর প্রবাসে কেটে যাচ্ছে বহু বছর, প্রাবাসের মাটিতে নানান ব্যস্ততার মাজেও ভুলতে পারেননা বাল্য কালের বিদ্যাপীঠ বা সেই সকল প্রয়াত শিক্ষকদের, তাই জগন্নাথপুর স্বরূপচন্দ্র সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপন কমিটি যুক্তরাজ্য উদ্যোগে পুর্ব লন্ডনে অনুষ্ঠিত হলো প্রয়াত শিক্ষকবৃন্দকে নিয়ে এক স্মৃতিচারণ ও স্মরণসভা। সোমবার রাতে পুর্ব লন্ডনের একটি রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয় এ স্মরণসভাটি। মাস্টার আজিজুর রহমান চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও বিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র মির্জা জুয়েল আমিনের পরিচালনায় দেশে ও যুক্তরাজ্যে বিদ্যা বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপনের প্রস্তুতি নিয়েও এক আলোচনা সভা হয়। সভায় কুরআন থেকে তেলাওয়াত পাঠ করেন কমিউনিটি নেতা মাহবুব হোসেন। বিদ্যালয়ে শতবর্ষ উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক সাবেক ফুটবলার জুবায়ের আহমদ হামজার স্বাগত বক্তব্যের মধ্যদিয়ে শুরু হওয়া অনুষ্টানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্রয়ডনের কাউন্সিলর ও ডেপুটি মেয়র মোহাম্মদ ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক স্পিকার আহবাব হোসেন, সাবেক মেয়র হুমায়ুন কবির, বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক ভাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবাব মিয়া, সাংবাদিক ডক্টর আনসার আহমেদ উল্লাহ, লেখিকা সাওদা মহিন, ব্যারিস্টার জয়নাল আবেদীন, মাস্টার আমির উদ্দিন আহমেদ, অ্যাডভোকেট দিলুল হক দুলাল, সোনালী অতীত ইউ কের সদস্য সচিব আতাউর রহমান চৌধুরী, ডাক্তার গিয়াস উদ্দিন, প্রফেসর সানোয়ার আলী কয়েস, সাংবাদিক সৈয়দ জহুরুল হক, কমিউনিটি নেতা শামীম আহমদ তালুকদার। সাবেক ছাত্রনেতা ফিরোজ মিয়া, মাওলানা ওয়াহিদ সিরাজী, মাওলানা তাজুল ইসলাম, নারী নেত্রী হেনা বেগম। অন্যান্যদের মাজে বক্তব্য রাখেন দিলবর আলী, আব্দুস সাত্তার, খালিক আহমদ, জামিল আহমদ, কবির মিয়া, গুলাব মিয়া, জান্নাতুল ইসলাম বাবুল, ইকরামুল হোসেন ইমন, সৈয়দ আলফু মিয়া, সৈয়দ তুষার, আবুল হাসনাতক কয়েস, মোঃ শামীম আহমেদ, মোহাম্মদ সুমন মিয়া, ফারুক আহমদ, আনোয়ার মিয়া, আব্দুল মতিন কুটি, শামীম আহমদ, আজাদ পরিচালনা করেন মাওলানা ওয়াহিদ সিরাজী প্রমূখ। উল্যেখ্য আগামী বছর ২০২৬ এ জানুয়ারিতে দেশে ও যুক্তরাজ্যে শতবর্ষ পুর্তি অনুষ্টানি যাপন করার লক্ষে উপস্থিত নেতৃবৃন্দরা ঐক্যমত পোষণ করেন।

কমিউনিটির বৈচিত্র্য ও নেতৃত্ব উদযাপন: টাওয়ার হ্যামলেটসে 'আই ক্যান বি' গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠান সম্পন্ন

টাওয়ার হ্যামলেটস টাউন হলে ২৮ অক্টোবর মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয় 'আই ক্যান বি' কিংবা 'আমিও হতে পারি' লিডারশিপ প্রোগ্রামের স্নাতক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে কমিউনিটির নতুন নেতৃত্বের প্রতিভারা আত্মপ্রকাশ করেছেন।

এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন ৫০-এরও বেশি স্থানীয় বাসিন্দা, যারা এই বছরের জন্য এক নিবিড় লিডারশিপ বা নেতৃত্ব কোর্স সম্পন্ন করেছেন। কোর্সটি মূলত কমিউনিটি নেতৃত্বে ব্ল্যাক, এশিয়ান এবং মাল্টি-এথনিক কমিউনিটির সদস্যদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে আয়োজন করা হয়েছে।

কাউন্সিল জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান 'ওলমেক'-এর সাথে অংশীদারিত্বে এই প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে, যাতে অংশগ্রহণকারীরা স্বাচ্ছন্দ্য এলাকার বাইরে গিয়ে তাদের নিজস্ব সমাজে বা কমিউনিটিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে উদ্বুদ্ধ হন।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন: "'আই ক্যান বি...' প্রোগ্রাম নতুন প্রজন্মের কমিউনিটি নেতাদের পথ প্রশস্ত করতে তৈরি করা হয়েছে।

আমরা বিশেষভাবে নারীদের, তরুণদের এবং প্রতিবন্ধী মানুষদের এগিয়ে আসার জন্য উৎসাহিত করি। আমি 'আই ক্যান বি...' গ্র্যাজুয়েটদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনারা আমাদের বরোকে গর্বিত করেছেন এবং আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি আপনার ভবিষ্যতের সাফল্যে এবং স্থানীয় কমিউনিটিতে আপনার ইতিবাচক প্রভাব দেখার জন্য।"

কাস্টমার সার্ভিস, ইক্যুয়েলিটিজ (সমতা) ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক লিড মেম্বার কাউন্সিলর বদরুল চৌধুরী বলেন, "আমি অত্যন্ত গর্বিত যে বাসিন্দারা 'আই ক্যান বি...' কমিউনিটি লিডারশিপ প্রোগ্রাম সম্পন্ন করেছেন। নেতৃত্বের ভূমিকায় পদক্ষেপ নেওয়ার তাদের দৃঢ়তা ও সাহস অনুপ্রেরণাদায়ক। এই উদ্যোগ নিশ্চিত করে যে আমাদের কমিউনিটির নেতৃত্ব টাওয়ার হ্যামলেটসের বৈচিত্র্য প্রতিফলিত করে।"

গ্র্যাজুয়েট উষা কং, যিনি একজন কোচ, প্রেরণামূলক বক্তা ও সামাজিক উদ্যোগের নেতা, বলেন: "ব্ল্যাক অন বোর্ড-এ যোগ দেওয়ার আগে আমি প্রশ্ন করতাম, সত্যিকারের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ কি সত্যিই আছে, এবং আমাদেরকে কী সেখানে স্বাগত জানানো হবে। এই প্রোগ্রাম আমাকে দেখিয়েছে কিভাবে বাস্তব অভিজ্ঞতার নেতৃত্বে পরিবর্তন সম্ভব। এটি আমাদের জ্ঞান, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং পথ দেয়, যাতে আমরা নিশ্চিতভাবে বোর্ডরুমে প্রবেশ করতে পারি।"

গ্রাজুয়েটদের এই মিলনমেলায় অংশগ্রহণকারীরা তাদের অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করেন, এবং অনুষ্ঠান শেষে সনদপত্র ও স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

এই প্রোগ্রাম টাওয়ার হ্যামলেটসে এমন একটি সমাজ গড়ার অংশ, যেখানে প্রতিটি মানুষ নেতৃত্বে আসার সুযোগ পায় এবং পার্থক্য তৈরি করতে পারে।

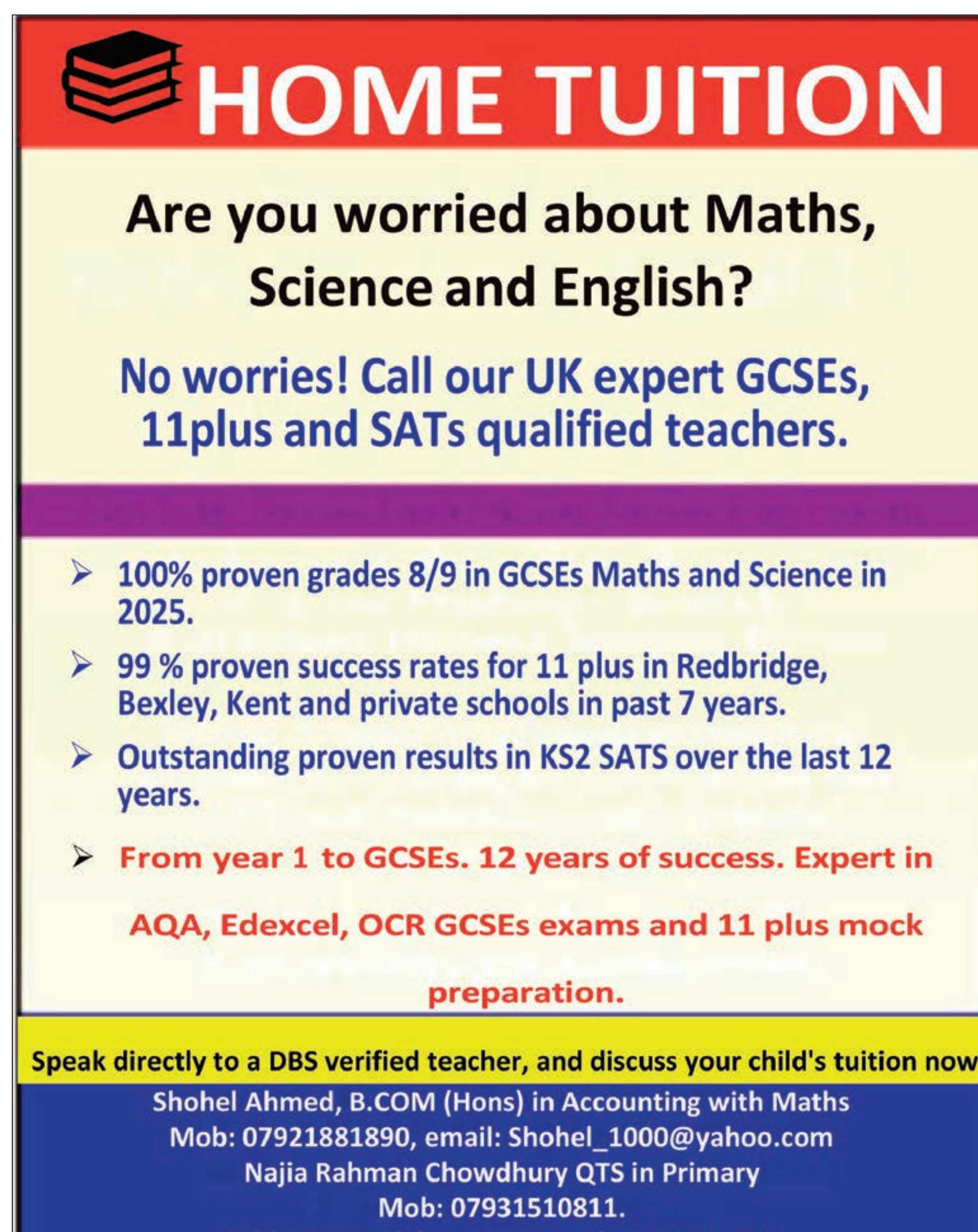

নাটক “গ্রোয়িং ওল্ডার ইন দ্য ইস্ট এণ্ড” পূর্ব লণ্ডনের একদল নিঃসঙ্গ মানুষের গল্প

কাইয়ুম আবদুল্লাহ: “গ্রোয়িং ওল্ডার ইন দ্য ইস্ট এণ্ড” শীর্ষক নাটকটি দেখেই দেরি না করে বেরিয়ে পড়লাম বেথনাল গ্রিনের রিচমিক্স সেন্টার থেকে। বাহিরে মেঘমুক্ত হৈমন্তিক পরিষ্কার আকাশ। কিন্তু চারিদিকে ঝরাপাতার একটা ভাবগম্ভীর ভারী পরিবেশ বিরাজ করছে। তারচেয়েও বেশি ভারি হয়ে আছে মানসিক অবস্থা। কোথাও যেন একটা শূন্যতার আগাম অদৃশ্য হাতছানি অনুভূত হলো। নাটক, সিনেমা কিংবা গানের আসরতো বেশিরভাগই উপভোগের বিষয়। কিন্তু এই নাটকটিকে স্রেফ উপভোগ্য হিসেবে চিত্রায়িত বা মন্তব্য করা যাবে না। কারণ, যে জীবনঘনিষ্ট বিষয়গুলো এতে চিত্রিত বা উপস্থাপিত হয়েছে তাতে উপভোগ নয় বরং অনুধাবন ও অনুভূতিকে নাড়া দেয়ার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আর তা হচ্ছে- চারপাশ, সমাজ-সংসার কেমন যাচ্ছে বদলে যাচ্ছে যুগের হাওয়ায়। বিশেষ করে আমাদের এল্ডারলি বা বয়স্কদের মানসিক স্বাস্থ্য ও জীবন প্রবাহের গতি প্রকৃতি। তাদের চাওয়া পাওয়া, স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষার অব্যক্ত আকুলতা কিংবা আবেগ অনুভূতি! নাটকটিতে কয়েকজন প্রবীণের যে আখ্যান উপস্থাপিত হয়েছে সেটা হয়তো আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। কিংবা আমাদের প্রবীণদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব তথা আমরা কি তাদের কাঙ্ক্ষিত সেবা দিতে পারছি?

এটা শুধু আমার নয়, আমার বিশ্বাস দর্শকদের অনেকেরই এমন অনুভূতি হয়েছে।

হেমন্তের ঝরাপাতা মাড়িয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠি এবং ওয়েস্ট এণ্ডের দিকে যাই। তখনও মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল নাটকটির নানা দৃশ্য ও সংলাপ। চারপাশে ছড়িয়ে থাকা ঝরাপাতার মর্মর শব্দে যেন এইমাত্র দেখে আসা নাটকের বৃদ্ধবৃদ্ধাদের কষ্টের গুঞ্জরণ অনুরণিত হচ্ছে। একটু এগোতেই একের পর এক সুউচ্চ নান্দনিক নতুন বিল্ডিং যেমন- গার্কিন, স্কাই গার্ডেন ও হিরন টাওয়ারের মতো আকাশ প্রায় ঢেকে যাওয়া স্কাইক্র্যাপারগুলো দৃষ্টি সীমাকে বাধাগ্রস্ত করে। শুধু ওয়েস্ট এণ্ডই নয় ইস্ট এণ্ডও এখন সুউচ্চ সব দালানে ভর্তি। লণ্ডনের ফাইনান্সিয়াল ক্যাপিটাল খ্যাত ইস্ট লণ্ডনের ক্যানারি ওয়ার্ফ এলাকায় এই কয়েক বছর আগেও একটিমাত্র উঁচু বিল্ডিং ছিল, যেটি ছিল লণ্ডন তথা ইংল্যাণ্ডের সর্বোচ্চ বিল্ডিং। এখন এর চারপাশে অনেকগুলো বিশাল ও সুউচ্চ ভবন গড়ে উঠেছে যা পূর্বের একমাত্র বিল্ডিংটিকেও ঢেকে ফেলেছে প্রায়। এছাড়া কাউন্সিলগুলো পার্ক, খোলা জায়গা ধ্বংস করেও নতুন নতুন হাউজ নির্মাণ করছে তথাপি মানুষের বাসস্থানের চাহিদা পূরণ হচ্ছে না। দিনে দিনে কাউন্সিলগুলোতে ঘর প্রত্যাশীদের ওয়েটিং লিস্ট দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। পরিবারগুলোতে সদস্য সংখ্যা বেড়ে একসময় হয়ে ওঠে ওভার ক্রাউডেড। আর এই ওভার ক্রাউডের মাসুল যায় বয়স্কদের উপর দিয়ে। কোনো কোনো পরিবারে বয়স্করা হয়ে পড়েন অপাংক্তেয়। কারণ, শিশুদের খেলার স্পেসসহ খেলনা সামগ্রী রাখার জায়গা প্রদান এমনকি বিবাহিত সন্তান সন্ততির প্রাইভেসির জন্য ঘর ছেড়ে কেয়ার হোমে আশ্রয় নিতে হয় পরিবারের একসময়ের অভিভাবক বাবা কিংবা মাকে। এছাড়া সন্তানদের ব্যস্ততার কারণে পারিবারিক যত্নের অভাবে বয়স্ক মা বা বাবার ডে কেয়ার সেন্টারই হয় সময় কাটানোর একমাত্র মাধ্যম। পুঁজিবাদী এই সমাজ ব্যবস্থা নাগরিকদের জন্য লোভনীয় নানা সার্ভিস সুবিধা দিলেও তাদের মনের শূন্যতা বা একাকিত্ব দূর করতে পারে না।

বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত শহরে একটি বিরাট অংশের মানুষের এই সমস্যা হয়তো অনেকেরই নজরে পড়ে না। তবে বছর কয়েক আগে ব্রিটিশ রেডক্রসের নতুন একটি গবেষণা প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে দেখা যায়, যুক্তরাজ্যেই লাখ লাখ মানুষ একাকীত্ব এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতায় ভোগেন। অন্তত ৪ হাজার মানুষের উপর গবেষণা চালিয়ে জানা যায়, তাদের বেশিভাগেরই কোনো প্রিয় বন্ধু নেই। তিনভাগের একভাগ বলেছেন, তারা মাঝে মাঝে এতটাই একাকীত্ব বোধ করেন যে, তাদের মনে হয় তাদের কথা বলার মতো কেউ নেই।

গত ৮ নভেম্বর, শনিবার দুপুরে পূর্ব লণ্ডনের রিচমিক্স সেন্টারে গল্পকার ও সাংবাদিক সাঈম চৌধুরী রচিত নাটক “গ্রোয়িং ওল্ডার ইন দ্য ইস্ট এণ্ড” মঞ্চায়ন করে মঞ্চশৈলী। নাটকটিতে অভিবাসী পরিবারগুলোর কষ্টক্লিষ্ট দিনযাপনের এই চিত্রই নাটকের মাধ্যমে দৃশ্যায়িত হয়েছে। বিশেষ করে পূর্ব লণ্ডনের বাংলাদেশি কমিউনিটির বয়স্কদের শারীরিক, মানসিক ও বাসস্থানগত সমস্যা নিয়ে কষ্টের মধ্যে দিয়ে যাপিত জীবনের বাস্তব ও করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে।

ইতিপূর্বে ওপেন ইউনিভার্সিটি পূর্ব লণ্ডনের বাংলাদেশি প্রবীণদের হাউজিং সমস্যার উপর রিসার্চ করে যে কী ফাইণ্ডিং বা প্রধান ইস্যুগুলো চিহ্নিত করেছেন সেই বিষয়গুলোই সাঈম চৌধুরী তাঁর রচিত নাটকের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। ওপেন ইউনিভার্সিটি ছাড়াও “আমার বাড়ি আমার জীবন” শীর্ষক গবেষণার সাথে যুক্ত ছিলো বাংলা হাউজিং এসোসিয়েশন, হাউজিং লার্নিং এণ্ড ইমপ্রুভমেন্ট নেটওয়ার্ক। পুরো নাটক দেখার পর দর্শকদের আবেগমথিত মন্তব্য এবং অভিব্যক্তি থেকে একথা নিশ্চিত বলা যায় যে, নাট্যকার সাঈম চৌধুরী তাঁর শৈল্পিক কল্পনা দিয়ে বাস্তবতার চিত্রায়নে যেমন সফল হয়েছেন তেমনি চরিত্রাভিনেতারাও তাদের সাবলীল পারফরম্যান্সের মাধ্যমে দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন।

একটি ডে কেয়ার সেন্টারের পাঁচজন বয়স্ক নারী-পুরুষের প্রতিদিনের বলা না বলা কথা, ক্ষণিক হাসি কিংবা কষ্টজনিত হাহুতাশ এবং চাওয়া পাওয়ার অব্যক্ত অনুভূতি। যা ডে কেয়ারের চার দেয়ালেই যেন আটকা পড়ে থাকে। নিয়ম করে হাউজিং অফিসার কিংবা স্যোশাল ওয়ার্কার আসেন এবং তাদের অভাব, অভিযোগ শোনার চেষ্টা করেন ঠিকই কিন্তু সেসব সমাধান দেখতে পাওয়া যায় না।

প্রতিদিন সকালে বাস এসে তাদের ডে কেয়ার সেন্টারে নিয়ে যায় আবার বিকেলে দিয়ে যায়। দিনের এই কয়েক ঘণ্টা তারা পরস্পরের সাথে গল্প করেন। হাস্যরসিকতাসহ গান, কবিতা পাঠের মাধ্যমে মনকে আনন্দ দেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু দিন দিন মনের কোণে জমতে থাকে অনেক অভিমান ও অদৃশ্য অসুখ। তাদের কারো কারো কষ্টটা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে তখন কেউ বলতে বাধ্য হন- “ঘর থেকে কবর ভালো!”

নাটকটির ১১টি চরিত্রের মধ্যে ৫টি চরিত্র ছিল মূলত প্রধান। পূর্ব লণ্ডনের বাসিন্দা, বাংলাদেশী অভিবাসী এই পাঁচ বয়স্ক ব্যক্তির শারীরীক, মানসিক ও বাসস্থান সম্পর্কিত সমস্যায় জর্জরিত জীবনালেখ্যের বাস্তবতা নিয়ে মূলত এই নাটক। এই পাঁচজনের একজন সিরাজুল ইসলামকে নাতির খেলনা রাখার জন্য তাঁর থাকার রুমের অনেক জায়গা ছেড়ে দিতে হয়। হাতপা কাঁপাসহ মূত্রনালির অসুখে আক্রান্ত আব্দুল জলিলের বাথরুমের জন্য উপর নিচ করতে করতে কাহিল অবস্থা। তাঁর উপর সন্তানের জ্বালাতন। কাফন দাফনের জন্য তিলে তিলে জমানো টাকাগুলোও ছেলে নিয়ে নিতে চায়। স্ট্রোকের পর এক পা অবশ হওয়া জাহানারা এবং মৌল বা শ্যাওলা, জংধরা ঘরে থেকে শ্বাসকষ্টে ভোগা আলেয়া বেগম ছাড়াও দেখতে সুঠাম, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং নিজেকে সুখী ও সম্পদশালী মানুষ হিসেবে পরিচিত করে তোলা জসিম উদ্দিন আসলে আইডেন্টিটি ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত। এই পাঁচজনকে ঘিরেই মূলত নাটকটির প্রধান গল্প বা চরিত্র সাজানো হয়েছে। আর এই চরিত্রগুলোই যেন পূর্ব লণ্ডনের কোনো না কোনো বাঙালি পরিবারের নিঃসঙ্গ তথা দুখী মানুষের জীবনচিত্র হয়ে ফুটে উঠেছে।

নাটকটি শুরু হয় লিভিং রুমে দাদা সিরাজুল ইসলামের সাথে ছোট্ট শিশু আয়ানের খেলার মধ্য দিয়ে। মধ্যখানে ডে কেয়ার সেন্টারে প্রাত্যহিক যাতায়াত, সেখানে পারস্পরিক খুশগল্প, খুনসুটি, নামাজ কালাম এবং মাঝেমধ্যে আসা হাউজিং অফিসারের সাথে বাসস্থান সংক্রান্ত নানা বাকবিতণ্ডায়। তন্মধ্যে জসিম উদ্দিনের চরিত্রটি বেশ মনস্তাত্ত্বিক। তাঁকে অন্যান্যদের মনে হয়, জগতের সুখী মানুষের একজন। তিনি সমস্যাক্রান্ত অন্যান্যদের বলতে থাকেন তাঁর বিশাল একটি বাড়ি রয়েছে, যেখানে ইচ্ছে করলে সবাই একসঙ্গে নিজেদের মতো করে থাকতে পারবেন একদিন সেখানে তাদের নিয়ে যাবেন। আর সেটি হচ্ছে, ওয়াইট্যাপেল থেকে আণ্ডারগ্রাউণ্ড ট্রেনে গুণে গুণে সাত স্টপ এবং তারপর মাত্র দশ মিনিট হাঁটা।

আসলে স্ত্রী মারা যাওয়ার পর তিনি আইডেন্টিটি ডিসঅর্ডারে ভুগছিলেন। সর্বশেষ তাঁরই সিংহভাগ অর্থে কেনা বাড়িতে স্থান সংকুলান সংকটের কারণে ছেলের বউয়ের ইচ্ছায় তাকে যখন কেয়ার হোমে যাবার সিদ্ধান্ত হয়। অতঃপর একদিন তিনি অন্যান্যদের নিয়ে সত্যিই নিরুদ্দেশ হয়ে যান।

ছোটগল্পের মতো নাটকটি আসলে এখানেই শেষ হতে পারতো। কিন্তু তাদের নিরুদ্দেশ নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই স্বজনদের উদ্বেগ আর খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। তাদের সঙ্গী না হওয়া আলেয়া বেগম শোনা কথাবার্তা, শলাপরামর্শ থেকে ক্লু দেওয়ার চেষ্টা করেন। তবে তাতেও বোঝা মুশকিল হয়ে পড়ে। “হোয়াইট্যাপেল থেকে দশ স্টপ তারপর ১০ মিনিট হাঁটা”! কিন্তু তা কোন দিকে, পূর্ব না পশ্চিমে, ডিস্ট্রিক্ট, হ্যামারস্মিথ এণ্ড সিটি নাকি এলিজাবেথ লাইন? অবশেষে নানা চিন্তাভাবনা করে তাদের বাকিংহাম প্যালেসের সামনে আবিষ্কার করা হয়। “এইতো আমার বাড়ি”, “এইতো আমার বাড়ি” বলতে বলতে মাটিতে লুটিয়ে পড়া মানসিকভাবে অসুস্থ জসিম সাহেবের অস্বাভাবিক আচরণে তার সঙ্গীরা থ বনে যান।

এই শেষ অংশটি কারো কারো কাছে অতিরিক্ত মনে হলেও আমার মনে হয়, এখানেও বিরাট একটা ম্যাসেজ রয়েছে। আর তা হচ্ছে- বৃটেন বা ইউরোপ, আমেরিকায় আসার পেছনে সবারই সেই সোনার হরিণ তথা অবচেতন মনে রাজকীয় জীবনযাপনের স্বপ্ন কাজ করে। কিন্তু সেই স্বপ্ন বিলাস পূর্ণতা লাভ দূরে থাক, কারো কারো ঠিকমতো মাথা গোঁজার ঠাঁই হয় না। ডে কেয়ার এবং কেয়ার হোমই হয় জীবনের শেষ ঠিকানা। নাট্যকার সাঈম চৌধুরী কল্পনার মননশীল মুন্সিয়ানায় হয়তো সেই চরম সত্যটিই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।

নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন- প্রধান পাঁচ চরিত্র যথাক্রমে: সিরাজুল ইসলাম চরিত্রে এবিএম নাজমুল হাসান, আব্দুল জলিল চরিত্রে জিয়াউর রহমান সাকলায়েন, জাহানারা বেগম মৌসুমী সামান্তা, আলেয়া বেগম চরিত্রে সোনিয়া সুলতানা, জসীম উদ্দীন চরিত্রে হুমায়ুন কবির মাহিন। এছাড়া মুকুল চরিত্রে ফজলে রাব্বি চৌধুরী, সামিয়া চরিত্রে এ্যানি পারভিন, ছোট্ট শিশু আয়ান চরিত্রে কাজী আয়ান তায়্যিব, হাউজিং এডভাইজার রাসেল আহমেদ চরিত্রে কাজী তারিফ তায়্যিব আহমেদ। বিভিন্ন পর্বে স্টোরি টেলারের ভূমিকায় ছিলেন নাজিম উদ্দিন। নাটকটি পরিচালনা করেন রাজীব দাস, সহকারী পরিচালক ছিলেন রুহুল আমিন এবং প্রোডাকশন ম্যানেজারের দায়িত্বে ছিলেন সৈয়দ আরিফুজ্জামান।

সামগ্রিক বিবেচনায় বলা যায়, নাটকটির পরিবেশনা এবং সবার অভিনয় ছিল চমৎকার ও সাবলীল। তবে বাবা আব্দুল জলিলের সাথে ছেলের কথোপকথন কিছুটা বিসদৃশ ঠেকেছে। কারণ, বাবা কথা বলছিলেন সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় আর ছেলে বলছিলেন ভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা ও অ্যাকসেন্টে। যেটি বাবা ছেলের সম্পর্কের সাথে মিলে না। হয়তো হতে পারে যে, সেই চরিত্রের জন্য সেরকম অভিনয়ে দক্ষ কাউকে পাওয়া যায়নি। এমনটি লক্ষ্য করা গেছে, বিখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব শাকুর মজিদের বহুল আলোচিত আঞ্চলিক নাটক “লণ্ডনী কন্যা”র বেলায়ও। প্রধান দুই চরিত্রের মধ্যে তৌকির আহমদ ছিলেন লজিং থাকা শিক্ষক তাই তাঁর প্রমিত ভাষায় কথা বলায় সমস্যা নেই। কিন্তু শমী কায়সারের সিলেটী কথোপকথন পর্বে অ্যাকসেন্ট পুরোপুরি না এলেও অভিনয় গুণে তা উৎরে গিয়েছিল বলা যায়।

এছাড়া যেহেতু বিলেতের বাংলাদেশীদের নিয়ে বাংলা ভাষার নাটক সেহেতু কোনো বাংলা নামকরণই আরো যুতসই ও যথার্থ হতো বলে মনে হয়েছে।

তবে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের আবাসন ও স্বাস্থ্যগত নানা সমস্যা জর্জরিত কথোপকথনের মধ্যেও তাদের মধ্যে বিভিন্ন কারণে পারস্পরিক হাস্যরসিকতা, কথার মধ্যখানে সিল্লক (সিলেটী আঞ্চলিক প্রবাদ বাক্য) বলা, গুরুগম্ভীর ভারী পরিবেশকে হালকা করায় সহায়ক ছিল। এ কারণেও নাট্যকারের মুন্সিয়ানার প্রশংসা করতে হয়। তবে নাটকটির ভালো ও পূর্ণ পর্যবেক্ষণ তুলে ধরতে পারবেন একজন অভিজ্ঞ নাট্য ক্রিটিক। একজন সাধারণ দর্শক হিসেবে নাটকটি আমার কাছে ভালোই লেগেছে।

নাটকটির অন্যতম মেসেজ বা শিক্ষণীয় বিষয় হলো- নতুন নতুন আবাসন হচ্ছে স্কাইক্রেপার বিল্ডিং উঠছে কিন্তু সেই হিসেবে সঠিক মানের আবাস্থল হচ্ছে না! বাণিজ্যিক ভবনগুলোতে যে অর্থ ব্যয় এবং মেইনটেন্যান্ট বা তদারকি সুবিধা থাকে সাধারণ নাগরিকদের বাসস্থানের ক্ষেত্রে তেমনটা করা হয় না। তাই জং ধরা দেয়াল আর স্যাতস্যাতে পরিবেশ থেকে স্বাস্থ্যহানী ঘটছে।

ছোট্ট ছেলে মেয়ে বাড়ি না ফিরলে তাদের জন্য কান্দার মানুষ থাকে কিন্তু বৃদ্ধবৃদ্ধাদের জন্য কেউ কাদার থাকে না! তাই নতুন প্রজন্ম তথা আমাদের সন্তানদের বৈষয়িকতা কালচার পাশাপাশি হৃদয়জ তথা পারিবারিক বন্ধনের বিষয়টিও বোঝার চেষ্টা করা উচিত।

নাটকটির কাল্পনিক চরিত্রগুলোর সাথে বাস্তবতার যে যথেষ্ট মিল রয়েছে তা অস্বীকারের সুযোগ নেই। কারণ, এই কয়েক বছরেই বিরাটকার বদলে গেছে লণ্ডন কিন্তু সেই তুলনায় বাড়েনি পর্যাপ্ত বাসস্থান সুবিধা।

অবকাঠামোগত উন্নয়নে লণ্ডন দিনে দিলে তিলোত্তমা হচ্ছে ঠিকই কিন্তু সেই অনুযায়ী নিম্ন বা মধ্যবিত্ত মানুষের চাহিদা পূরণে বাড়ে তাদের পছন্দ মাফিক বাসস্থানের।

শুধু লণ্ডনই নয় পৃথিবীর প্রায় সবকটি উন্নত শহরের একই অবস্থা। বিশ্বের পুঁজিবাজারের কেন্দ্রস্থল নিউ ইয়র্কের বাসিন্দারাও সুখে নেই। বিশেষ করে অভিবাসী সম্প্রদায়ের লোকজন। তাই ইতিহাস সৃষ্টিকারী নব নির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানির মুখে ছিল এফোর্ডেবল হোম, শিশু পরিচর্যা, ফ্রি বাস সার্ভিসসহ নিম্ন ও মধ্য আয়ের নাগরিকবান্ধব নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি।

পরিশেষে বলতে চাই, এই নাটকটি শুধুই পূর্ব লণ্ডনের বাংলাদেশী পরিবারগুলোর নানা সমস্যা চিত্রায়ণেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এটি হয়ে উঠেছে অনেকটা বিশ্বায়নেরও বার্তা। কারণ, বলতে গেলে শান্তি প্রায় কোথাও নেই, বিলেতের বৈভবপূর্ণ জীবনে কিংবা দেশে। গ্লোবাল সংস্কৃতিতে এখন প্রায় সব দেশই সমান। বিলেত কিংবা ইউরোপ আমেরিকায় যেমন কেয়ার হাউজ দেশেও তেমনি বাড়ছে বৃদ্ধাশ্রম কালচার!

জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে নাটকটি বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং এটির বহুল প্রচার হওয়া প্রয়োজন।

কাইয়ুম আবদুল্লাহ
লণ্ডন, ১০ নভেম্বর ’২৫

ইউকে জমিয়তের সভা থেকে সিলেটে ১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক ফিলিস্তিন সম্মেলন সফল করে তোলার আহ্বান

গত ৭ নভেম্বর বিকেলে লন্ডনের মারকাজুল উলূম মিলনায়তনে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দের একটি জরুরী মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ইউকে জমিয়তের সভাপতি ডক্টর মাওলানা শুয়াইব আহমদ। পরিচালনায় ছিলেন ইউকে জমিয়তের জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ। আলোচনায় অংশ নেন ইউকে জমিয়তের সিনিয়র সহ-সভাপতি বিশিষ্ট মিডিয়া ভাষ্যকার মুফতি আবদুল মুনতাকিম, সহ-সভাপতি মাওলানা সৈয়দ তামীম আহমদ, সহ-সভাপতি হাফিজ হুসাইন আহমদ বিশ্বনাথী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সভা থেকে মুসলিম বিশ্বের অবিসংবাদিত নেতা, মজলুম মানবতার বিপ্লবী কণ্ঠস্বর জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম পাকিস্তানের আমীর হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেবের বাংলাদেশ সফর কে স্বাগত জানানো হয়। সভায় মুফতি আবদুল মুনতাকিম ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত উচ্চতর গবেষণামূলক দ্বিনী শিক্ষাগার জামেয়াতুল খাইর আল ইসলামিয়া সিলেট এর উদ্যোগে আয়োজিত ও আগামী ১৭ নভেম্বর সোমবার সিলেট আলিয়া মাদ্রাসা ময়দানে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক ফিলিস্তিন সম্মেলন কে সফল করে তোলার জন্য সিলেট তথা দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক ফিলিস্তিন সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করবেন কায়িদে মিল্লাত, ইমামে সিয়াসাত ও আমীরে জমিয়ত হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান। সভায় বক্তারা বলেন মাওলানা ফজলুর রহমান বিশ্বের বর্ষিয়ান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও মুসলিম উম্মাহর এক অমূল্য সম্পদ। অত এব তাঁর সিলেট শুভাগমন কে স্বাগত জানিয়ে সকলের উচিত তাঁর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক ফিলিস্তিন সম্মেলন কে আশাতীত সফল করে তোলা। বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সবক'টি দেশের পক্ষ থেকে স্বাধীন ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দানের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে বিশ্ব মুসলিমের আগামীর রোডম্যাপ সম্পর্কে ব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টির গুরুত্ব অপরিসীম, একই সাথে শান্তিচুক্তির নতুন প্রেক্ষাপটে আমাদের করণীয় সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি সময়ের দাবি এবং আন্তর্জাতিক ফিলিস্তিন সম্মেলন যেহেতু এসব উদ্দেশ্য সাধনে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনে মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে, এ ছাড়া মাওলানা ফজলুর রহমান যেহেতু ইতোমধ্যে ফিলিস্তিনের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর হিসেবে বৈশ্বিক দৃশ্যপটে নিজেকে উদ্ভাসিত করেছেন, বিধায় আন্তর্জাতিক ফিলিস্তিন সম্মেলন কে হযরত শাহজালালের পূণ্যভূমিতে সাফল্যমন্ডিত করে তোলা ঈমানের অপরিহার্য একটি দাবি। এজন্য ইউকে জমিয়তের পক্ষ থেকে এ মহা সম্মেলনে দলে দলে যোগদানের উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়। সভায় ইউকে জমিয়তের সভাপতি ডক্টর মাওলানা শুয়াইব আহমদের ১০ নভেম্বরের মোটরসাইকেল শোডাউন প্রোগ্রাম কেও সফল করে তোলার জন্য সবাইকে ইউকে জমিয়তের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে আরো আলোচনায় অংশ নেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের উপদেষ্টা আলহাজ্ব খালিস মিয়া, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের সহ-সেক্রেটারি হাফিজ জিয়া উদ্দিন, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের ট্রেজারার হাফিজ রশীদ আহমদ, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের তাফসীরুল কোরআন বিষয়ক সম্পাদক হাফিজ মাওলানা মোশতাক,জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের সহ-সেক্রেটারি মুফতি সৈয়দ রিয়াজ আহমদ এবং মিডিয়া সেক্রেটারি আরিফুল ইসলাম প্রমুখ। পরিশেষে জমিয়তের প্রবিন নেতা মরহুম মাওলানা আব্দুল আজিজ সিদ্দীকী এবং দেশ ও জাতীর মঙ্গল কামনা করে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের সহ সভাপতি মাওলানা আব্দুল মজিদ।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM
MADRASHA &ORPHANAGE

UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

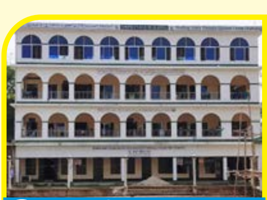
Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গুপ্ত স্বৈরাচার ওত পেতে আছে: তারেক রহমান

আগামী নির্বাচনে ৩শ আসনে বিএনপির দলীয় প্রার্থী কিংবা সমর্থিত প্রার্থীর মনোনয়ন প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত ধাপে রয়েছে বলে জানিয়েছেন দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেন, শিগগিরই পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন আসনে মনোনীত প্রার্থীদের নাম আমরা জানিয়ে দেব। দল যাকেই যে আসনে মনোনয়ন দেবে, তাকে বিজয়ী করে আনার জন্য জাতীয়তাবাদী শক্তিতে বিশ্বাসী প্রত্যেককে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। মনে রাখবেন, আপনাদের চারপাশে সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গুপ্ত স্বৈরাচার কিন্তু ওত পেতে রয়েছে। নিজেদের মধ্যে রেষারেষি বিবাদ-বিরোধ এমন পর্যায়ে নেওয়া ঠিক হবে না, যাতে করে প্রতিপক্ষ সুযোগ নিতে পারে। ২রা নভেম্বর রোববার রাতে রাজধানীর একটি হোটেলে 'প্রবাসে বিএনপির সদস্যপদ নবায়ন ও নতুন সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচির অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে' কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

তারেক রহমান বলেন, জনসমর্থিত ও জনপ্রিয় দল হওয়ায় প্রতিটি নির্বাচনি আসনে বিএনপির একাধিক যোগ্য প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাশা করছেন। করাটাই স্বাভাবিক। একটি রাজনৈতিক দলের জন্য এটি অবশ্যই গৌরব ও সম্মানের। ভিন্ন রাজনৈতিক দলের যারা ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে আমাদের সঙ্গে রাজপথের সঙ্গী ছিলেন এমন প্রার্থীকেও বিএনপি সমর্থন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই বাস্তবতার কারণে হয়তো কিছু আসনে বিএনপির দলীয় প্রার্থীরা মনোনয়নবঞ্চিত হবেন। বিএনপির সর্বস্তরের নেতাকর্মী সমর্থকদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা, দেশ ও জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে, গণতন্ত্রের স্বার্থে আপনারা এই বাস্তবতাটিকে মেনে নেবেন। দলের সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত হিসাবে গণ্য করবেন।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, যারা নিজ নিজ এলাকায় জনগণের সমর্থন পেতে গণসংযোগ করছেন, সবাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত শহীদ জিয়ার অনুসারী। খালেদা জিয়ার সৈনিক। বিএনপির কর্মী ও ধানের শীষের সমর্থক। মনে রাখবেন, ধানের শীষ জিতলে আপনি জিতেছেন।

তারেক রহমান বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় দেড় কোটি প্রবাসী বাংলাদেশি বসবাস করছেন। চাকরি কিংবা পেশাগত কারণে অনেকে যেমন প্রবাসী হয়েছেন, একইভাবে বিগত ১৫-১৬ বছরে কেউ কেউ ফ্যাসিস্টের রোষানলে পড়েও প্রবাসী হতে বাধ্য হয়েছেন। দেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিরলস ভূমিকার জন্য প্রবাসীদের অভিনন্দন জানান তিনি।

তারেক রহমান আরও বলেন, লাখো প্রবাসী দূর থেকে কষ্ট করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স পাঠান। জিডিপিতে রেমিট্যান্সের অবদান এই মুহূর্তে ৬ থেকে ৭ শতাংশ। সুতরাং দেশে প্রবাসীদের পরিবার ও তাদের অর্থসম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম বিশেষ দায়িত্ব। প্রবাসী বাংলাদেশিরা দীর্ঘদিন থেকেই জাতীয় নির্বাচনে ভোট প্রদানের অধিকার ও সুযোগ চেয়ে আসছিলেন। আসন্ন নির্বাচনে তাদের সেই আশা অনেকাংশেই পূরণ হতে যাচ্ছে। এবারই প্রথমবারের মতো বিভিন্ন দেশের প্রায় ৫০ লাখের মতো প্রবাসী ভোটদানের সুযোগ পাচ্ছেন। আমি প্রবাসী ভাইবোনদের ভোট প্রদানের এই সুযোগকে একটি সম্মানজনক স্বীকৃতি হিসাবে বিবেচনা করি। বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে ভবিষ্যতে প্রবাসীদের ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া আরও কীভাবে সহজ করা সম্ভব হয়, সে পদক্ষেপ আমরা অবশ্যই নেব।

উদ্বেগ জানিয়ে তিনি বলেন, দেশে ও বিদেশে আমাদের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। অথচ নারীদের নিরাপত্তার ব্যাপারে রাষ্ট্র ও সমাজের উদাসীনতা ইদানীং মনে হয় একটু প্রকট হয়ে উঠছে। শনিবারের একটি পত্রিকার রিপোর্টে দেখলাম আগস্ট মাসে সারা দেশে ৯৩ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ১৪টি। এর মধ্যে সাতজনকে ধর্ষণের পরে হত্যা করা হয়েছে। আর এই সময়ের মধ্যে ৯৮ জন নারী হত্যার শিকার হয়েছেন। নারী ও শিশুদের জন্য নিরাপত্তাহীন সমাজ নিশ্চয়ই সভ্য সমাজ হিসাবে গণ্য হতে পারে না। নারী এবং শিশুদের নিরাপত্তা রক্ষায় সামাজিক উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

আওয়ামী ফ্যাসিবাদ আমলের বর্ণনা দিয়ে তারেক রহমান বলেন, শুধু বিএনপির বিজয় ঠেকাতে গিয়ে পতিত পরাজিত পলাতক স্বৈরাচার দেশে ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম করেছিল। দেশের নির্বাচনিব্যবস্থাকে বিগত ১৫ বছরে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে-ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশেও বর্তমানে বিএনপির বিজয় ঠেকাতে সংঘবদ্ধ অপপ্রচার ও কৌশল দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, জাতীয়তাবাদী শক্তিতে বিশ্বাসী প্রতিটি মানুষ যদি ঐক্যবদ্ধ থাকেন, তাহলে কোনো ষড়যন্ত্রই বিএনপিকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।

তারেক রহমান আরও বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ও জনমনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা বাড়ছে। যথাসময়ে কি নির্বাচন হবে? নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে জনমনে সৃষ্ট সংশয়, সন্দেহ গণতন্ত্রের উত্তরণের পথকে সংকটপূর্ণ করে তুলতে পারে। একটি দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দল হিসাবে বিএনপি শুরু থেকেই ফ্যাসিবাদবিরোধী জাতীয় ঐক্য বজায় রাখার স্বার্থে সর্বোচ্চ ছাড় দিয়ে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সমঝোতার পথ বেছে নিয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারকেও যতটুকু সম্ভব আমাদের অবস্থান থেকে সহযোগিতা করে আসছি। অথচ আমরা দেখছি, প্রতিনিয়ত একের পর এক নিত্যনতুন শর্ত জুড়ে দিয়ে গণতন্ত্র উত্তরণের পথকে সংকটাপূর্ণ করে তোলা হচ্ছে। এর পরিণতি সম্পর্কেও আমাদের সতর্ক থাকা অবশ্যই প্রয়োজন।

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সভাপতিত্বে ও নির্বাহী কমিটির সদস্য আবদুস সাত্তার পাটোয়ারির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ড. আব্দুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সেলিমা রহমান, অধ্যাপক এজেডএম জাহিদ হোসেন, যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির, মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক মওদুদ হোসেন আলমগীর পাভেল, আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন, তথ্য ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক একেএম ওয়াহিদুজ্জামান, তথ্য ও প্রযুক্তিবিষয়ক সহসম্পাদক সাইফ আলী খান প্রমুখ বক্তব্য দেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে অনলাইনে বিএনপির প্রাথমিক সদস্যপদ গ্রহণ এবং তার ফি পরিশোধের প্রক্রিয়া নিয়ে একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়। তাতে বলা হয়, এখন থেকে বিশ্বের যেকোনো দেশ থেকে অনলাইনে বিএনপির দলীয় ওয়েবসাইটে গিয়ে সদস্যপদ গ্রহণ করা যাবে।

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, এ জেড এম জাহিদ হাসান, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির, মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক মওদুদ আলমগীর হোসেন প্রমুখ।

'প্রবাসে বিএনপির সদস্যপদ নবায়ন ও নতুন সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচির অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে' কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্য বিএনপির নেতৃবৃন্দ পূর্ব লন্ডনের দি অট্রিয়াম হলে সমবেত হয়ে ভার্চুয়ালী যুক্ত হয়ে অংশগ্রহণ করেন। যুক্তরাজ্য বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আবুল কালাম আজাদ ও যুগ্ম সম্পাদক ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ খান এর নেতৃত্বে যুক্তরাজ্য বিএনপি, জোনাল কমিটি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের প্রথম বিজ্ঞান মেলায় হাজার হাজার কিশোর-তরুণের অংশগ্রহণ

লন্ডন, ১৪ নভেম্বর ২০২৫: বিজ্ঞান নিয়ে তরুণ ও যুব সমাজের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইস্ট লন্ডন মসজিদের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো 'সায়েন্স ফেয়ার' বা বিজ্ঞান মেলা।

৮ নভেম্বর শনিবার সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এলএমসি'র তিনটি হলজুড়ে অনুষ্ঠিত এই মেলায় আড়াই হাজারেরও বেশি তরুণ-যুবক অংশগ্রহণ করেন । মেলার মূল উদ্দেশ্য ছিলো, তরুণ সমাজকে এ কথা বোঝানো যে, ধর্ম ও বিজ্ঞান আলাদা কিছু নয়, বরং একটি অপরটির পরিপুরক।

সাইয়েন্স মেলার আয়োজন সম্পর্কে ইস্ট লন্ডন মসজিদের সিইও জুনায়েদ আহমদ বলেন, এই মেলা মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে আরো সুদৃঢ় করে । আমরা চাই আমাদের তরুণরা যেন গর্বিত মুসলমান হিসেবে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গবেষণার ক্ষেত্রেও অবদান রাখে । তবে তা যেন হয় ইসলামিক শিক্ষার আলোকে, নৈতিকতা ও বিনয়ের সাথে।

মেলার কো-অর্ডিনেটর, ইস্ট লন্ডন মসজিদের ইয়ুথ এনগেইজমেন্ট কর্মকর্তা মোহাম্মদ আমিনুর রহমান বলেন- দিনব্যাপী পরিবারবান্ধব এই আয়োজনে ছিলো ইন্টারঅ্যাকটিভ স্টল, লাইভ এক্সপেরিমেন্ট, এবং স্টিম তথা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত বিষয়ক কার্যক্রম । এসব পরিচালনা করেন শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং মুসলিম পেশাজীবীরা। এটি শুধু একটি শিক্ষামূলক মেলা ছিলোনা-বরং ছিলো কৌতুহল, হাতে-কলমে শেখার সুযোগ এবং কমিউনিটির মানুষের শিক্ষার এক সুন্দর উৎসব।

মেলার শেষ দিকে অনুষ্ঠিত হয় এক বিশেষ আলোচনাসভা। 'তাওহিদ ইন ন্যাচার'-শীর্ষক এই বিশেষ আলোচনার মুল বক্তা ক্যামব্রিজ ইউনির্ভাসিটির বিজ্ঞানী ও মেডিকেল গবেষক ড. ওসাইদ আথার 'কীভাবে আল্লাহর একত্ব প্রকৃতির সর্বত্র বিরাজমান- তা ধর্ম ও বিজ্ঞানের আলোকে অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করেন।

বাসিন্দাদের নিরাপত্তায় বড় পদক্ষেপ: দিনরাত ২৪ ঘণ্টা চালু এএসবি রিপোর্টিং লাইভ হটলাইন চালু

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল অ্যান্টি-সোশ্যাল বিহেভিয়ার (এএসবি) অর্থাৎ সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপ মোকাবেলায় নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি বাসিন্দাদের ওপর পরিচালিত জরিপে জানা গেছে, এএসবি বা সমাজবিরোধী আচরণ বাসিন্দাদের অন্যতম বড় উদ্বেগের বিষয়। সেই প্রেক্ষিতে কাউন্সিল চালু করেছে সপ্তাহের ৭ দিন-২৪ ঘণ্টা চলমান ‘লাইভ ইনসিডেন্টস লাইন’ - যার মাধ্যমে এখন কাউন্সিল ভাড়াটিয়ারা তাৎক্ষণিক ২৪ ঘণ্টার যেকোন সময় ঘটনার রিপোর্ট করতে পারবেন।

নতুন ফোনলাইনটি সোমবার, ৩ নভেম্বর থেকে চালু হয়েছে। এই প্রথমবার কাউন্সিল এমন একটি সার্ভিস দিচ্ছে, যেখানে রিপোর্ট পাওয়ার পর প্রয়োজনবোধে টাওয়ার হ্যামলেটস্ এনফোর্সমেন্ট অফিসার্স (থিওস) ঘটনাস্থলে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিতে পারবেন।

কোন ধরনের ঘটনার জন্য এই সেবা:
লাইভ ইনসিডেন্টস লাইনে নিম্নলিখিত এএসবি ক্যাটাগরির ঘটনা রিপোর্ট করা যাবে -

* প্রকাশ্যে মাদক বা অ্যালকোহল সেবন, নাইট্রাস অক্সাইড (লাফিং গ্যাস হিসাবে পরিচিত) ব্যবহার
* রাফ স্লিপিং বা অস্থায়ী বসতি স্থাপন
* যানবাহন সংক্রান্ত বিরক্তি বা উপদ্রব (গাড়ির আশেপাশে গোলমাল বা সমস্যা তৈরি করা)
* যৌন সংশ্লিষ্ট কার্যকলাপ
* দলবদ্ধ অবস্থায় লুকিয়ে থাকা, হৈচৈ করা, চিৎকার-চেঁচামেচি, অশালীন ভাষা ব্যবহার বা উচ্চ শব্দে গান বাজানো
* শব্দের কারণে উপদ্রব (নয়েজ নুইসেন্স)

লাইভ অর্থাৎ কোন ঘটনার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষদর্শী হলে সাথে সাথে ফোন করুন: ০২০ ৭৩৬৪ ২৩৩২

যদি প্রয়োজন হয়, থিও কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে পদক্ষেপ নেবেন।

আর যে ঘটনা ইতিমধ্যে ঘটে গেছে, সেই সব রিপোর্ট অনলাইনে করতে হবে কাউন্সিলের রিপোর্টিং ফর্ম বা 'ফাইন্ড ইট এন্ড ফিক্স ইট' অ্যাপের মাধ্যমে।

জরুরি প্রয়োজনে ৯৯৯ এবং জরুরি না হলে ১০১ নাম্বারে কল করুন।

বিস্তারিত তথ্য পেতে - অ্যান্টি-সোশ্যাল বিহেভিয়ার রিপোর্টিং সম্পর্কিত সব তথ্য পাওয়া যাবে কাউন্সিলের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এএসবি পেজে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের এক্সিকিউটিভ মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, “অ্যান্টি-সোশ্যাল বিহেভিয়ার আমাদের কমিউনিটির উপর কতটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে তা আমরা জানি। তাই আমরা বাসিন্দাদের চাহিদার প্রতিক্রিয়ায় এই নতুন ২৪/৭ ফোনলাইন চালু করেছি, যাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায় এবং আমাদের এলাকাকে আরও নিরাপদ ও বন্ধুত্বপূর্ণ করা যায়।"

মেয়র আরো বলেন, "আমরা কাউন্সিল ভাড়াটিয়াদের অনুরোধ করছি, ঘটনার সময়ই আমাদের জানান এবং ঘটনার বিস্তারিত পরেও অনলাইন ফর্মের মাধ্যমে শেয়ার করুন, যাতে আমরা একটি সুস্পষ্ট চিত্র তৈরি করতে পারি এবং কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারি।”

কেবিনেট মেম্বার ফর সেইফার কমিউনিটিজ, কাউন্সিলর আবু তালহা চৌধুরী বলেন, আমরা জনি এন্টি-সোশ্যাল বিহেভিয়ার আমাদের রেসিডেন্টদের জন্য সব চেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয়। আমাদের রেসিডেন্ট সার্ভেতে এই বিষয়টি বারবার এক নম্বরে উঠে আসে। যদিও আমরা কমিউনিটির নিরাপত্তায় বিপুল বিনিয়োগ করছি, অনেক ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে। তবে, রিপোর্টিং এখনো একটি বড় ইস্যু। এখন পর্যন্ত কাউন্সিলের শুধুমাত্র অনলাইন রিপোর্টিং টুল বা ব্যবস্থা ছিল। এই সপ্তাহ থেকে আমরা সুনির্দিষ্ট একটি টেলিফোন নাম্বার চালু করেছি। আপনারা যদি কাউন্সিলের বাসিন্দা হন, কাউন্সিলের এস্টেটে বসবাস করেন, তাহলে ০২০ ৭৩৬৪ ২৩৩২ নাম্বারে কল করলে এটি সরাসরি আমাদের কন্ট্রোল রুমে যাবে। আপনারা এন্টি-সোশ্যাল বিহেভিয়ার সম্পর্কে রিপোর্ট করতে পারবেন। এটি সম্পূর্ণ নতুন একটি সার্ভিস আমরা চালু করেছি।আপনারা যদি এন্টি-সোশ্যাল বিহেভিয়ার জনিত কোনো কার্যকলাপের ভুক্তভোগী হন, তাহলে দয়া করে সাথে সাথে কল করুন।

দয়ামীর ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে

Dayamir Union Welfare Trust UK

Election Circular 2025

DAYAMIR UNION WELFARE TRUST UK — D.U.W.T UK — Est. 2014 — Charity Regi No. 1173986

ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি ২০২৫-২০২৮ইং

নতুন ট্রাস্টিশিপ গ্রহনের শেষ তারিখ ও মনোনয়নপত্র গ্রহণ
Monday, 10th November 2025, 8:00pm to 10:00pm | Venue : Bricklane Mosque Hall, 59 Brick Ln, London E1 6QL

মনোনয়নপত্র বাচাই, প্রত্যাহার, প্রার্থীদের চুড়ান্ত তালিকা প্রকাশ, ভোটার লিস্ট ও প্রতীক বরাদ্দ
Sunday, 16th November 2025, 8:00pm to 9:00pm | Venue : Bricklane Mosque Hall, 59 Brick Ln, London E1 6QL

Election Date: Sunday 7th December 2025
Micro Business Park, 50B Greatorex St, London E1 5NP
Time: 11:00am to 5:30pm

To become a new Trustee, provide 2 Copies Passport Size photo, with a Banker's draft of £100 or Cash (Cheque will not be accepted.)

Positions	Nomination Fees		
Chairperson	£750	Assistant Treasurer	£150
Senior Vice Chairperson	£150	Organising Secretary	£150
2 x Vice Chairperson	each £150	Education Secretary	£150
General Secretary	£550	Press and Publicity Secretary	£150
2 x Assistant General Secretary	each £150	Women Secretary	£150
Treasurer	£450	Asst. Women Secretary	£150
		9x EC Members	each £100

Nomination fees are non-refundable and cash only.

Election Commission

Moshiur Rahman — Chief Election Commissioner — 07806 810 003
Masabbir Khan (Manik) — Election Commissioner — 07944 886 374
Jamal Ahmed Khan — Election Commissioner — 07961 374 627

সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশন নিম্ললিখিত নীতিমালা অনুসরণ করবে।
আশা করি সম্মানিত ট্রাস্টিগণ নিম্মলিখিত নীতিমালা মেনে চলতে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা করবেন।

- কোন প্রার্থী মনোনয়োন প্রত্র প্রত্যাহার করতে চাইলে স্ব-শরীরে উপস্থিত হয়ে নির্বাচন কমিশনকে লিখিত আবেদন করতে হবে।
- ব্যালট পেপারে সকল প্রার্থীর নাম ও পদবীর উল্লেখ থাকবে এবং বর্ণনুক্রমিক পদ্ধতিতে তা সাজানো হবে।
- প্রতিটি ব্যালট পেপারে ক্রমিক নম্বর থাকবে।
- প্রত্যেক ভোটারকে পরিচয়পত্র দেখিয়ে ব্যালট পেপার গ্রহণ করতে হবে।
- সুষ্ঠ নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনে আপনার ঠিকানা যাচাই বাছাই করতে এবং প্রশ্ন করতে পারবেন।
- পরিচয়পত্র হিসাবে প্রত্যেক ট্রাস্টিকে অবশ্যই অরিজিনাল পাসপোর্ট, ফটোসহ ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং ৬০ বছরের উর্ধ্বে ব্যক্তির জন্য ফ্রিডম পাস প্রযোজ্য হবে। এবং যে সকল ট্রাস্টির পাসপোর্ট হোম অফিসে জমা এবং হোম অফিসের বিবেচনাধীন, তারা অবশ্যই হোম অফিস কর্তৃক পদত্ত ফটোসহ আই এস.৯৬ ডকুমেন্ট সহ যে কোন একটি ঠিকানা সম্বলিত আইডি দেখিয়ে ভোট দিতে পারবেন।
- কোন দলীয় প্রার্থী বা এজেন্ট ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে কোন আইন প্রয়োগ করতে পারবেন না বা কাউকে প্ররোচিত করতে পারবেন না। যেমন: জাল ভোট দেওয়া বা জাল ভোট দিতে প্ররোচিত করা অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে।
- ভোট গণনার সময় শুধুমাত্র প্রার্থীর এজেন্ট ও প্যানেল প্রধান উপস্থিত থাকতে পারবেন। প্রত্যেক প্রার্থীর একটি করে ভোট গণনা করা হবে।
- নমিনেশন দাখিলের পর প্রত্যেক প্যানেল থেকে একজন করে সমন্বয়ক বা প্রতিনিধির নাম নির্বাচন কমিশন বরাবরে দাখিল করতে হবে। যদি কোন বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে জানাতে হয় অথবা কোন প্রস্তাব থাকে তাহলে সমন্বয়ক কর্তৃক লিখিত ভাবে জানাতে হবে।
- নির্বাচন কমিশন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। নির্বাচন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কোন প্রার্থী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যে কোন কার্যকলাপের মাধ্যমে নির্বাচনী কাজে বাধা সৃষ্টি করলে তা নির্বাচনী কাজের পরিপন্থী বলে গণ্য হবে।
- নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠ নির্বাচনের স্বার্থে যেকোনো সময় যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 488 7990
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Directors
Kamruz Zaman Shuheb
Gulam Kibria Oyes

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasanul Hoque Uzzal
Sub Editor
Shaleh Ahmed
Head of Marketing
Md Joynal Abedin

Sylhet Bureau Chief
Md Moin Uddin Monju
Dubai Correspondent
Md Sarwar Uddin Rony
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

মব সহিংসতা ও সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের ৫ই আগস্টের পর থেকে মব সৃষ্টি করে মানুষকে মারধর করার সংস্কৃতি বেড়ে গেছে এবং এসবের বিচার হচ্ছে না ।এ দেশে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া নতুন কোনো ঘটনা নয়। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এ-সম্পর্কিত পরিসংখ্যান একটি ভয়াবহ বাস্তবতা তুলে ধরছে-অনেক ক্ষেত্রে মানুষের জীবন-মৃত্যু নির্ধারণ করছে মব বা উচ্ছৃঙ্খল জনতা। অপরাধ প্রমাণের তো প্রশ্নই নেই, অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়েরও প্রয়োজন দেখা হচ্ছে না; শুধু সন্দেহবশত মব তৈরি করে কিংবা গণপিটুনি দিয়ে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।

মাগুরার মহম্মদপুরে মো. ইসরাফিলকে মুঠোফোন ও টাকা চুরির অভিযোগে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। তার ভাই মামলা করলেও এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। পুলিশ বলছে, ঘটনা 'জটিল' ও 'স্পর্শকাতর'। প্রশ্ন হলো, একজন মানুষ হত্যার পর জটিলতার অজুহাত কেন? অপরাধী শনাক্ত না হওয়া পর্যন্ত 'নীরব' থাকা কি আদৌ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাজ?

১৩ মাসে গণপিটুনিতে ৬৭ জন নিহত হয়েছেন। ৪৬টি ঘটনায় মামলা হলেও গ্রেপ্তার হয়েছে মাত্র ১.২৭ শতাংশ আসামি। অর্থাৎ প্রায় ৯৯ শতাংশ হত্যাকারী নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও বিচারব্যবস্থা যখন এমনভাবে ব্যর্থ হয়, তখন নাগরিকের মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে, রাষ্ট্র কোথায়?

সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো, গত বছর গণ-অভ্যুত্থানের পর মব বা গণপিটুনির মতো সহিংসতা আগের চেয়ে বেড়েছে। মানুষের ক্ষোভ ও প্রতিশোধের রাজনীতি যেখানে বিচার-বিবেচনাকে গ্রাস করে, সেখানে গণপিটুনি স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। মব সহিংসতার শিকারদের মধ্যে শিশুও যেমন আছে, তেমনি মানসিক প্রতিবন্ধী মানুষও রয়েছে। আরও ভয়ংকর হলো, কেউ কেউ এসব ঘটনাকে 'মব জাস্টিস' বলে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

বাংলাদেশের সংবিধান ও আইন অনুযায়ী, অপরাধীও আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারী। জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণাও ন্যায়বিচারের পূর্বশর্ত হিসেবে আদালতের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার কথা বলেছে। তাহলে উচ্ছৃঙ্খল জনতা কীভাবে রাস্তায় 'বিচার' চালানোর অধিকার পেল?

পুলিশ কর্মকর্তাদের যুক্তি হলো, গুজব বা তাৎক্ষণিক উত্তেজনায় ঘটনাগুলো ঘটে এবং জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যখন ঘটনাগুলো সংবাদমাধ্যমের নজরে পড়ে, তখনই কেন গ্রেপ্তার হয়? রংপুরের একটি ঘটনায় দলিত সম্প্রদায়ের দুজনকে হত্যার ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গণপিটুনি শুধু আইন ভাঙা নয়, এটি বর্বরতার চূড়ান্ত। একটি সমাজ তখনই বর্বর হয়, যখন অভিযোগ প্রমাণের আগেই শাস্তি দেওয়া হয়। এ রকম অবস্থায় রাষ্ট্রকে পরিষ্কার বার্তা দিতে হবে: কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয়। আইন হাতে তুলে নিলে শাস্তি হবেই। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উচিত প্রতিটি গণপিটুনি মামলার অগ্রগতি কেন্দ্রীয়ভাবে পর্যবেক্ষণ এবং অভিযুক্তদের দ্রুত শনাক্তে প্রযুক্তির ব্যবহার করা। অন্যায়ের বিচার না হলে সেই অন্যায় চলতেই থাকে। শুধু মামলা নেওয়া বা কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা নয়; রাষ্ট্রের কর্তব্য ভুক্তভোগীদের পুনর্বাসন করাও। এর পাশাপাশি ভুক্তভোগী পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং মনস্তাত্ত্বিক ও আর্থিক সহায়তা দিতে হবে। সমাজেরও উপলব্ধি জরুরি-গণপিটুনি ন্যায়বিচার নয়; এটি হত্যাকাণ্ড। ন্যায়বিচার আদালতে হয়, রাস্তায় নয়।

অন্যায় থামাতে হলে একটা মাত্র উদাহরণ দরকার-প্রতিটি মামলায় দ্রুত ও যথাযথ শাস্তি। যখন মনে হবে অপরাধ করলে পার পাওয়া যাবে না, তখনই থামবে এই উন্মাদনা। বিচারহীনতার সংস্কৃতির এবং আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা বন্ধে সরকারকে কঠোর হতে হবে এবং কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে ।রাস্ট্রকে বিনা বিচারে মানুষ হত্যা বন্ধে উদ্যোগী হতে হবে। দুই একটা বিচার করলে অনেকে সতর্ক হয়ে যাবে। মানুষ স্বস্তির নিঃশাস ফেলবে। আমরাও তা চাই.

ভারতে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত নিয়ে তোলপাড়

একেএম শামসুদ্দিন

ভারতের আসামে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গান গাওয়াকে কেন্দ্র করে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গজুড়ে চলছে তোলপাড়। ২৭ অক্টোবর আসামের করিমগঞ্জ (অধুনা শ্রীভূমি) জেলার প্রত্যন্ত একটি গ্রামে কংগ্রেস দলের অঙ্গসংগঠনের এক সভায় বিধুভূষণ দাস নামে এক জ্যেষ্ঠ কংগ্রেস কর্মী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'আমার সোনার বাংলা' গানের প্রথম লাইনটি গেয়ে বক্তব্য শুরু করেন। আর তাতেই যেন সর্বনাশ হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সে ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর বিতর্ক শুরু হয়। ঘটনা জটিল আকার ধারণ করে, যখন এ গান গাওয়ার জন্য বিধুভূষণের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা হয়। আসামের কট্টর হিন্দুত্ববাদী মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রাজ্যপুলিশকে মামলার নির্দেশ দিয়ে এ প্রসঙ্গে যে অসংলগ্ন বক্তব্য দেন, তা-ই বিতর্কের জন্ম দেয়। তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বলেন, দলটি ভারতের জাতীয় সংগীতের পরিবর্তে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেছে; যা ভারতের প্রতি অসম্মানের। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অনেকে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে নিজেদের বলে দাবি করেন। এটি সেই দাবির প্রতিও এক ধরনের সমর্থন। এ গান ভারতের জাতীয় সংগীতের মতো করে গাওয়া হয়েছে, যা জাতীয় অনুভূতির প্রতি গুরুতর অপমান। হিমন্ত শর্মা দাবি করেন, এ ধরনের কর্মকাণ্ড 'গ্রেটার বাংলাদেশ তত্ত্বের অংশ'।

এ গান গাওয়ার জন্য বিজেপি যে অবস্থান নিয়েছে, তারও আছর গিয়ে পড়েছে বিশ্বভারতীর শিক্ষার্থীদের ওপর। আসামের ঘটনার প্রতিবাদে বিশ্বভারতীর শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ ও মিছিলে শামিল হয়েছিলেন। তারা ক্যাম্পাসে প্রতিবাদের ভাষাস্বরূপ একসঙ্গে 'আমার সোনার বাংলা' গানটি গেয়েছেন। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের চিঠি দিয়ে ভয় দেখিয়েছেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, 'তাদের সন্তানরা অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছে। তাদের কাজ পড়াশোনা করা। বিশ্বভারতী একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। নরেন্দ্র মোদি হচ্ছেন এর আচার্য। এখানে রবীন্দ্রনাথের ওই গান গাওয়া যাবে না। এখানেই শেষ নয়। ওদিকে আসামের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, 'আমার সোনার বাংলা' গানটি আর কোনো সরকারি অনুষ্ঠানে গাওয়া যাবে না। কারণ? এটি 'বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত'। একইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের এক বাঙালি বিজেপি নেতা মন্তব্য করেছেন এই বলে, 'আমরা ভারতীয়, বাঙালি নই, ভারতীয়ত্বই আমাদের পরিচয়।'

বিজেপির এ কথার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে কংগ্রেস ও তৃণমূল দুই দলই। অভিযোগ খণ্ডন করে কংগ্রেস বলেছে, 'আমার সোনার বাংলা' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা এবং এটি বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিজেপি সবসময় বাংলা ভাষা, বাংলা সংস্কৃতি এবং পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের অপমান করে। বিজেপির উদ্দেশে তারা বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে রাজনীতি করবেন না। এ গানের সমালোচনা মানে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অপমান করা।' তারপরই পশ্চিমবঙ্গজুড়ে শুরু হয় তোলপাড়। 'আমার সোনার বাংলা' গানটি এখন পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির মুখে মুখে ঘুরছে। ঘরে ঘরে, রাস্তায় রাস্তায় বাজছে এই গান। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, এক্সে এই গান ঘুরে বেড়াচ্ছে।। বাঙালিদের দাবি, 'বাঙালির কাছে রবীন্দ্রনাথের গানের কেশাগ্র স্পর্শ করাটা একমাত্র ঘাতকের কাজ।' কোনো রাজনৈতিক মিছিল-মিটিংয়ে নয়, সেখানকার সাধারণ বাঙালিই সোনার বাংলা গানটি বাজিয়ে বাজিয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। এটিই তাদের প্রতিবাদের ভাষা। বিজেপির নোংরা রাজনীতির বিরুদ্ধে তারা এভাবেই প্রতিরোধের আগুনকে গানের সুরে সুরে চারদিকে ছড়িয়ে দিতে চায়। রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়ার পর যে কারণ দেখিয়ে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা হয়েছে, সেই গান বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হওয়ার পেছনে একটি ঐতিহাসিক পটভূমি আছে। আজ আসামে যেমন রবীন্দ্রনাথের গান নিষিদ্ধ করার কথা বলা হচ্ছে, পাকিস্তান যুগে আমাদের এখানে রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়ার বেলায়ও নানারকম সীমাবদ্ধতা ছিল। সে আমলেও রবীন্দ্রসংগীত নিষেধ, বর্জন এবং রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীদের নিপীড়নের শিকারও হতে হয়েছে। কিন্তু কোনো প্রচেষ্টাই রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া থেকে মানুষকে বিরত রাখতে পারেনি। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পর ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি, ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের শহীদ স্মরণে এক অনুষ্ঠানে, প্রখ্যাত শিল্পী আবদুল লতিফের সুর দেওয়া 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়' ছাড়াও গাওয়া হয়েছিল, 'আমার সোনার বাংলা' গানটিও। এসব গান গাওয়ার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ সেদিন উদ্যোক্তা শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছিল। এর প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিল তৎকালীন ডাকসুর ছাত্রনেতারা। তারা সে সময় প্রকাশ্য সভায় দুঃসাহসিক কাজ করেছিলেন। ১৯৫৩-৫৪ সালের ডাকসুর অভিষেক অনুষ্ঠানে গাওয়া হয় রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' গানটি। এরপর থেকেই ছাত্রসমাজ ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসংগীত ক্রমশ প্রসারিত হতে থাকে।

পাকিস্তানের তৎকালীন শাসকরা এ বিষয়টিকে ভালোভাবে নেয়নি। এরই জের ধরে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনে বাধা আসে। তারপরও পাকিস্তান সরকারের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হয়। এ জন্মশতবার্ষিকী পালনের মাধ্যমে বাঙালির সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এক বিশাল পরিবর্তন আসে। তবে পাকিস্তানি শাসকরা বসে থাকেনি। ১৯৬৭ সালের ২৩ জুন রেডিও ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার নিষিদ্ধ করে। বলা হয়, 'রবীন্দ্রসংগীত আমাদের সংস্কৃতি নয়।' বর্তমানে আমাদের সমাজে, বেতনভুক কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও সুশীল নামধারী ব্যক্তি, স্বার্থান্বেষী মহলের ইশারায় মাঝেমধেই যেমন জানান দিয়ে ওঠেন; সে সময়েরও গোটা চল্লিশ বাঙালি বুদ্ধিজীবী নামধারী শিক্ষক, কবি, সাংবাদিক, আইনজীবী ও সংগীতশিল্পী পাকিস্তান সরকারের সিদ্ধান্তের সমর্থনে তেমনই এগিয়ে এসেছিলেন। তা সত্ত্বেও সরকারের চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত বাঙালি মেনে নেয়নি। পরের বছরের বাইশে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে তিন দিনব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের যৌথ অনুষ্ঠান আন্দোলনে রূপ নেয়। গুন্ডা দিয়ে সেই অনুষ্ঠান পন্ড করার চেষ্টা করেও সরকার ব্যর্থ হয়। এরপর থেকেই রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের গান সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রেরণা হয়ে ওঠে। পাকিস্তানি আমলের এ রবীন্দ্র-বিরোধিতাই এ দেশে রবীন্দ্রসংগীতের শক্ত ভিত্তি তৈরি করে দেয়। 'আমার সোনার বাংলা' গান তখন রাজনৈতিক আসরগুলোয় প্রেরণার অন্যতম উৎস হিসাবে গাওয়া হতো। ধীরে ধীরে এ গান স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম ভাষা হয়ে ওঠে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক-সিনেমায় এ গানের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়ে যায়। সত্তরে, স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমির ওপর ভিত্তি করে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক জহির রায়হানের তৈরি 'জীবন থেকে নেওয়া' চলচ্চিত্রেও আমরা এ গানের ব্যবহার দেখি। স্বাধীনতাযুদ্ধে অন্যান্য দেশাত্মবোধক গানের অফুরন্ত অবদান আছে সন্দেহ নেই। তবে সেসব দেশাত্মবোধক গানের পাশাপাশি মুক্তিবাহিনীর প্রতিটি প্লাটুন ও সেকশনে, 'আমার সোনার বাংলা' গান গাইবার সময় অনেক মুক্তিযোদ্ধার চোখে আমরা পানি দেখেছি। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার, এ গানটিকেই বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসাবে নির্বাচন করে। তবে জাতীয় সংগীত হিসাবে 'আমার সোনার বাংলা' গানটি সমাজের কিছু কিছু মানুষের পছন্দ নয়। চব্বিশের জুলাই আন্দোলনের পরও অনেকে এ গানের পরিবর্তন চেয়েছেন। পরিবর্তনের পক্ষে তারা যে যুক্তি দেখিয়েছেন, আমার কাছে তা অসার মনে হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিই গুরুত্ব পেয়েছে। এ গান শুধু রবীন্দ্রনাথের লেখা বলেই বিরোধিতা করা ঠিক হবে না। গানের কথা ও সুরের বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি; সাতচল্লিশের পর থেকে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা ও সংগ্রামের অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎস হিসাবে, এ গানের অবদানকেও বিবেচনায় নেওয়া উচিত।

এবার লেখার মূলে ফেরা যাক। বিজেপি এমন একটি দল, যারা রাজনৈতিক ফায়দার জন্য কাউকে সাদরে যেমন গ্রহণ করে, তেমনই বর্জন করতেও দেরি করে না। আসামের করিমগঞ্জ, ব্রিটিশ আমলে মহাকুমা ছিল। তখন ওই অঞ্চলের জমিদার ছিলেন একজন মুসলমান, মুহাম্মদ করিম চৌধুরী। তার নামেই এলাকার নাম করিমগঞ্জ হয়েছে। করিমগঞ্জ যেহেতু একটি মুসলিম নাম, কাজেই কট্টর মুসলিমবিদ্বেষী বিজেপি এ জেলার নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। নতুন নামকরণে তারা রবীন্দ্রনাথেরই সাহায্য নেয়। ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ শিলং-গুয়াহাটি হয়ে সিলেটে আসার পথে করিমগঞ্জে যাত্রাবিরতি করেছিলেন। তখন সুরমা ভ্যালির সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে কবি শিরোনামহীন একটি কবিতা লিখেছিলেন। সে কবিতায় তিনি করিমগঞ্জকে 'সুন্দরী শ্রীভূমি' উল্লেখ করেন। নাম পরিবর্তনে যাতে বাঙালিদের বিরোধিতার মুখে পড়তে না হয়; এজন্য বিজেপি, গতবছর করিমগঞ্জের মুসলিম নাম চিরতরে মুছে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় উল্লিখিত 'শ্রীভূমি' নামেই ওই জেলার নামকরণ করে। কিন্তু পরিহাসের বিষয়, বছর না পেরোতেই রবীন্দ্রনাথের দেওয়া নাম শ্রীভূমি জেলায় রবীন্দ্রনাথেরই লেখা 'আমার সোনার বাংলা' গান গাওয়ার অভিযোগ এনে বিজেপি রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করে। শুধু তাই নয়, রাজ্যের সব অনুষ্ঠানে এ গান গাওয়া নিষিদ্ধও ঘোষণা করে।

সাংবাদিক কাউসার চৌধুরীর ‘দ্বিতীয় জীবনের গল্প’ গ্রন্থ প্রকাশিত

সিলেট অফিস : সাংবাদিক ও লেখক কাউসার চৌধুরীর নতুন বই ‘দ্বিতীয় জীবনের গল্প’ প্রকাশিত হয়েছে। আত্মজৈবনিক এ বইটি মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে আসার গল্প। ২০১৬ সালে সাংবাদিক কাউসার চৌধুরীর লিভার ও কিডনি বিকল হয়ে গেল। ব্যয়বহুল চিকিৎসা, নতুবা মৃত্যু- জীবন ও মৃত্যুর কঠিন সমীক্ষা। সেই সময়ে পাশে দাঁড়ান দেশ-বিদেশের সুহৃদরা।

লন্ডনের বাংলাদেশি তথা সিলেটি কমিউনিটি বিপুল পরিমাণ তহবিল সংগ্রহে সৃষ্টি হয় মানবিকতার এক নজিরবিহীন ইতিহাস। প্রায় কোটি টাকা ব্যয়ে করা হয় সাংবাদিক কাউসার চৌধুরীর লিভার ও কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট। যা এক বিরল ঘটনা। কেবল কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট নয়, একসাথে লিভার ও কিডনির মতো দুটো অঙ্গ প্রতিস্থাপন করে তিনি এখন স্বাভাবিক জীবনযাপন করছেন।

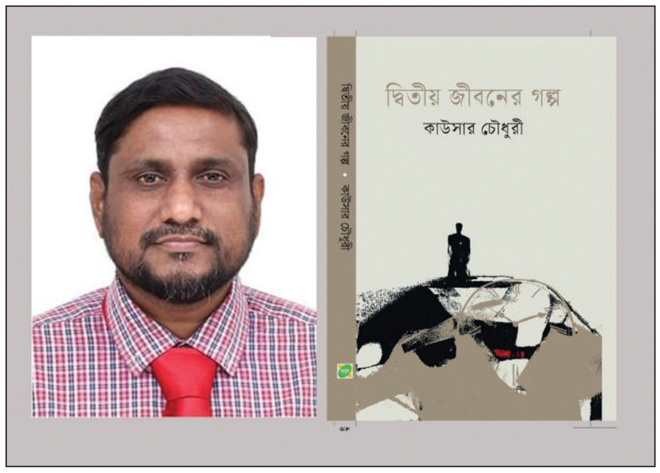

মহান আল্লাহর অশেষ কৃপা আর মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসায় জীবনজয়ের গল্প’র এখানেই শেষ নয়, লিভার-কিডনি কেন কীভাবে নষ্ট হয়, কীভাবে সুস্থ রাখতে হয়, আবার শরীরের দুটো অঙ্গ বিকল হলে কোন পদ্ধতিতে ট্রান্সপ্লান্ট করতে হয়, এর বিস্তারিত বর্ননাসহ বিরল ঘটনাটি মৃত্যুর মুখ থেকে ফেরা সাংবাদিক তুলে ধরেছেন ‘দ্বিতীয় জীবনের গল্প’ গ্রন্থে।

লেখক তার স্বচক্ষে দেখা ভারতীয় চিকিৎসা, দর্শনীয় স্থানেরও বিস্তারিত বর্ননাও রয়েছে। দেখা থেকে লেখাকে গল্পের ছলে লেখক তুলে ধরেই লিখেছেন ‘দ্বিতীয় জীবনের গল্প’।

নয় বছর আগে মৃত্যু পথযাত্রী সাংবাদিক কাউসার চৌধুরীর জীবন বাঁচাতে বিলেত প্রবাসীরা দানের ক্ষেত্রে এক নজিরবিহীন রেকর্ড গড়েছিলেন। একজন বাংলা ভাষাভাষি সাংবাদিকের চিকিৎসা সহায়তায় এতো বেশি দানের রেকর্ড বিরল ঘটনা । দৈনিক সিলেটের ডাক’র সিনিয়র রিপোর্টার ও সিলেট প্রেসক্লাবের সাবেক কোষাধ্যক্ষ সাংবাদিক কাউসার চৌধুরী সুস্থ হয়ে সক্রিয়ভাবে সাহসের সাথে সাংবাদিকতা করছেন।

তিনি তার চিকিৎসা কার্যক্রম, প্রবাসীদের অভুতপূর্ব দান ও সহযোগিতা নিয়ে “দ্বিতীয় জীবনের গল্প” লিখেছেন। বইটির প্রকাশ করেছে লন্ডনের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এম.জে.এম (এমজেএম পাবলিসার ইউকে) পাবলিশার্স। পরিবেশক হিসেবে রয়েছে বাংলাদেশের খ্যাতনামা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান উৎস প্রকাশন। প্রচ্ছদ শিল্পী ধ্রুব এষের প্রচ্ছদে ঝকঝকে ছাপা ও বাঁধাইয়ের এ বইটির মূল্য রাখা হয়েছে ৪০০ টাকা।

বইটি রকমারি ডটকম ও সিলেটের লাইব্রেরিগুলোতে পাওয়া যাবে ।

বইটির প্রকাশক এম.জে.এম (এমজেএম পাবলিসার ইউকে) পাবলিশারের চেয়ারম্যান ও লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট মহিব চৌধুরী জানিয়েছেন, এটি একটি সাকসেস স্টোরি। লন্ডন ও সিলেটে পৃথকভাবে বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। জীবন যুদ্ধে যারা হেরে গেছেন তাদের জন্য বইটি প্রভাবক গ্রন্থ হতে পারে। তিনি বইটির প্রচার-প্রসারে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

সুনামগঞ্জে প্রেমিকাকে ধর্ষণ ও হত্যার দায়ের একজনের মৃত্যুদন্ড

সুনামগঞ্জ সংবাদদাতা : সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজারের পান্ডারগাঁও গ্রামে প্রেমিকাকে ধর্ষণ ও হত্যার দায়ে লিটন মিয়া নামের এক জনকে মৃত্যুদন্ড ও ১ লাখ টাকা অর্থদণ্ডাদেশ প্রদান করেছে আদালত। মঙ্গলবার সকাল ১১ টায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ এ রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি মো. লিটন আহমদ ওরফে লিটন মিয়া সদর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের খলিল আহমদের ছেলে।

মামলা সূত্রে জানা যায়, জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলার পান্ডার গাঁও গ্রামের ফরিদ আহমদের মেয়ে তমা (১৮) বেগমের সাথে প্রেমের সম্পর্ক ছিলো অভিযুক্ত লিটন মিয়ার। ২০২৪ সালের ২৮ এপ্রিল মেয়ে তমা আক্তার বাড়িতে একা রেখে স্ত্রী ও অন্য সন্তান নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে যান ফরিদ আহমদ। পরদিন ২৯ এপ্রিল রাত ৮ টার দিকে রান্নাঘর থেকে বিবস্ত্র অবস্থায় তমা আক্তারের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় দোয়ারাবাজার থানায় একটি অজ্ঞাতনামা মামলা দায়ের করলে ঘটনায় জড়িত সন্দেহে প্রেমিক লিটন মিয়াকে আটক করে পুলিশ।

সাক্ষ্য প্রমাণ ও তথ্য প্রযুক্ত সহায়তায় তমা আক্তারকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগে লিটন মিয়ার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ দায়ের করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা।

দীর্ঘ মামলা শুনানী ও সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করে দণ্ডবিধি ৩০২ ধারায় অভিযুক্ত লিটন মিয়াকে মৃত্যুদণ্ড এবং এক লাখ টাকার অর্থ দন্ড প্রদান করেন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক।

এদিকে এই রায়ের মাধ্যমে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাদিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর মো.শামছুর রহমান।

হাকালুকি ও টাঙ্গুয়ার হাওর সুরক্ষায় পদক্ষেপ সরকারের

সিলেট অফিস : দেশের বৃহত্তম হাকালুকি ও টাঙ্গুয়ার হাওর সুরক্ষায় পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। দেশের সবচেয়ে বড় এই দুই হাওর রক্ষায় ১৯টি আদেশ জারি করেছে সরকার। গত সোমবার পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এ আদেশ জারি করে।

মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে হাকালুকি হাওরের অবস্থান এবং সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলা জুড়ে টাঙ্গুয়ার হাওরের অবস্থান। এই দুই হাওরই দেশের

গুরুত্বপূর্ণ দুটি জলাভূমি এবং অন্যতম সংবেদনশীল জলজ বাস্তুতন্ত্র। অনিয়ন্ত্রিত পর্যটন ও নৌচলাচল, অবৈধ বালু উত্তোলন, নিষিদ্ধ চায়না জালের ব্যবহার, জলজ বন ধ্বংস, অতিরিক্ত বালাইনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার এবং বর্জ্য নিঃসরণসহ নানা কারণে এই দুই হাওরের জীব বৈচিত্র আজ হুমকির সম্মুখীন।

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ২২ ও ২৭ অনুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে হাকালুকি ও টাঙ্গুয়ার হাওর সুরক্ষা আদেশ জারি করা হয়েছে। জারি করা আদেশ অনুযায়ী, হাকালুকি ও টাঙ্গুয়ার হাওরের জন্য প্রতিপালনীয় নির্দেশনাসমূহ হচ্ছে, হাওর অঞ্চলে পাখি বা পরিযায়ী পাখি শিকার, পরিযায়ী পাখি সমৃদ্ধ এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে হাঁস পালন, গাছ কাটা এবং হাওরের জলজ বনের কোনো ধরনের ক্ষতিসাধন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। হাওরের জলজ গাছ (হিজল, করচ ইত্যাদি) কেটে ঘের নির্মাণ বা মাছের আশ্রয়ের কাঁটা হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। পর্যটক বা হাউসবোট জেলা প্রশাসন, পরিবেশ অধিদপ্তর বা হাওর অধিদপ্তর কর্তৃক চিহ্নিত অভয়াশ্রম বা সংরক্ষিত এলাকাড়যেমন পাখি, মাছসহ জলজ প্রাণীর আবাসস্থল, প্রজননকেন্দ্র বা বন্যপ্রাণীর চলাচলের স্থানড়এ প্রবেশ করতে পারবে না। সরকারের অনুমতি ছাড়া উল্লিখিত হাওর এবং এর ভূমির শ্রেণি পরিবর্তন করা যাবে না। পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন ছাড়া এবং সরকারের অনুমতি ব্যতীত হাওরের জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ বিঘ্নিত করা যাবে না। হাওর এলাকায় ভূমি ও পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট বা পরিবর্তন করতে পারে এমন কোনো কাজ করা যাবে না। শিক্ষা সফর ও বিদেশি পর্যটক পরিবহনের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের পূর্বানুমোদন নিতে হবে। অনুমোদনের শর্ত অনুযায়ী যাত্রীসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত থাকবে। কোনো হাউসবোট বা নৌযান নির্ধারিত যাত্রীর বেশি যাত্রী পরিবহন কিংবা মাছ ধরার যন্ত্রপাতি বহন করতে পারবে না। নির্ধারিত রুট ছাড়া নৌযান চলাচল ও নোঙর করাও নিষিদ্ধ। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় পর্যটক পরিবহন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে। আকস্মিক ঝড়, প্রবল বৃষ্টিপাত বা বজ্রপাতের আশঙ্কাকালে পর্যটকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। ট্যুর অপারেটর ও পর্যটকদের স্থানীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। হাউসবোট বা নৌযানে উচ্চস্বরে গান-বাজনা ও কোনো ধরনের পার্টি আয়োজন করা যাবে না। হাউসবোট বা নৌযানের মালিক এবং ট্যুর অপারেটরদের শব্দদূষণ রোধে উচ্চ আওয়াজ সৃষ্টিকারী ইঞ্জিন বা জেনারেটর ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে। হাউসবোট বা নৌযানে একবার ব্যবহারযোগ্য (সিঙ্গেল-ইউজ) প্লাস্টিক বহন করা যাবে না। নিষিদ্ধ জাল বা বৈদ্যুতিক শকের মাধ্যমে হাওরে মাছ শিকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া হাওরে বালু, পাথর বা মাটি ইজারা দেওয়া বা উত্তোলন করা যাবে না। শুষ্ক মৌসুমে হাওরের কোনো জলাধারের পানি সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ করা যাবে না। ট্যুর অপারেটররা ১০০ ফুটের বেশি দৈর্ঘ্যের নৌযান বা হাউসবোট পরিচালনা করতে পারবে না। হাওরসংলগ্ন বসতবাড়ি, শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা অন্যান্য স্থাপনা থেকে তরল ও কঠিন বর্জ্য হাওরে নিঃসরণ করা নিষিদ্ধ। হাওর অঞ্চলে পাকা সড়ক নির্মাণ পরিহার করতে হবে। তবে বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে এবং নির্মাণকাজ শুরু করার আগে পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন সম্পন্ন করতে হবে।

সরকার জানিয়েছে, এই সুরক্ষা আদেশ প্রতিপালন বাধ্যতামূলক। এ আদেশ লঙ্ঘন করলে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। কেউ অমান্য করলে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

সিলেট বেতারে শতকোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পে লুটপাট-দুর্নীতি

সিলেট অফিস : হাওরাঞ্চল ও চাবাগান এলাকায় মোবাইল ফোনে সিলেট বেতারের এফএম অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে শোনাতে ৪শ' ফুট উঁচু এফএম টাওয়ার স্থাপিত হয়। কিন্তু, সুবিধাভোগীরা তো দূরের কথা, শহরতলীর দক্ষিণ সুরমায়ই ওই অনুষ্ঠান শোনা যাচ্ছে না। যন্ত্রপাতি সংরক্ষণসহ সুবিধার জন্যে সেন্ট্রাল এসি স্থাপন করা হয়। স্থাপনের পর পরই এটি বিকল হয়ে গেছে। আর বেতার ভবনের ছাদ সংস্কারের পরেও পানি পড়ছে ঠিক আগের মতোই। অনুসন্ধানে সিলেট বেতারে শতকোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পে লুটপাট-দুর্নীতির এমন চিত্র উঠে এসেছে।

শতকোটি টাকার ওই প্রকল্পের দুর্নীতির ঘটনায় ইতোমধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কাজ শুরু করেছে। প্রকল্প পরিচালককে (পিডি) কয়েক দফা চিঠিও দিয়েছে দুদক। বিষয়টি নিয়ে বেতারের অভ্যন্তরে তোলপাড় শুরু হয়েছে।

জানা গেছে, সিলেট বেতার আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পটি ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে শুরু হয়। প্রথম দফায় এর প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৫৬ কোটি ২২ লাখ ৪৩ হাজার টাকা। ২০২০ সালের জুন মাসে এটি সমাপ্তির কথা থাকলেও প্রকল্পটি সংশোধন ও প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি করে ৮৭ কোটি টাকা করা হয়। এরপর দ্বিতীয় দফায় প্রকল্প সংশোধন করে প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ১০০ কোটি ৮৮ লাখ ৮৭ হাজার টাকা। সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী গেল ৩০ জুন প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়। টানা আট বছর ধরে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম চললেও প্রকল্পের তথ্যসহ কোনো সাইনবোর্ড কখনো টানানো হয়নি। এমনকি সিলেট বেতারে কর্মরত কোনো কর্মকর্তা জানতেন না এত বড় একটা মেগা প্রকল্প কোন কোন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করছে। কোন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কত টাকার কাজ করছে তা আজও কেউ শুনেননি। কেবল প্রকল্পের পিডি এসএম জিল্লুর রহমান নিয়মিত ঢাকা থেকে আকাশে উড়ে বিমানের ফ্লাইটে আসা-যাওয়া করতেন। কখনো লম্বা সময় ধরে সিলেটে অবস্থান করতেন।

অনুসন্ধানে যে সকল তথ্য-উপাত্ত পাওয়া গেছে তা রীতিমতো বিস্ময়কর। লুটপাট আর দুর্নীতির মধ্য দিয়েই প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে বলে খোদ বেতারের একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, দেশের কোনো বেতারে ৪শ' ফুট উঁচু এফএম টাওয়ার না থাকলেও সিলেট বেতারে এমন উঁচু এফএম টাওয়ার স্থাপনের উদ্যোগ নেন তৎকালীন তথ্য সচিব মর্তুজা আহমদ। মর্তুজা আহমদ এজন্য একটি প্রকল্প নিজ হাতে প্রস্তুত করে একনেকে পাসও করিয়ে দেন। যাতে হাওরাঞ্চল ও চাবাগানে নির্বিঘ্নে মোবাইল ফোনে বেতারের এফএম অনুষ্ঠান শোনা যায়। প্রকল্প অনুযায়ী, সিলেট বেতারে ৪শ' ফুট উঁচু এফএম টাওয়ার স্থাপন করা হয়।

তবে, এ নিয়ে ঘটে গেছে বড় ধরনের জালিয়াতির ঘটনা। জাপান থেকে ট্রান্সমিশন মেশিন চট্টগ্রাম বন্দরে নিয়ে আসা হয়। বন্দর থেকে খালাসের সময় অসাবধানের দরুন মেশিনটি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাপ্লায়ার কোম্পানির বিশেষজ্ঞরা মেশিনটি স্থাপনের পরিবর্তে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লোকজন ক্ষতিগ্রস্ত মেশিনটি স্থাপন করে। এর ফলে বর্তমানে সিলেট নগর থেকে মাত্র ১৫ কিলোমিটার দূরবর্তী এলাকায় বেতারের এফএম অনুষ্ঠান শোনা যাচ্ছে না।

বেতারের রেকর্ডিং স্টুডিওর যন্ত্রপাতি সংরক্ষণসহ প্রয়োজনীয় কারণে কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র (সেন্ট্রাল এসি) স্থাপন করা হয়। কিন্তু ওই সেন্ট্রাল এসি স্থাপনের মাস যেতে না যেতেই এটি নষ্ট হয়ে যায়। পরে ছোট ছোট এসি দিয়েই এখনকার কার্যক্রম চলছে।

রেকর্ডিং স্টুডিও ভবনের ছাদ সংস্কার করা হয়। কিন্তু সংস্কার কাজ করার বছর পূর্ণ হবার আগেই আবারও ওই ছাদ দিয়ে পানি চুঁইয়ে চুঁইয়ে ভবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে। একটু বেশি মাত্রার বৃষ্টি হলেই অভ্যন্তরে টপটপ করে পড়ে বৃষ্টির পানি।

মূল প্রবেশপথের অভ্যর্থনা কক্ষেও বৃষ্টির পানি প্রবেশ করছে। এখানে ছোট একটা এসি এবং রং এর প্রলেপ দিয়েই কাজ সারা হয়েছে।

একইভাবে প্রশাসনিক ভবন পুরোপুরি সংস্কারের কথা থাকলেও কেবল নিম্ন মানের রং এর প্রলেপ দিয়েই কাজ শেষ। ভবনটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও এর তৃতীয় তলায় বৃষ্টির পানি পড়ে সেই আগের মতোই।

বেতারের দেয়ালে দেয়া হয়েছে টাইলস। টাইলসে সংস্কৃতির বিভিন্ন চিহ্ন, জেনারেল ওসমানী, হাছন রাজা, রাধারমন, শাহ আব্দুল করিমসহ দেশের মরমি শিল্পী-সাধকদের ছবি থাকারও কথা ছিল। কিন্তু টাইলসে তো গুণীজনদের কোনো চিহ্ন নেই ; বরং পুরো দেয়ালে একেবারে নিম্নমানের টাইলস দেয়া হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় একটি ডরমিটরি নির্মাণ করা হয়। কিন্তু মানহীন ও নিম্ন মানের মালামাল দিয়ে এটি নির্মাণের ফলে ভবনটিতে নানান অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে। জানালার রডে মরিচা ধরেছে। একইভাবে ১৫০ আসনের অডিটোরিয়াম নির্মাণের কথা থাকলেও এটি নির্মাণ করা হয়েছে ১৩০ আসন বিশিষ্ট।

প্রকল্পটি শুরুর পরে মুজিবুর রহমান নামের এক কর্মকর্তাকে প্রকল্প পরিচালক ও এস এম জিল্লুর রহমানকে উপ-প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়। কয়েক মাস যেতে না যেতেই এস এম জিল্লুর রহমান পিডি পদে পদোন্নতি পান। বলা যায়, পুরো প্রকল্প পিডি জিল্লুর রহমানের হাতেই সমাপ্ত হয়েছে। গত জুন মাসে প্রকল্প সমাপ্তির পর সেই পিডিকে সিলেট বেতারের আঞ্চলিক প্রকৌশলী হিসেবে বদলি করা হয়। বর্তমানে তিনি এ পদে কর্মরত আছেন ।

সূত্র জানায়, মেগা প্রকল্পটি তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদের স্ত্রী ও শ্যালক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিলেমিশে করেন। এক্ষেত্রে পিডি তাদেরকে পূর্ণ সহযোগিতা করেন। একটি সিন্ডিকেট তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী মানহীন সিমেন্ট, মানহীন টাইলস দিয়ে প্রকল্পের কাজ করা হয়। পিডি এতোটাই প্রভাবশালী ছিলেন যে সিলেট বেতারের কোনো কর্মকর্তা তার সাথে ঠিকঠাকমতো কথাই বলতে পারেননি। এমনকি আঞ্চলিক পরিচালক ও আঞ্চলিক প্রকৌশলীকে প্রকল্পের কোনো তথ্য পর্যন্ত দেননি পিডি।

এদিকে, শতকোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের দুর্নীতি ও লুটপাটের বিষয়ে দুদকের একটি টিম সম্প্রতি সিলেট বেতারে যান। এ নিয়ে মোট তিন দফায় দুদকের টিম সিলেট বেতারে গিয়ে উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে জানতে চান। এক পর্যায়ে প্রকল্পের পিডিকে দুদক চিঠি দিয়ে প্রকল্পের সকল কাগজপত্র দুদকে জমা দিতে বলেন।

এ বিয়ে দুদকের কোনো কর্মকর্তা আনুষ্ঠানিকভাবে বক্তব্য দিতে রাজি হননি। তবে দুদক সূত্র জানিয়েছে, বেতারের এই প্রকল্প নিয়ে দুদক তদন্ত করছে। অনেক কিছু অসঙ্গতি পাওয়া গেছে। তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে সিলেট বেতারের আঞ্চলিক পরিচালক তারিক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ বলেন, প্রকল্পের ব্যাপারে পিডি বলতে পারবেন। আমাকে প্রকল্পের বিষয়ে কোনো তথ্য সরবরাহ করা হয়নি। সিলেট বেতারের বর্তমান আঞ্চলিক প্রকৌশলী ও বেতারের মেগা প্রকল্পের পিডি এস এম জিল্লুর রহমানকে প্রকল্পের ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি কথা বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

দিরাইয়ে মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে পিতা আটক

দিরাই (সুনামগঞ্জ) থেকে সংবাদদাতা : সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার একটি গ্রামে পাষণ্ড পিতার হাতে ১৪ বছর বয়সী কিশোরী ধর্ষণের শিকার হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এ ঘটনায় এলাকাবাসী ওই পাষণ্ড পিতাকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে। রোববার (৯ নভেম্বর) শনিবার ভোর রাতে উপজেলার জগদল ইউনিয়নে এ ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটে।

দিরাই থানা পুলিশ সুত্রে জানা যায়, ধর্ষিতা মেয়েটি ওই পাষণ্ড পিতার প্রথম স্ত্রীর সন্তান, দুই বছর বয়সে মেয়েটির মা মারা যায়। এরপর থেকে মেয়েটি তার নানীর আশ্রয়ে বড় হয়। কয়েক মাস আগে তার নানী মারা যান, মামা-খালা না থাকায় পিতার আশ্রয়ে আসে মেয়েটি। এ সুযোগে পাষণ্ড পিতা নিয়মিত মেয়েটিকে ধর্ষণ করতে থাকে। একপর্যায়ে অসহায় মেয়েটি নিজের পিতার বর্বরতার বিষয়টি আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের জানায়।

এদিকে ঘটনা জানাজানি হবার পর একটি ফেসবুক পেইজসহ বেশ কয়েকজন ফেসবুক ব্যবহারকারী ভিকটিম মেয়ে, অভিযুক্ত পিতা ও গ্রামের লোকদের বক্তব্যের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়। পরে দিরাই থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই ধর্ষক পিতাকে আটক করে।

এবিষয়ে দিরাই থানার অফিসার ইনচার্জ মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক জানান, পুলিশ অভিযুক্ত পিতাকে আটক করেছে। এ বিষয়ে মামলা দায়ের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এসব ঘটনা সমাজের জন্য বাজে দৃষ্টান্ত। সন্তানের মনে পিতার প্রতি বিরূপ ধারণা তৈরী করতে পারে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এসব ঘটনার ভিডিও যারা প্রচার করেছে, তারা অপরাধ করেছে বলেও জানিয়েছেন ওসি।

বিশ্বনাথে পুলিশের খাঁচায় আ.লীগ নেতা জহির

সিলেট অফিস : সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলা আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক জহুরুল হোসেন জহিরকে সোমবার (১০ নভেম্বর) দিবাগত রাতে গ্রেপ্তার করেছে থানা পুলিশ। উপজেলার লামাকাজী ইউনিয়নের মুন্সিরগাঁও গ্রামের মৃত আব্দুল মজিদের পুত্র জহিরকে তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২০১২ সালে বিএনপি নেতা এম. ইলিয়াস আলী নিখোঁজের পর আন্দোলনের ঘটনায় দায়ের করা একটি মামলায় (মামলা নং ১০, তাং ১২.১০.২৫ইং) আওয়ামী লীগ নেতা অধ্যাপক জহুরুল হোসেন জহিরকে সোমবার দিবাগত রাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুরে তাকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগ নেতা অধ্যাপক জহুরুল হোসেন জহিরকে গ্রেপ্তারের সত্যতা নিশ্চিত করে বিশ্বনাথ থানার অফিসার ইন-চার্জ (ওসি) এনামুল হক চৌধুরী বলেন, ২০১২ সালের ঘটনায় দায়ের করা একটি মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আজ (মঙ্গলবার) আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সিলেটে বিএনপি নেতাকর্মীরা চাঙা

সিলেট অফিস : জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দল গোছাতে কে না চায়! চায় বিএনপিও। এই চাওয়াকে বাস্তবায়ন করতেই সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে অংশ নেওয়া অন্তত ৪৩ জন বিএনপি নেতার বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে।

দলের এই সিদ্ধান্তে সিলেট জেলা ও মহানগর বিএনপিতে সুবাতাস বইতে শুরু করেছে। গুমোট ভাব কাটিয়ে চাঙা হয়ে উঠতে শুরু করেছেন সদ্যপ্রত্যাগত নেতৃবৃন্দ ও তাদের কর্মী সমর্থক এবং ভক্ত অনুরাগীরা। তাদের প্রাথমিক সদস্য পদও ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রবিবার (৯ নভেম্বর) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি প্রকাশের পর থেকেই সিলেটের জাতীয়তাবাদী ঘরানার রাজনীতিতে সুবাতাস বইতে শুরু করে।

দলে ফিরে আসা নেতৃবৃন্দ ও তাদের কর্মী সমর্থকরা বিভিন্ন স্থানে আনন্দ মিছিল-র‍্যালি বের করেন। দীর্ঘদিনের গুমোট ভাব ও স্থবিরতা কাটিয়ে রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তনের আনন্দে তারা রীতিমতো অভিভূত। উদযাপনও করছেন তারা সবাইকে নিয়ে।

জানা গেছে, সিলেট মহানগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ড, সদরের তেমুখী, বিশ্বনাথের লামাকাজী, গোয়াইনঘাটের রাধানগর, জৈন্তাপুরের চিকনাগুলসহ সিলেট মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় এ উপলক্ষে আনন্দ মিছিল র‍্যালি ও মিষ্টি বিতরণ করেছেন উচ্ছ্বসিত নেতাকর্মীরা।

বিএনপি এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারে বলে সচেতন মহল অনুমান করছিলেন। কারণ, জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দলকে সুসংগঠিত করতে এর কোনো বিকল্পও ছিলনা। তাছাড়া ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পর এখন ক্ষমতার কাছাকাছি বিএনপি।

এ সময়টাতে দলের অভ্যন্তরিন সমস্যার কারণে সামান্য ক্ষতিও কাংখিত জয়ের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির শঙ্কা জাগায়। তাছাড়া যারা বহিস্কার হয়েছিলেন, তারাও দলে ফিরতে রীতিমতো ছটফট করছিলেন। নিজেদের অবস্থান পরিস্কার করে এবং আগামী দিনগুলোতে দলের প্রতি অনুগত থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমা চেয়ে আবেদন নিবেদন করেছেন অনেকেই।

সর্বোপরি, ভোটের রাজনীতিতে এসব নেতার প্রত্যেকেরই ব্যাপক প্রভাব যে আছে, তা সর্বজনবিদিত। তাছাড়া বহিস্কারের আগেতো তারা দলের জন্য যথেষ্ট ত্যাগও স্বীকার করেছেন, বিভিন্নভাবে মূল্যবান অবদান রেখেছেন। সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে বিএনপি এক্ষেত্রে যে উদারতার পরিচয় দিয়েছে, সেজন্য তৃণমূলের কাছে দলটির ভাবমুর্তি উজ্জ্বল হয়েছে কয়েকগুণ।

বিএনপির এই সিদ্ধান্ত দলটির ঐক্য দৃঢ় করতে এবং আগামী নির্বাচনে জয়লাভে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলেই মনে করছেন সবাই।

সিলেট জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি আলতাফ হোসেন সুমন, সিসিক'র গত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে দল থেকে বহিস্কার হয়েছিলেন। তিনি অবশ্য কাউন্সিলরও হয়েছিলেন। কিন্তু তবু যাবতীয় দলীয় তৎপরতা থেকে কয়েক বছর নিজেকে বিরত রাখতে বাধ্য হয়েছেন সুমন।

প্রিয় দলে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। তার এলাকায় দলীয় কর্মী সমর্থকরা মিছিল করেছেন। বিতরণ করা হয়েছে মিষ্টিও।

আলাপকালে তিনি বলেন, আল্লাহর প্রতি শোকরিয়া। আমার দলীয় নেতৃবৃন্দ যে উদারতা ও স্নেহ ভালবাসা দেখিয়েছেন, আগামীতে আমি তার সম্মাণ অবশ্যই অক্ষুন্ন রাখবো। দলের চেয়ারপার্ন, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ সিলেটের এবং কেন্দ্রের সব নেতৃবৃন্দের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

সুমনের মতোই একজন ত্যাগী বিএনপি নেতা এবং একাধিকবারের কাউন্সিলর নজরুল ইসলাম মুনিম। তিনিও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছেন।

পরে দলের চেয়রপার্সন, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান্য এবং সিলেট জেলা ও মহানগর বিএনপি নেতৃবৃন্দের প্রতি কৃ তজ্ঞতা জানিয়ে বলেছেন, ইনশাল্লাহ অতীতের মতো আগামীতেও দলের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ করতে আমি প্রস্তুত। আমি আমার কাজ আর আনুগত্য দিয়েই দলের ভালোবাসার প্রতিদান দিবো।

সিলেট-৪ : আরিফ কি পারবেন ‘রাখাল রাজার’ রাজত্বে আঘাত হানতে?

মোহাম্মদ আতিকুর রহমান

সিলেটের রাজনীতিতে নতুন আলোড়ন তুলেছে সিলেট-৪ আসনে আরিফুল হক চৌধুরীর মনোনয়ন প্রাপ্তি। বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বাসায় তাকে ডেকে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সিলেট-৪ থেকে নির্বাচনে লড়ার নির্দেশ দিয়েছেন-

এমনটাই জানিয়েছেন আরিফুল হক। সেখানেই স্পষ্ট হয়ে যায়-দল কৌশলে ভিন্ন ঘরানা বেছে নিয়েছে।

দুই মেয়াদে সিলেটের জনপ্রিয় মেয়র হিসেবে নগরের রূপান্তরে যে দৃশ্যমান ছাপ আরিফুল রেখে গেছেন, তা কেবল প্রশাসনিক দক্ষতার পরিচয় নয়-এটি তাকে রাজনৈতিকভাবেও এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে সিলেটের যুগান্তকারী উন্নয়ন তাকে আজ “অবিসংবাদিত নগর-পিতা”র অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে। মেয়র অবস্থান থেকেই তিনি নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন সিলেট-১ আসনের জন্য। সেখানে তার জনপ্রিয়তা, গ্রহণযোগ্যতা এবং উন্নয়নের রেকর্ড তাকে প্রায় নিশ্চিত বিজয়ের দোরগোড়ায় নিয়ে যাচ্ছিল। তবু বিএনপি তাকে সিলেট-৪-এ নিয়ে গেলো একটি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশে-যে আসনে জয়ের জন্য প্রয়োজন ভারী নেতৃত্ব, বড় ব্যক্তিত্ব এবং মাঠে তাৎক্ষণিক প্রভাব ফেলার সক্ষমতা। তিনটি শক্তিই দলের দৃষ্টিতে আরিফুলের ভেতর সবচেয়ে দৃঢ়। চ্যালেঞ্জকে নিজের শক্তি হিসেবে গ্রহণ করার অভ্যাস যাঁর, তাকে দল আরও বড় পরীক্ষায় পাঠাতে কার্পণ্য করেনি। আর দলকে ভালোবেসে, নেতৃত্বকে শ্রদ্ধা করে আরিফুলও সিদ্ধান্তটি সাদরে গ্রহণ করেছেন।

আরিফুল হকের রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্য-দলের প্রতি আনুগত্য। পরপর দু’বার মেয়র হয়ে পুরো সিলেটের উন্নয়নচিত্র পাল্টে দেওয়ার পরও ২০২৩ সালে বিএনপি নির্বাচন বয়কট করলে, নিশ্চিত জয় জেনেও তিনি সিটি নির্বাচনে অংশ নেননি। একই সময়ে দলের বহু নেতা সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে নির্বাচনে গেলেও, আরিফের আনুগত্য ও দায়বদ্ধতা তাকে দলের ভেতর বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। ফলে খালেদা জিয়া যখন ব্যক্তিগতভাবে তাকে ডেকে সিলেট-৪-এ লড়াইয়ের আহ্বান জানান, তা ফিরিয়ে দেওয়ার সুযোগ তার ছিল না।

এ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও কম নয়। মাঠে তৎপর ১১ জন প্রার্থী-এর মধ্যে আটজনই বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী। রয়েছেন কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মিফতাহ সিদ্দিকী, উপজেলা চেয়ারম্যান আবদুল হাকিম চৌধুরী, জেলা বিএনপির উপদেষ্টা হেলাল উদ্দিন আহমদ, সাবেক এমপি দিলদার হোসেন সেলিমের স্ত্রী জেবুন্নাহার সেলিম, মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক বদরুজ্জামান সেলিম, কেন্দ্রীয় বিএনপির সাবেক সহ-স্বেচ্ছাসেবক সম্পাদকে সামসুজ্জামান জামান, জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক ও এডিশনাল পিপি আল আসলাম মুমিন, এবং প্রবাসী বিএনপি নেতা আব্দুল হক।

তবে কেন্দ্র থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলে-জাতীয়তাবাদী মহল বিশ্বাস করে-এদের অধিকাংশই আরিফুল হকের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ধানের শীষের পক্ষে কাজ করবেন।

অন্যদিকে, এই আসনে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন। জৈন্তাপুর উপজেলা পরিষদের দুই মেয়াদের জনপ্রিয় চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি এলাকায় ‘জৈন্তার রাখাল রাজা’ নামে পরিচিত। দুই যুগ ধরে মানুষের সুখ-দুঃখে নিরবচ্ছিন্নভাবে পাশে থাকা তার গ্রহনযোগ্যতাকে আরও মজবুত করেছে।

কিন্তু সিলেট সিটির রূপান্তরের স্থপতি আরিফুল হকের ক্যারিশমা যে যেকোনো সমীকরণ বদলে দিতে সক্ষম-এ কথা তার কঠোর বিরোধীরাও মানতে বাধ্য। জৈন্তাপুর-গোয়াইনঘাট-কোম্পানীগঞ্জের মানুষ উন্নয়নকেই প্রাধান্য দেবে-এমন মনোভাবও স্থানীয়দের মধ্যে স্পষ্ট।

এ অঞ্চলটির ভৌগোলিক চরিত্র-খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড়, লালাখালের নীল জল, বিছনাকান্দি-পিয়াইন নদীর জলরাশি, সাদা পাথরের অপরূপ সৌন্দর্য-সব মিলিয়ে সিলেট-৪ আসনকে পর্যটন-অর্থনীতির প্রাণভূমি হিসেবে দাঁড় করায়। পরিবেশ-রক্ষা, অবকাঠামো উন্নয়ন, নিরাপত্তা, বিনিয়োগ-বান্ধব নীতি এবং আন্তর্জাতিক মানের ব্র্যান্ডিং-এই সমন্বয় ছাড়া এ সম্ভাবনা বাস্তব উন্নয়নে রূপ পাবে না। আর এই জায়গাতেই আরিফুল হক চৌধুরীর অভিজ্ঞতা সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক। শহর-অর্থনীতি-পর্যটনকে একসুতোয় গাঁথার যে বাস্তব দক্ষতা তার রয়েছে-তা এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য বিশেষভাবে জরুরি।

স্থানীয়দের বড় একটি অংশের ধারণা-জৈন্তাপুর-গোয়াইনঘাট-কোম্পানীগঞ্জের অপার পর্যটন সম্ভাবনা বিকশিত করতে হলে দরকার এমন নেতৃত্ব, যার হাতে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের নির্ভরযোগ্য ব্লুপ্রিন্ট আছে। সেই জায়গায় আরিফুলের বিকল্প খুঁজে পাওয়া সহজ নয়।

এখন দেখার বিষয়-ডায়নামিক আরিফুল হকের বিপরীতে ‘রাখাল রাজা’ জয়নাল আবেদীনের পাল্টা কৌশল কী দাঁড়ায়। লড়াইটি হবে নিঃসন্দেহে সেয়ানে-সেয়ানে। আর এখান থেকেই সিলেটের রাজনীতিতে গড়ে উঠবে নতুন সমীকরণ।

মোহাম্মদ আতিকুর রহমান
সাংবাদিক, লেখক
যুক্তরাজ্য

যুদ্ধবিরতির পর গাজায় ১৫০০-এর বেশি ভবন ধ্বংস করেছে ইসরায়েল

পোস্ট ডেস্ক : গত ১০ অক্টোবর হামাসের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি শুরুর পর থেকে গাজার অনেক এলাকা ইসরায়েল নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। ওইসব এলাকায় এক হাজার ৫০০-এর বেশি ভবন ধ্বংস করেছে ইসরায়েল। বিবিসির বিশ্লেষণে এই খবর উঠে এসেছে। মাত্র এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর (আইডিএফ) নিয়ন্ত্রিত ফিলিস্তিনি পাড়া-মহল্লাগুলো ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। এগুলো সম্ভবত পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। তবে ধ্বংস হওয়া ভবনের প্রকৃত সংখ্যা আরো অনেক বেশি হতে পারে। কারণ কিছু এলাকার উপগ্রহচিত্র বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি।

কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মতে, এসব ধ্বংসযজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র, মিসর, কাতার ও তুরস্কের মধ্যস্থতায় হওয়া যুদ্ধবিরতির শর্ত লঙ্ঘন করতে পারে। তবে আইডিএফের একজন মুখপাত্র বিবিসি ভেরিফাইকে বলেছেন, ‘তারা যুদ্ধবিরতির কাঠামোর মধ্যেই কাজ করছে।’

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গাজার জন্য প্রস্তাবিত ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করেই এই যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। ওই পরিকল্পনায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল, ‘সব ধরনের সামরিক অভিযান, বিমান ও আর্টিলারি হামলাও বন্ধ থাকবে।

ট্রাম্প পরবর্তীতেও একাধিকবার বলেছেন, ‘যুদ্ধ শেষ’।

বিবিসি ভেরিফায়েড উপগ্রহচিত্রভিত্তিক ভিজ্যুয়াল বিশ্লেষণে দেখা গেছে, যুদ্ধবিরতি চলার পরও ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গাজায় ব্যাপকভাবে ভবন ধ্বংসের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তারা যুদ্ধবিরতির আগে ও পরে তোলা রাডারচিত্র বিশ্লেষণে পরিবর্তন শনাক্ত করার জন্য একটি অ্যালগরিদম ব্যবহার করেছে, যা ধ্বংসের ইঙ্গিত দিয়েছে। এরপর হাতে গোনা পদ্ধতিতে দৃশ্যমানভাবে ধ্বংস হওয়া ভবনের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণে গাজার উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব সীমান্ত বরাবর চলা ইয়েলো লাইনের পেছনে ধ্বংস হওয়া ভবনগুলোর ওপর নজর দেওয়া হয়েছে।

অক্টোবরের যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুযায়ী, ইসরায়েল তাদের বাহিনী ওই সীমারেখা পর্যন্ত সরিয়ে নিতে সম্মত হয়েছিল। এই সীমারেখাটি আইডিএফ প্রকাশিত মানচিত্রে হলুদ রেখা দিয়ে চিহ্নিত করা ছিল।

বাড়িঘর, ফলবাগান ও বাগান মাটির সঙ্গে মিশে গেছে

অনেক ভবনে যুদ্ধবিরতির আগে ক্ষতির চিহ্ন দেখা যায়নি, এখন পুরো ধ্বংস হয়ে গেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, খান ইউনিসের পূর্বাঞ্চলের আবাসান আল-কবিরা এলাকার কথা। উপগ্রহ থেকে তোলা ছবিতে বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হওয়া কঠিন, তবে ছবিগুলোতে দেখা গেছে, এসব ভবনের কাঠামোয় কোনো দৃশ্যমান ক্ষতি ছিল না। আশপাশে ধ্বংসস্তূপ বা ভবনের আকারে পরিবর্তনের কোনো ইঙ্গিতও মেলেনি। সেখানে বাড়িঘরগুলোর সঙ্গে ছিল বাগান, গাছপালা এবং কিছু ছোট ফলের বাগান।

২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে যুদ্ধ শুরুর সময় তোলা উপগ্রহচিত্র এবং যুদ্ধবিরতির সময়ের আশপাশে তোলা ছবির তুলনা করে দেখা গেছে, ওই এলাকার বহু ভবনে তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। আবাসান আল-কবিরার বাসিন্দা লানা খালিল যুদ্ধের কারণে বাস্তুচ্যুত হয়ে কাছের আল-মাওয়াসি এলাকায় আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি তার বাড়িটিকে ‘স্বর্গের মতো’ বলে বর্ণনা করেছেন। সেখানে ছিল খামার ও শাকসবজিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু এখন, গাজার অনেক এলাকার মতো তার সেই প্রিয় জায়গাটিও ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে।

লানা খালিল বলেন, ‘ইসরায়েলি সেনাবাহিনী আমাদের কিছুই রেখে যায়নি, তারা সবকিছু গুঁড়িয়ে দিয়েছে।’ তিনি আরো জানান, আল-মাওয়াসির তাঁবুতে বসেই তারা নিজেদের এলাকার ভবনগুলো ধ্বংসের শব্দ শুনতে পেতেন।

ধ্বংসযজ্ঞ ‘যুদ্ধবিরতির লঙ্ঘন’

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী (আইডিএফ) তাদের কর্মকাণ্ডের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেছে, ‘চুক্তি অনুযায়ী গাজার সর্বত্র সব ধরনের সন্ত্রাসী অবকাঠামো (যার মধ্যে হামাসের টানেলও অন্তর্ভূক্ত) ধ্বংস করতে হবে। ইসরায়েল হুমকি, লঙ্ঘন এবং সন্ত্রাসী অবকাঠামোর প্রতিক্রিয়ায় কাজ করছে।’

১৮ অক্টোবর ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ এক্স (পূর্বের টুইটার)-এ লিখেছিলেন, ‘সন্ত্রাসী টানেল ও সব সন্ত্রাসী অবকাঠামো ধ্বংসের মাধ্যমে গাজাকে নিরস্ত্রীকরণ করা ইসরায়েলের নিরাপত্তানীতির একটি স্পষ্ট অংশ।’

হোয়াইট হাউস কর্তৃক প্রকাশিত ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনার ১৩ নম্বর পয়েন্টে যুদ্ধবিরতির প্রকাশিত শর্তগুলোর মধ্যে বলা হয়েছে, ‘সব সামরিক, সন্ত্রাসী ও আক্রমণাত্মক অবকাঠামো, যার মধ্যে টানেল ও অস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্রও রয়েছে, সেগুলো ধ্বংস করতে হবে এবং পুনর্নির্‌মাণ করা যাবে না।’ তবে পরিকল্পনাটিতে আরো বলা হয়েছে, গাজার নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া স্বাধীন পর্যবেক্ষকদের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হবে।

রয়্যাল ইউনাইটেড সার্ভিসেস ইনস্টিটিউট (আরইউএসআই)-এর সিনিয়র অ্যাসোসিয়েট ফেলো ড. এইচ এ হেলিয়ার বলেন, ‘এটি নিঃসন্দেহে যুদ্ধবিরতির লঙ্ঘন।’ তিনি আরো যোগ করেন, ‘ওয়াশিংটন ডিসি এটি স্বীকার করতে অনিচ্ছুক। তারা জোর দিচ্ছে, যুদ্ধবিরতি বজায় থাকতে হবেড়্যদিও বাস্তবে তা বজায় থাকছে না।’

অন্যদিকে ইটান শামির দাবি করেন, আইডিএফ যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করছে না। তিনি বিবিসি ভেরিফাইকে জানান, আইডিএফের ভেতরের তার সূত্রগুলোর মতে, ‘হামাস তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় যা খুশি করতে পারে, আর ইসরায়েলও তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় যা খুশি করতে পারে।’ তার সূত্র অনুযায়ী, আইডিএফের মধ্যে ধারণা রয়েছে, হামাস যুদ্ধবিরতি চুক্তির দ্বিতীয় ধাপ বাস্তবায়ন করবে না।

তিনি বলেন, ‘তাই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি হিসেবে জায়গাটি প্রস্তুত করা প্রয়োজন, যেন আমাদের সেনাদের ওপর হামলার সুযোগ তাদের না থাকে।’ তিনি আরো বলেন, হামাসের পক্ষ থেকে ইয়েলো লাইন অতিক্রম করার ঘনঘন চেষ্টা করা হচ্ছে। এখনো বহু টানেল রয়েছে যেগুলোর মোকাবিলা করা বাকি।’

কয়েকজন বিশ্লেষক যেমন রাটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক আদিল হক বলেছেন, ‘ইসরায়েল সম্ভবত যুদ্ধের আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করছে। কারণ দখলদার শক্তি বেসামরিক সম্পত্তি ধ্বংস করতে পারবে না।’

তিনি ব্যাখ্যা করেন, যুদ্ধ পরিচালনা বা যুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রস্তুতির অংশ হিসেবে, এই নিয়মের ব্যতিক্রম কেবল তখনই হতে পারে। তার মতে, যুদ্ধবিরতির সময়ে এতো ব্যাপকভাবে বেসামরিক সম্পত্তি ধ্বংস করা, সামরিক প্রয়োজনে একেবারে অপরিহার্য।

ইউরোপীয় পররাষ্ট্র সম্পর্ক কাউন্সিলের সিনিয়র পলিসি ফেলো হিউ লাভাট বলেন, শেষ পর্যন্ত এই ধ্বংসযজ্ঞ শান্তি পরিকল্পনাকেই বিপন্ন করতে পারে। তিনি বলেন, ‘ইসরায়েল যতদিন ইয়েলো লাইনের পেছনের এলাকায় অবস্থান করবে, তাদের ধ্বংসযজ্ঞ ততই বাড়বে। ইসরায়েল তাদের বাহিনী প্রত্যাহারের বিষয়ে বিলম্ব করছে এবং পশ্চিম তীরের মতো নতুন স্থায়ী বাস্তবতা তৈরি করার চেষ্টা করছে, এই ধারণা যুদ্ধবিরতি রক্ষার ক্ষেত্রে ক্রমেই বড় হুমকি হয়ে উঠবে।’

গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে ভেনেজুয়েলা

পোস্ট ডেস্ক : ভেনেজুয়েলা সরকার জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের যে কোনো ধরনের হামলা সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাদের সশস্ত্র বাহিনীকে প্রস্তুত রাখছে। মঙ্গলবার ভেনেজুয়েলার প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভ্লাদিমির পাদ্রিনো এক বিবৃতিতে বলেন, এই প্রস্তুতির মধ্যে রয়েছে, স্থল, আকাশ, নৌ, নদী এবং ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যাপক মোতায়েন। পাশাপাশি পুলিশ, মিলিশিয়া এবং নাগরিক ইউনিটের অংশগ্রহণও থাকছে। খবর আল জাজিরার।

এই ঘোষণা এমন এক সময় এলো যখন এই অঞ্চলে একটি মার্কিন বিমানবাহী রণতরীর আগমন ভেনেজুয়েলার দীর্ঘদিনের মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর সরকারের পতনের লক্ষ্যে সম্ভাব্য সামরিক পদক্ষেপের জল্পনাকে উস্কে দিচ্ছে। জানুয়ারিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর থেকে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়েছে। মঙ্গলবার পেন্টাগন নিশ্চিত করেছে যে, বিশ্বের বৃহত্তম বিমানবাহী রণতরী জেরাল্ড আর ফোর্ড ক্যারিয়ার স্ট্রাইক গ্রুপ কমপক্ষে চার হাজার নাবিক এবং ‘কৌশলগত বিমান’ নিয়ে ক্যারিবিয়ান সাগরে পৌঁছেছে। সাম্প্রতিক সময়ে প্রশিক্ষণ মহড়া এবং অন্যান্য অভিযানের জন্য পুয়ের্তো রিকো, এল সালভাদর, পানামা এবং ত্রিনিদাদ ও টোবাগোসহ ক্যারিবীয় অঞ্চলের কাছাকাছি অঞ্চলে সৈন্য মোতায়েন করেছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার।

ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি, তারা অবৈধ মাদক পাচার ব্যাহত করতে এবং দেশ রক্ষা করার জন্য সেনা মোতায়েনের প্রয়োজনীয়তা ছিল। ট্রাম্প কর্মকর্তারা মাদুরোকে ভেনেজুয়েলার একটি গ্যাং ট্রেন ডি আরাগুয়ার কার্যকলাপের মূল পরিকল্পনাকারী বলেও অভিযুক্ত করেছেন, যাদের যুক্তরাষ্ট্রে তুলনামূলকভাবে সামান্য উপস্থিতি রয়েছে। কিন্তু মাদুরো এবং তার মিত্ররা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ‘সাম্রাজ্যবাদী’ লক্ষ্যের অভিযোগ এনেছে। তবে ভেনেজুয়েলা মার্কিন সামরিক অগ্রগতি প্রতিহত করতে সক্ষম হবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ক্যারিবীয় অঞ্চলে মার্কিন বাহিনীর বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতার মুখে মাদুরো সরকার সামরিক প্রস্তুতির একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। তবে কর্মী এবং আধুনিক সরঞ্জামের অভাবের কারণে এটি সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। গত ২ সেপ্টেম্বর ধারাবাহিকভাবে মার্কিন সামরিক বাহিনীর হামলা শুরু হওয়ার পর থেকেই ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে সামরিক উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্যারিবিয়ান এবং পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে মাদক পাচারকারী জাহাজের বিরুদ্ধে কমপক্ষে ১৯টি বিমান হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এসব হামলায় প্রায় ৭৫ জন নিহত হয়েছে।

জাহানারা ইমামের বই বিক্রি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : শহীদ জননী জাহানারা ইমামের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালার বই বিক্রি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছে বাংলা একাডেমি। সম্প্রতি জাহানারা ইমামের বই কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে বলে সংবাদ বেরিয়েছে। ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। এমনকি সংগ্রহশালার বইগুলো অনলাইনেও মিলছে। শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক' বইটির জন্য দাম হেঁকেছে অন্তত এক লাখ টাকা।

পুরনো বই বিক্রির একাধিক ফেসবুক পেজ থেকে বই বিক্রির পোস্ট দেয়া হয়। বইয়ের ভেতরে বাংলা একাডেমির সিলসহ লেখা 'জাহানারা ইমামের ব্যক্তিগত সংগ্রহ'। জানা যায়, তার ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা অন্তত ২০টি বাংলা ও ইংরেজি বই বাংলা একাডেমি থেকে বিক্রি হয়ে গেছে কেজি দরে। অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া বইগুলোর মধ্যে রয়েছে 'পাখির গান বনের ছায়া', শহীদ আখন্দের লেখা বইটির প্রচ্ছদ করেছিলেন শিল্পী কাইয়ূম চৌধুরী। সবুজ রঙের ভেতর কালো রেখাচিত্র দিয়ে আঁকা গাছ। ১৯৭০ সালে প্রকাশিত বইটির লেখক নিজে স্বাক্ষর করে উপহার দিয়েছিলেন জাহানারা ইমামকে।

১৯৬৮ সালে জাহানারা ইমামের জন্মদিনে মস্কোর প্রগতি প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' উপন্যাসটি উপহার দিয়েছিলেন। এই বইটিও বিক্রি করা হচ্ছে। শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক' বইটি 'বিচিত্র বিচিত্র বই' দাম হেঁকেছে অন্তত এক লাখ টাকা। বইটির বিশেষত্বের কারণ শহীদুল্লা কায়সার নিজে ১৯৬৭ সালের ৪ঠা মার্চ জাহানারা ইমাম এবং তার স্বামী শরীফ ইমামকে বইটি দিয়েছিলেন। 'জনাব ইমাম ও জাহানারা ইমামকে শুভকামনার নিদর্শন হিসেবে লেখক' লিখে নিচে স্বাক্ষরও করেন। এ ছাড়াও রয়েছে জাহানারা ইমামের ছেলে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ শাফী ইমাম রুমি স্বাক্ষরিত ফ্রিডম ভার্সেস অর্গানাইজেশন, দ্য কমপ্লিট ওয়ার্ক অব উইলিয়াম শেক্সপিয়ার, জর্জ অরওয়েলের নাইনটিন এইট্টি ফোর বইগুলো বিক্রি করছিল তারা।

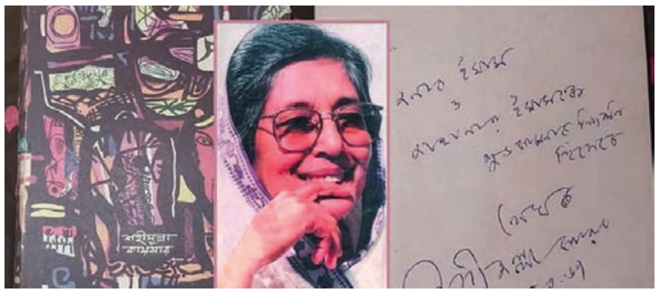

এই সংবাদগুলো ছড়িয়ে পড়ার পর ব্যাখ্যা দেয় বাংলা একাডেমি। এতে মহাপরিচালক মোহাম্মদ আজমের বরাতে বলা হয়, পরিত্যক্ত হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে মজুত থাকা কয়েক হাজার বই ও অন্য কাগজপত্র গত ২৫শে জুন থেকে ২৩শে অক্টোবর পর্যন্ত বিধি অনুযায়ী নিলামে বিক্রি করা হয়। কারণ, মজুত রাখার ঘরটি সম্পূর্ণ ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। কয়েক বছর আগে থেকে জাহানারা ইমামসহ অন্যদের দেয়া বইগুলো যেভাবে ছিল, ঠিক সেভাবেই আছে। এ বিষয়ে কোনো নতুন কমিটি গঠিত হয়নি বা সংগ্রহশালা পুনর্মূল্যায়নের কোনো ঘটনাও ঘটেনি। অন্তত এক দশক ধরে জমা হওয়া পরিত্যক্ত বইগুলোই কেবল বিক্রি করা হয়েছে। এর মধ্যে গত এক বছরে নতুন যুক্ত হয়েছে কেবল গত বছরের বইমেলায় প্রাপ্ত মানহীন ও পরিত্যক্ত ঘোষিত বইগুলো।

সংশপ্তক বইয়ের বিষয়ে বলা হয়, ২০১৪ সালে 'বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত কমিটি গঠন হয়। ওই কমিটি গ্রন্থাগার থেকে ছাঁটাইয়ের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে, সে জন্য একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। ওই উপ-কমিটি দীর্ঘদিন ধরে অনেকগুলো সভা করে এবং কোন বইগুলো গ্রন্থাগারে থাকবে না, তা নির্ধারণ করেছে। বাংলা একাডেমিতে জাহানারা ইমামের পরিবারের পক্ষ থেকে মোট ৩৫৯টি বই দেয়া হয়েছিল। তখন বাছাইয়ের পরে অধিকাংশ বই সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট হয়। ওই বইগুলো বাংলা একাডেমির নির্দিষ্ট সেলফে মজুত আছে। সেখানে বইয়ের সংখ্যা ৩০৮টি।

দিল্লির বিস্ফোরণ, বাংলাদেশসহ কূটনীতিকদের শোক

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দিল্লির লালকেল্লার কাছে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও বহু হতাহতের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনসহ বিভিন্ন দেশ দূতাবাসের মাধ্যমে নিহতদের প্রতি শোক জানিয়েছে। নিজ নিজ নাগরিকদের ওই এলাকা এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহ এক্সে লিখেছেন, আমি ও বাংলাদেশ হাইকমিশনের সহকর্মীরা সোমবার সন্ধ্যায় দিল্লির লালকেল্লায় গাড়ি বিস্ফোরণে কমপক্ষে ১০ ভারতীয়ের মৃত্যু ও বহু মানুষের আহত হওয়ার ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করছি। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর প্রতি আমাদের সমবেদনা ও প্রার্থনা রইল। এই দুঃসময়ে বাংলাদেশ ভারতের পাশে আছে।

বৃটিশ হাইকমিশনার লিন্ডি ক্যামেরন এক্সে লিখেছেন, নয়াদিল্লির লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত সকলের প্রতি আমার সহমর্মিতা রইল। তিনি একই সঙ্গে বৃটিশ নাগরিকদের জন্য জারি করা নির্দেশনার কথা উল্লেখ করে বলেন, আপনি যদি ওই এলাকায় থাকেন, স্থানীয় প্রশাসনের পরামর্শ মেনে চলুন। নয়াদিল্লিতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসও একটি নিরাপত্তা সতর্কতা জারি করেছে। তাতে জানানো হয়েছে, বিস্ফোরণের প্রকৃতি স্পষ্ট নয়। তাই মার্কিন নাগরিকদের ওই এলাকা এড়িয়ে চলা উচিত।

বিবৃতিতে বলা হয়, বিস্ফোরণের কারণ এখনো অজানা। তবে ভারত সরকার বেশ কয়েকটি রাজ্যে উচ্চ সতর্কতা জারি করেছে। দূতাবাস তাদের নাগরিকদের উদ্দেশে পরামর্শ দেয়- দিল্লির লালকেল্লা ও চাঁদনি চক এলাকার আশেপাশে যাওয়া থেকে বিরত থাকুন; জনসমাগম এড়িয়ে চলুন; স্থানীয় গণমাধ্যমের আপডেট অনুসরণ করুন; আশপাশের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থাকুন এবং পর্যটকদের ভিড় হয় এমন স্থানে সতর্ক থাকুন। ফরাসি দূতাবাসও নয়াদিল্লিতে অবস্থানরত তাদের নাগরিকদের সর্বোচ্চ সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছে।

ফরাসি রাষ্ট্রদূত থিয়েরি ম্যাথু এক পোস্টে বলেন, ফরাসি জনগণ ও সরকারের পক্ষ থেকে লালকেল্লা বিস্ফোরণে নিহতদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। নিহতদের পরিবারের প্রতি আমাদের সহানুভূতি এবং আহতদের দ্রুত ও সম্পূর্ণ সুস্থতা কামনা করছি। শ্রীলঙ্কার হাইকমিশনও নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করে এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে জানায়, শ্রীলঙ্কা ভারতের জনগণ ও সরকারের প্রতি সংহতি জানাচ্ছে।

অস্ট্রেলীয় হাইকমিশনার ফিলিপ গ্রিন লিখেছেন, দিল্লির লালকেল্লার কাছে ঘটে যাওয়া বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত সকলের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা। যেসব পরিবার প্রিয়জন হারিয়েছেন, তাদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি। মিশর, মরক্কো ও ইরানসহ আরও কয়েকটি দেশও শোক প্রকাশ করেছে। দিল্লির গাড়ি বিস্ফোরণে ভারতীয় নাগরিকদের মৃত্যু ও আহত হওয়ার ঘটনায় ইরানি দূতাবাস গভীর দুঃখ প্রকাশ করে ভারতের সরকার ও জনগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানায়। দূতাবাস জানায়, আমরা নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করছি এবং তাদের ধৈর্য ও সান্ত্বনা কামনা করছি। একই সঙ্গে আহতদের দ্রুত আরোগ্য লাভের প্রার্থনা করছি।

আগামী নির্বাচনের পরের নির্বাচন থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার চান আবেদনকারীরা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আগামী নির্বাচন নয়, তার পরের নির্বাচন থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন চেয়েছেন বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য আবেদনকারীরা।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিলের রায় পুনর্বিবেচনার (রিভিউ) আবেদনের ভিত্তিতে গঠিত আপিলের রায় ঘোষণার জন্য আগামী ২০ নভেম্বর দিন ধার্য করেছেন আদালত। বহুল আলোচিত এই আপিলের ১০ম দিনের শুনানি শেষে আজ প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন সাত বিচারপতির আপিল বিভাগ বেঞ্চ রায়ের দিন নির্ধারণ করেন।

এই আপিলে বিএনপির পক্ষে শুনানি করেন সিনিয়র আইনজীবী জয়নুল আবেদীন ও ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল। জামায়াতের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির। পাঁচ বিশিষ্ট নাগরিকের পক্ষে শুনানি করেন সিনিয়র আইনজীবী শরীফ ভূঁইয়া। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন এটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান।

বর্তমানে দেশে একটি অন্তর্বর্তী সরকার থাকায় বিএনপি, জামায়াত ও রাষ্ট্রপক্ষসহ অন্যান্য আবেদনকারীদের আইনজীবীরা শুনানিতে আগামী নির্বাচনের পরবর্তী নির্বাচন থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কার্যকর করার প্রস্তাব দেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী জাতীয় সংসদে গৃহীত হয় ১৯৯৬ সালে। এ সংশোধনীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে অ্যাডভোকেট এম. সলিম উল্লাহসহ তিনজন আইনজীবী হাইকোর্টে রিট করেন। ২০১১ সালের ১০ মে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ত্রয়োদশ সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করে তা বাতিল করে। এরপর ২০১১ সালের ৩০ জুন জাতীয় সংসদে পাস হয় পঞ্চদশ সংশোধনী আইন, যার মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা হয়। ৩ জুলাই এ সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশিত হয়।

তবে ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিলের রায় পুনর্বিবেচনার (রিভিউ) আবেদন করেন বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, পাঁচ বিশিষ্ট নাগরিক ও একজন ব্যক্তি। সেই রিভিউ আবেদনের ভিত্তিতে আপিল শুনানির অনুমতি দিয়ে গত ২৭ আগস্ট আদালত ২১ অক্টোবর শুনানির দিন ধার্য করেন।

এদিকে, গত ১৭ ডিসেম্বর বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত একটি হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্তি-সংক্রান্ত পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের ২০ ও ২১ ধারা সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ঘোষণা করে তা বাতিল করেন।

নিউইয়র্কের ‘লম্বু’দের কাহিনী

পোস্ট ডেস্ক : অনেকে মনে করেন সাত ফুটের বেশি লম্বা হওয়া মানেই ঈর্ষণীয় সুবিধা। কিন্তু বাস্তবে বিষয়টা মোটেই তেমন নয়। নিউইয়র্কের এক ‘টল ট্যুর’ অনুষ্ঠানে ৭ ফুট ৪ ইঞ্চি লম্বা মার্ক জ্যাকসন জানান, তার উচ্চতা তাকে যতটা আলাদা করেছে, ততটাই বিপাকে ফেলেছে। শনিবার ২৩০ ফিফথ রুফটপে অনুষ্ঠিত ডেইলি মেইলের সঙ্গে আড্ডায় মার্ক বলেন, বিমান ভ্রমণে সব সময় এক্সিট রো সিট নিতে হয়। আর পোশাক খুঁজে পাওয়া দুঃস্বপ্নের মতো। আমি এখন থ্রিফট স্টোরে যাই, আর ইন্টারনেট সাহায্য করে আমাকে। তিনি জানান, তার ক্যালিফোর্নিয়া কিং সাইজ বিছানাতেও সোজা হয়ে শুতে পারেন না, আড়াআড়ি হয়ে শুতে হয়। অফিস চেয়ার খোঁজা ছিল আরও বড় যুদ্ধ। সবচেয়ে বিপজ্জনক হলো, তার উচ্চতার কারণে প্রায়ই মাথা লেগে যায় ছাদে, দরজার ফ্রেমে, এমনকি সিঁড়িতেও।

মার্ক বলেন, আমি অসংখ্যবার মাথা ঠুকেছি। একবার ফ্রান্সে সিঁড়িতে মাথা লেগে সেলাই পর্যন্ত করতে হয়েছে। তবে কিছু মজার দিকও আছে। তিনি বলেন, আমি সবসময় সবার উপরে থাকি। তাই ‘ফ্রেশ এয়ার’ পাই প্রচুর। আর হ্যাঁ, নারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ সবসময়ই পাই। তবে ডেটিংয়ের ক্ষেত্রেও সমস্যা কম নয়। বারে গেলে কথাই শুনতে পাই না। কারণ উচ্চতার কারণে আমার কানে আওয়াজ পৌঁছায় না। নিচু হয়ে থাকতে হয়।

ফ্যাঙ্কি’র উচ্চতা ৬ ফুট ১১ ইঞ্চি। তিনিও একই অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। বলেন, বিছানা, ডেস্ক, বাস, বিমান, পোশাক- সব জায়গাতেই বিপদ। মেট্রোরেলে আমি সোজা দাঁড়াতে পারি না। এমনকি বিমানবন্দরে হাঁটতে গিয়ে স্যুটকেস পায়ে লাগে।

আরেকজন লিয়াম ম্যাকমোরো’র উচ্চতা ৭ ফুট ২ ইঞ্চি। তিনি বলেন, তার সবচেয়ে বড় কষ্ট পোশাকের অভাব। তার ভাষায়, এত লম্বা হওয়ায় আমি আর শপিং মলে যেতে চাই না। আমার মাপের কিছুই মেলে না। ফ্যাশনের আগ্রহটাই হারিয়ে যায়। কিন্তু এখন টল ট্যুর কমিউনিটি তৈরি হওয়ায়, সবাই একে অপরকে ভালো দোকানের তথ্য দেয়। এখন বুঝতে পারছি- আমরাও স্টাইলিশ হতে পারি।

টল ট্যুরস-এর প্রতিষ্ঠাতা টাইলার বারগানটিনো নিজেও ৬ ফুট ৯ ইঞ্চি লম্বা। তিনি বলেন, আমি চাই লম্বা মানুষরা একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হোক। অভিজ্ঞতা শেয়ার করুক। কোথা থেকে পোশাক কেনে সেটা জানাক। ছোটবেলায় আমি রোলারকোস্টারে উঠতে পারতাম না, বাউন্সি ক্যাসেলেও ঢুকতে দিত না। আমি চাই না আর কেউ সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাক।

এই দলটি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে মিটআপ আয়োজন করে। পরবর্তী আয়োজন হবে ২২শে নভেম্বর সাউথ ক্যারোলাইনার চার্লস্টনে। এরপর ৬ ডিসেম্বর নর্থ ক্যারোলাইনার শার্লটে এবং ২২ ডিসেম্বর গ্রিনভিলে।

তিস্তায় বাঁধ দেয়া সামাজিক অপরাধ: মমতা

পোস্ট ডেস্ক : ভারতের সিকিমে তিস্তা নদীর উপর দেয়া বাঁধ নিয়ে সরব হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারত সরকারের বিরুদ্ধে বাঁধ নির্মাণের অনুমতি দেয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

উত্তরবঙ্গ সফরের গিয়ে সোমবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য সিকিমে তিস্তা নদীর উপর একাধিক বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। সেখান থেকে পানি ছাড়লেই দার্জিলিং, কালিম্পং, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, মাটিগাড়া, নকশালবাড়ির মতো এলাকাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয় । তিনি এটিকে একটি ‘সামাজিক অপরাধ’ বলে অভিহিত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিস্তাকে ‘ব্লক’ করে দিয়েছে। এটা অপরাধ নয়? এটা সামাজিক অপরাধ নয়? এটা ক্রিমিনাল অফেন্স নয়? কী করে কেন্দ্র পারমিশন দিল। তিস্তার পানি দিতে হবে বলে মাঝে মাঝেই চিৎকার করে। তিস্তাকে বাঁচাতে হবে, এটা নিয়ে তো ভাবে না।

উল্লেখ্য, গত বছরে তিস্তার উপর দেওয়া একটি বাঁধ ভেঙে গিয়ে তিস্তায় হাড়টা বানে জীবনহানি ও বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল।

উত্তরবঙ্গের সাম্প্রতিক বন্যা নিয়ে ভুটান থেকে আসা পানিকেও দায়ী করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে তিনি ইন্দো-ভুটান যৌথ নদী কমিশনের দাবি ফের উত্থাপন করেছেন। সার্বিকভাবে উত্তরবঙ্গের বিপর্যয় নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতার তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি।

পাকিস্তানে আদালতের বাইরে বিস্ফোরণ, নিহত ১২

পোস্ট ডেস্ক : পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে আদালতের বাইরে পার্ক করা একটি গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে ১২ জন নিহত এবং ২০ জন আহত হয়েছেন। পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস হাসপাতাল সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছে।

পুলিশের একজন মুখপাত্র বলেছেন, ‘আমরা তদন্ত করছি এটি কী ধরনের বিস্ফোরণ ছিল। এটি এখনও স্পষ্ট নয়। আমাদের ফরেনসিক দলের কাছ থেকে রিপোর্ট পাওয়ার পরে আমরা আরও বিস্তারিত জানাতে পারব।’

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) ইসলামাবাদ জেলা আদালতের প্রবেশপথের কাছে বিস্ফোরণটি ঘটে, যেখানে সাধারণত প্রচুর সংখ্যক মামলাকারীর ভিড় থাকে।

আহতদের মধ্যে আইনজীবীরাও রয়েছেন বলে জানা গেছে। বিস্ফোরণের পর কাচেরি আদালত ভবনটি খালি করে দেয়া হয়।

ভবনের পিছনের দরজা দিয়ে ভেতরে যারা ছিলেন তাদের সরিয়ে নেয়া হয় এবং আদালতের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়।

এখনও পর্যন্ত এই হামলার দায় কেউ স্বীকার করেনি, তবে সিএনএন-কে দেওয়া এক নিরাপত্তা সূত্রের বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে যে আফগান তালেবান এবং ভারতের সঙ্গে যুক্ত জঙ্গিরা এটি ঘটিয়েছে। এদিকে, ইসলামাবাদের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল (ডিআইজি), প্রধান কমিশনার এবং ফরেনসিক দল বিস্ফোরণের পরপরই ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

উদ্ধারকারী দল এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো নিহত এবং আহতদের হাসপাতালে স্থানান্তর করে।

নরেন্দ্র মোদির হুঁশিয়ারি

পোস্ট ডেস্ক : দিল্লির বিস্ফোরণের ঘটনায় দায়ীদের রেহাই দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি দু’দিনের পূর্ব নির্ধারিত সফরে মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) ভুটানে পৌঁছেছেন। সেখানেই থিম্পুতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় এই হুঁশিয়ার বার্তা দিয়েছেন।

ভারতের সঙ্গে ভুটানের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে মোদি বলেন, ভারতের সঙ্গে ভুটানের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। ভুটানের সঙ্গে আত্মীয়তার এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রয়েছে। তাই এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে সামিল হওয়া ভারতের এবং আমার কমিটমেন্ট (প্রতিশ্রুতি) ছিল। কিন্তু এখানে আমি খুবই ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে এখানে এসেছি।

এরপরই তিনি দিল্লির লাল কেল্লার কাছে বিস্ফোরণের প্রসঙ্গ টানেন। তিনি বলেন, কাল সন্ধ্যায় দিল্লির ঘটনা সবার হৃদয়কে

ব্যথিত করেছে। ভুক্তভোগী পরিবারের যন্ত্রণা আমি বুঝি। আজ পুরো দেশ তাদের সঙ্গে রয়েছে।

মোদি বলেছেন, গতকাল গোটা রাত আমি এই ঘটনার তদন্তের সঙ্গে যুক্ত সব এজেন্সি, সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলাম। তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছিলাম। এই ষড়যন্ত্রের শিকড় পর্যন্ত যাব আমরা। ষড়যন্ত্রকারীদের রেয়াত করা হবে না। এর জন্য সমস্ত দায়ী ব্যক্তিদের বিচার হবে।

বিস্ফোরণে এখন পর্যন্ত ১০ জনের নিহতের খবর পাওয়া গেছে। এ ছাড়া বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন অনেকে। এই হামলার দায় এখন পর্যন্ত কেউ স্বীকার করেনি।

৫০০ কোটি পাউন্ডের বিটকয়েন নিয়ে পালিয়েছে ব্রিটেনে, চীনের ‘ক্রিপ্টোকুইন’নের বিলাসী জীবন

পোস্ট ডেস্ক : চীনা পুলিশ হাজারো প্রবীণ নাগরিকের পেনশন লুটের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে যাকে, সেই নারী এখন ব্রিটেনে মানি লন্ডারিং মামলার রায় শোনার অপেক্ষায়। তার নাম চিয়ান ঝিমিন। বয়স ৪৭। চীনে প্রতারণার অভিযোগ উঠলে তিনি ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে ভুয়া পাসপোর্টে বৃটেনে প্রবেশ করেন এবং উত্তর লন্ডনের হ্যাম্পস্টেড এলাকায় এক বিলাসবহুল প্রাসাদবাড়ি ভাড়া নেন মাসে প্রায় ১৭,০০০ পাউন্ড (প্রায় ২২,৭০০ ডলার) ভাড়ায়। এক বছর পর লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ তার বাড়িতে অভিযান চালায় এবং বিপুল পরিমাণ ক্রিপ্টোকারেন্সি জব্দ করে। ব্রিটেনের ইতিহাসে এককভাবে সবচেয়ে বড় ক্রিপ্টো জব্দ অভিযান হিসেবে গণ্য হচ্ছে সেই ঘটনাকে। এ খবর দিয়েছে অনলাইন বিবিসি।

পুলিশ জানিয়েছে, চীনের এক লাখেরও বেশি মানুষ তার প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করেন। কোম্পানির নাম ছিল লানতিয়ান গেরুই। প্রতিষ্ঠানটি দাবি করত, তারা উচ্চপ্রযুক্তির স্বাস্থ্যপণ্য তৈরি করছে এবং বিটকয়েন মাইনিংয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের মুনাফা দেবে। কিন্তু বাস্তবে, সব অর্থই আত্মসাৎ করা হয়। চীনা কর্তৃপক্ষের তদন্ত শুরু হওয়ার পর তিনি পালিয়ে যান ব্রিটেনে। সেখানে তিনি নিজেকে ‘অ্যান্টিকস ও হীরার ব্যবসায়ী ধনকুবের উত্তরাধিকারিণী’ হিসেবে পরিচয় দেন। তিনি এক সাবেক টেকঅ্যাওয়ে রেস্তোরাঁ কর্মী ওয়েন জিয়ান’কে নিজের সহকারী হিসেবে নিয়োগ দেন। তাকে দায়িত্ব দেন বিটকয়েনগুলো নগদ অর্থ বা সম্পত্তিতে রূপান্তর করার। ওয়েন জিয়ান পরবর্তীতে মানি লন্ডারিংয়ের দায়ে ছয় বছরের কারাদণ্ড পান। আদালতে তিনি বলেন, চিয়ান দিনের বেশিরভাগ সময় বিছানায় শুয়ে অনলাইন গেম খেলতেন আর শপিং করতেন একজন সত্যিকারের ‘ডিজিটাল বিলাসবহুল রানি’র মতো।

তবে তার ডায়েরিতে পুলিশ আরও অবাক করা তথ্য পায়। তা হলো একটি ছয় বছরের পরিকল্পনা। সেখানে তিনি একটি আন্তর্জাতিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, সুইডেনে একটি দুর্গ কেনা, এমনকি এক ব্রিটিশ ডিউকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। তার চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল লিবারল্যান্ড নামের এক ক্ষুদ্র অস্বীকৃত রাষ্ট্রের রানি হওয়া, যা ক্রোয়েশিয়া ও সার্বিয়ার সীমান্তে অবস্থিত। হ্যাম্পস্টেডে বিলাসবহুল জীবনযাপন চালিয়ে যাওয়ার সময় তিনি লন্ডনের আরও বড় এক প্রাসাদ কেনার চেষ্টা করেন টটারিজ কমন এলাকায়। কিন্তু তার সহকারী ওয়েন সেই অর্থের উৎস ব্যাখ্যা করতে না পারায় পুলিশের নজরে আসে বিষয়টি। অবশেষে, পুলিশের অভিযানে তার বাড়ি থেকে একাধিক হার্ডড্রাইভ ও ল্যাপটপ উদ্ধার হয়। সেগুলোতে হাজার হাজার বিটকয়েন সংরক্ষিত ছিল। বর্তমান বাজারমূল্যে যা প্রায় ৫০০ কোটি পাউন্ডের সমপরিমাণ।

চিয়ানের প্রতারণায় ক্ষতিগ্রস্ত বহু চীনা বিনিয়োগকারী এখন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করছেন যেন এই ক্রিপ্টো সম্পদ বিক্রি করে তাদের কিছু অর্থ ফিরিয়ে দেয়া হয়। এক ভুক্তভোগী মি. ইউ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমার বিয়ে ভেঙে গেছে এই প্রতারণার কারণে। আমরা আশা করি বৃটিশ সরকার, ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস এবং হাইকোর্ট সহানুভূতি দেখাবে। কারণ এখন কেবল এই বিটকয়েনই আমাদের ক্ষতির কিছুটা ফেরত দিতে পারে। যদি কোনো অর্থ দাবিহীন থাকে, তবে তা সাধারণত বৃটিশ সরকারের তহবিলে চলে যায়। ফলে অনেকেই অনুমান করছেন, সরকার হয়তো এই জব্দ অর্থ থেকে বিশাল আর্থিক সুবিধা পেতে পারে।

লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা কর্মকর্তা ডিটেকটিভ কনস্টেবল জো রায়ান বলেন, আমরা যত গভীরে গিয়েছি, ততই স্পষ্ট হয়েছে- সে শুধু নিচুস্তরের সদস্য নয়, পুরো প্রতারণার মূল পরিকল্পনাকারী। সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান, চতুর এবং প্রভাবশালী। সহজেই বহু মানুষকে বিশ্বাস করাতে সক্ষম। এ সপ্তাহেই আদালতে তার শাস্তির রায় ঘোষণা করা হবে।

বিবিসির বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ের হুমকি

পোস্ট ডেস্ক : নিজের বক্তব্য বিকৃত করে উপস্থাপন করায় ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসির বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেয়ার প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। বলেছেন, বক্তব্য বিকৃত করায় গণমাধ্যমটির বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ের 'বাধ্যবাধকতা' অনুভব করেন তিনি। ফক্স নিউজকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন ট্রাম্প। এ খবর দিয়েছে বিবিসি নিজেই।

ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, তার বক্তৃতা বিকৃত ও ভুলভাবে সম্পাদনা করা হয়েছে। যা দর্শকদের সঙ্গে প্রতারণার শামিল। তিনি দাবি করেন, বিবিসি তার বক্তব্য এমনভাবে কেটেছেঁটে দেখিয়েছে যাতে তা 'উস্কানিমূলক' বলে মনে হয়। অথচ তার আসল ভাষণ ছিল খুব শান্ত ও সুন্দর।

এই প্রথম এ বিষয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করেছেন ট্রাম্প। এর আগে তার আইনজীবীরা বিবিসিকে পাঠানো এক আইনি নোটিশে জানান, সংস্থাটি যদি আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা না চায়, ডকুমেন্টারিটি প্রত্যাহার না করে এবং ট্রাম্পকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ না দেয় তাহলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ১ বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণের দাবি নিয়ে মামলা করবেন।

বিবিসির এক মুখপাত্র বলেন, আমরা চিঠিটি পর্যালোচনা করছি এবং যথাসময়ে সরাসরি উত্তর দেব। এর আগে বিবিসি চেয়ারম্যান সামির শাহ বিষয়টিকে 'বিচারিক ভুল' বলে মন্তব্য করে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।

ফক্স নিউজের দ্য ইনগ্রাহাম অ্যাঙ্গেল অনুষ্ঠানে উপস্থাপক যখন ট্রাম্পকে প্রশ্ন করেন তিনি সত্যিই মামলা করবেন কি না, তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, আমার মনে হয় আমাকে করতে হবে। কারণ তারা জনগণকে প্রতারিত করেছে এবং তারা নিজেও তা স্বীকার করেছে।

তিনি আরও বলেন, তারা আমার ৬ জানুয়ারির বক্তৃতাটি বদলে দিয়েছে। এটা ছিল শান্তির বার্তা কিন্তু তারা এমনভাবে সম্পাদনা করেছে যাতে তা যুদ্ধংদেহী মনে হয়। ট্রাম্পের আইনজীবীদের পাঠানো নোটিশে বিবিসিকে আগামী শুক্রবার রাত ১০টা পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক জবাব দেওয়ার সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

বিবিসির প্যানোরামা ডকুমেন্টারিটি ২০২৪ সালের নভেম্বরের নির্বাচনের আগে সম্প্রচারিত হয়। তবে সম্প্রতি ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় একটি ফাঁস হওয়া অভ্যন্তরীণ নথি প্রকাশিত হলে বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় আসে। সেই নথিতে সাবেক এক সম্পাদকীয় পরামর্শক অভিযোগ করেন, ডকুমেন্টারিটি ট্রাম্পের ভাষণের দুটি অংশ। যেগুলো আসলে ৫০ মিনিটের ব্যবধানে বলা হয়েছিল। ইচ্ছাকৃতভাবে সেগুলো একত্রে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। যাতে মনে হয় ট্রাম্প সরাসরি দাঙ্গার আহ্বান জানিয়েছেন।

মূল বক্তৃতায় ট্রাম্প বলেছিলেন, আমরা সবাই ক্যাপিটলে যাব, আমাদের সাহসী সিনেটর ও কংগ্রেস সদস্যদের উৎসাহ দেব। কিন্তু সম্পাদিত সংস্করণে শোনা যায়, আমরা ক্যাপিটলে যাব। আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব। আর আমরা লড়ব। আমরা ভয়ংকরভাবে লড়ব।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বড় বাধা জুলাই

নিয়েও নাশকতা হতে পারে। নির্বাচনকালীন সময়ে অবৈধ অস্ত্রের জোগান আসতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়া ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে গুজব ছড়ানো হতে পারে। এতে প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে পুরো নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা।

ইসি সূত্র জানায়, সংসদ নির্বাচন নিয়ে কয়েক দফায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে বৈঠকের পরিকল্পনা রয়েছে। এরই অংশ হিসাবে ২০ অক্টোবর ইসিতে প্রথম বৈঠক হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এমএমএম নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রুদ্ধদ্বার ওই বৈঠকে সশস্ত্র বাহিনী, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অংশ নেন।

সূত্র জানায়, ওই বৈঠকে বেশ কয়েকজন বক্তা নির্বাচন ঘিরে নাশকতার কথা বলেন। নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ শঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, নির্বাচনপূর্ব সময়ে কিছু অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে।

প্রতিপক্ষের ওপর হামলা, পরাজিত প্রার্থী কর্তৃক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা, নির্বাচনে অনিয়মের চেষ্টা করা এবং ভোটের ইন্টিগ্রিটি নিয়ে বিতর্ক তৈরির চেষ্টা হতে পারে। তিনি জানান, নির্বাচন কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের স্যাবোটাজের ঘটনা ঘটতে পারে। মানুষের ভয়েস ক্লোন করে চরিত্র হনন করা হতে পারে।

এমনকি প্রবাসী ভোটারদের পোস্টাল ভোটিং কার্যক্রমও বানচালের চেষ্টা হতে পারে। যে কোনো ঝুঁকি মোকাবিলায় বাহিনীগুলোকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন এ নির্বাচন কমিশনার। প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলায় সর্বস্তরে সমন্বয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন।

বৈঠকে সেনাবাহিনী প্রধানের প্রতিনিধিও বিভিন্ন বিষয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ওপর হামলা, কেন্দ্র দখল, ব্যালট ছিনতাই, ভোট প্রদানে বাধা দেওয়া এবং ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধকতা তৈরিসহ তাদের বসতবাড়িতে হামলা বা অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটতে পারে। নির্বাচনে ভুল তথ্য ও গুজব রোধে অ্যাপ ব্যবহারের পরামর্শ দেন। নির্বাচনে সেনাবাহিনীর কী ধরনের ভূমিকা থাকবে তা তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, নির্বাচনে সেনাবাহিনীকে বিচারিক ক্ষমতা দিলে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে। প্রয়োজন অনুযায়ী ভোটগ্রহণ ও নির্বাচনি মালামাল রক্ষায় সেনাবাহিনীকে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের অনুমতির প্রয়োজন হতে পারে।

সব মিলিয়ে সবাই সংশয় শঙ্কা প্রকাশ করলেও দেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রধান বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে জামায়াতে ইসলামী। তারা জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ছাড়া নির্বাচনের পক্ষে নয়।

ওদিকে প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি'র পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সনদের বাইরের কোনো বিষয় স্বাক্ষরকারী দল মানতে বাধ্য না। গণভোট বিষয়ে দলগুলোর বিভেদ আরও বাড়ছে। বিএনপি নির্বাচনের আগে গণভোট চায় না। অন্যদিকে জামায়াত, ইসলামী আন্দোলনসহ ৮টি দল নির্বাচনের আগে গণভোট এবং জুলাই সনদের আইনি ভিত্তিসহ ৫ দাবিতে যৌথ কর্মসূচি পালন করছে। মঙ্গলবার এই আট দলের সমাবেশ থেকে কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি ছাড়া কোনো ভোট হবে না। গণভোটের আগে জাতীয় নির্বাচন হতে দেয়া হবে না। দলগুলোর এই বিপরীত অবস্থানের মধ্যে এ বিষয়ে সরকার কি সিদ্ধান্ত নেবে তা নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে কৌতূহল দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তে দলগুলো সায় না দিলে নির্বাচন ঘিরে নতুন কোনো অনিশ্চয়তা তৈরি হয় কিনা এমন প্রশ্নও দেখা দিয়েছে।

ওদিকে বৃহস্পতিবার উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকেই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ ও গণভোটের সময়সূচি নিয়ে 'গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত' আসতে পারে বলে সূত্র জানিয়েছে। সূত্র বলছে, ১৫ই নভেম্বরের মধ্যে সরকার সনদের বাস্তবায়ন আদেশ জারি করতে পারে। দলগুলোর প্রত্যাশা কিছুটা সমন্বয়েরও চেষ্টা করা হচ্ছে। সংসদ নির্বাচন ও জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণভোট একইদিনে করাসহ সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতিতে সংসদের উচ্চকক্ষ গঠনের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখছে সরকার।

গণভোট ও সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে ৩রা নভেম্বর উপদেষ্টা পরিষদের বিশেষ বৈঠক শেষে সরকারের তরফ থেকে দলগুলোকে এক সপ্তাহের আহ্বান জানানো হয়। বলা হয়, নিজেদের মধ্যে ঐকমত্য না এলে সরকার সিদ্ধান্ত নেবে। এ বিষয়ে জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেন, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন বিষয়ে ১৩ই নভেম্বর উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসতে পারে।

এক মতবিনিময় সভায় আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল বলেন, জুলাই সনদ বাস্তবায়নে সরকারের পদক্ষেপ ৩ থেকে ৪ দিনের মধ্যে জানা যাবে। সরকার সব দলের প্রত্যাশা পূরণের চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, আমরা উপদেষ্টা পরিষদের বিভিন্ন পর্যায়ে এটা আলোচনা করেছি। সব দলের প্রত্যাশার প্রতি সমন্বয় ঘটিয়ে দেশের এবং জনগণের স্বার্থে যা করা দরকার সেটাই আমরা করতে যাচ্ছি।

এক সমাবেশে বিএনপি'র মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, নির্বাচন যদি পিছিয়ে দেয়া হয়, তাহলে বাংলাদেশ ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হবে। সংস্কারের যেসব বিষয়ে আমরা একমত হয়েছি, তার বাইরে কিছু জোর করে চাপিয়ে দিলে সমস্ত দায় নিতে হবে সরকারকেই।

এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই যে, জুলাই জাতীয় সনদে উল্লিখিত বিষয়াদির বাইরে সরকার কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে সনদে স্বাক্ষরকারী কোনো দলের জন্য তা মান্য করার বাধ্যবাধকতা থাকবে না। সেই ক্ষেত্রে সকল দায় দায়িত্ব সরকারের ওপরই বর্তাবে। এ ব্যাপারে সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আমরা সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

প্রবাসী ভোটার নিবন্ধনে যেসব ডকুমেন্টস

পাসপোর্টের কপি অথবা সংশ্লিষ্ট দেশে বসবাসকারী তিন জন বাংলাদেশি এনআইডিধারীর স্বাক্ষরিত নাগরিকত্ব প্রত্যয়নপত্র (নির্ধারিত ফরমে) আবশ্যক হবে।

এছাড়া আবেদনকারীর পিতা-মাতার এনআইডি'র কপি, জন্ম নিবন্ধন সনদ, মৃত্যু সনদ (মৃত হলে), পাসপোর্ট কপি, ওয়ারিশ সনদ বা বাংলাদেশের বাসিন্দা মর্মে নাগরিক সনদের কপি দিতে হবে।

এক কপি রঙিন পাসপোর্ট সাইজ ছবি জমা দিতে হবে।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিক্ষা সনদ (এসএসসি/সমমান, জেএসসি বা পিইসি সনদ), নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত বিশেষ এলাকা (চট্টগ্রাম বিভাগের ৫৬ উপজেলা/থানা)-এর জন্য বিশেষ তথ্য ফরম, নিকাহনামা ও স্বামী/স্ত্রীর জাতীয় পরিচয়পত্র, আবেদনকারীর নাগরিকত্ব সনদ (কাউন্সিলর, চেয়ারম্যান, মেয়র, সিইও বা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত) এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকানা সম্বলিত ইউটিলিটি বিল বা হোল্ডিং ট্যাক্স রশিদের কপি প্রয়োজন হতে পারে।

পরিপত্রে আরো বলা হয়েছে, মিশন অফিস থেকে প্রাপ্ত অ্যাপয়েন্টমেন্ট অনুসারে নির্ধারিত তারিখে আবেদনকারীকে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে নির্ধারিত আবশ্যকীয় দলিলাদি সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন কেন্দ্রে (মিশন অফিসে) জমা দিতে হবে এবং ছবি ও বায়োমেট্রিক্স (দশ আঙুলের ছাপ, আইরিশ, স্বাক্ষর) প্রদান করতে হবে।

অন্যান্য প্রয়োজনীয় দলিলাদিও নিবন্ধন কেন্দ্রে জমা দেয়া যাবে। তবে প্রয়োজনে আবেদনকারীর পক্ষে বাংলাদেশে অবস্থানরত প্রতিনিধি উক্ত দলিলাদি তদন্তকারী কর্মকর্তা তথা রেজিস্ট্রেশন অফিসার (সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার)-এর কাছে জমা দিতে পারবেন।

এছাড়া প্রবাসীদের জন্য নির্ধারিত ফরম২ক এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ভোটার এলাকার উপজেলা বা থানা নির্বাচন অফিসার কর্তৃক সরেজমিন তদন্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হবে, যা নিবন্ধনের জন্য বাধ্যতামূলক।

লিবিয়ার উপকূলে নৌকাডুবি, ৪২ অভিবাসীর মৃত্যুর শঙ্কা

পোস্ট ডেস্ক : লিবিয়ার উপকূলে নৌকাডুবির ঘটনায় অন্তত ৪২ জন অভিবাসীর মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা করছে জাতিসংঘের অভিবাসন বিষয়ক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম)। গত ৩ নভেম্বর লিবিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় উপকূল ঘেঁষা শহর জুয়ারা থেকে যাত্রা শুরুর ছয় ঘণ্টা পর নৌকাটি ডুবে যায়। এখন পর্যন্ত ওই দুর্ঘটনায় ৪২ অভিবাসী নিখোঁজ রয়েছেন। জাতিসংঘের ধারণা তারা সকলেই মারা গেছেন। এদের মধ্যে ২৯ জন সুদান, ৮ জন সোমালিয়া, ৩ জন ক্যামেরুন ও ২ জন নাইজেরিয়ার নাগরিক। এ খবর দিয়েছে অনলাইন আল জাজিরা। আইওএম জানায়, মোট ৪৯ জন আরোহী নিয়ে যাত্রা শুরু করে রাবারের তৈরি ওই নৌকা। যেটি গত ৩ নভেম্বর লিবিয়া উপকূলে ডুবে যায়। এর ছয় দিন পর ৮ নভেম্বর মাত্র সাত জনকে জিবীত উদ্ধার করা গেছে। এই দুর্ঘটনাটি চলতি বছরে মধ্য ভূমধ্যসাগরে ইউরোপমুখী অভিবাসীদের প্রাণহানির সর্বশেষ উদাহরণ। আইওএমের মিসিং মাইগ্র্যান্টস প্রজেক্ট-এর তথ্যমতে, ২০২৫ সালের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত এ পথে অন্তত এক হাজার অভিবাসী প্রাণ হারিয়েছেন।

সৌদী নুসুকে বিপর্যয় : রিজেক্ট হচ্ছে শত শত ওমরাহ মোফা

পোস্ট ডেস্ক : সৌদী হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়ের নুসুক সিস্টেমে বিপর্যয়ের দরুন রিজেক্ট হচ্ছে শত শত ওমরাহ মোফা। ফলে ওমরাহ ভিসা (মোফা) রিজেক্ট হওয়া যাত্রীরা সৌদী যেতে না পারায় নির্ধারিত ফ্লাইটের অফেরতযোগ্য টিকিট বাতিল হওয়ায় যাত্রী ও ওমরাহ এজেন্সির মালিকরা ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। সৌদী নুসুক হোটেল ভাড়া, ট্রান্সপোর্ট ভাড়া ও ওমরা ভিসার ফি বাবদ শত শত রিয়াল নিয়ে ওমরাহ মোফা রিজেক্ট করে দিচ্ছে। এতে ওমরাযাত্রীদের সৌদী যাওয়ার বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের ক্রয়কৃত টিকেটের টাকা ফেরত না পেয়ে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ওমরাহ এজেন্সিগুলো। ওমরাহ ভিসার অভাবে সৌদীগামী বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটের সিট খালি যাচ্ছে। সৌদী নুসুকের ওমরাহ ভিসা ইস্যুতে বিপর্যয় দেখা দেয়ায় বাংলাদেশি ওমরাযাত্রীরা নানাভাবে হয়রানি ও ভোগান্তির কবলে পড়ছেন। অনেক ওমরাযাত্রীদের মোফা ইস্যু না করে সেন্ট টু-অ্যাম্বেসী লিখে দিচ্ছে। এতে হজ এজেন্সিগুলো ঢাকাস্থ সৌদী দূতাবাসে যোগাযোগ করেও কোনো সুরাহা পাচ্ছে না। সৌদী দূতাবাসের কর্মকর্তারা এজেন্সির মালিকদের সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছে ওমরা ভিসা দেয়ার ক্ষেত্রে সৌদী দূতাবাসের কোনো কার্যক্রম আমাদের হাতে নেই। সৌদী নুসুকই সকল ওমরাহ ভিসা ইস্যু করবে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কেরাণীগঞ্জ ট্রাভেলসের ২৭ জন ওমরাযাত্রীর নুসুক থেকে রিজেক্ট হওয়ায় এসব যাত্রী নির্ধারিত ফ্লাইটে সৌদী যেতে পারেনি। ক্যাপলন ট্রাভেলসের স্বত্বাধিকারী মো. রফিকুল ইসলাম বিক্রমপুরী জানান, তাদের পরিচালিত হাসান ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলসের ৬২ জন ওমরাযাত্রীর ভিসা নুসুক থেকে রিজেক্ট হওয়ায় যাত্রীরা চরম বিপাকে পড়েছে। এসব যাত্রীর মোফা সেন্ট টু অ্যাম্বেসী বলে ফেরত দিয়েছে। ঢাকাস্থ সৌদী দূতাবাসে যোগাযোগ করেও ওমরাহ ভিসা কোনো সমাধান পাওয়া যায়নি। প্যান ব্রাইট ট্রাভেলসের স্বত্বাধিকারী মো. রুহুল আমিন মিন্টু জানান, সৌদী নুসুকে ওমরাহ ভিসার সকল ব্যয়ের টাকা পরিশোধের পরেও ভিসা রিজেক্ট করে দিচ্ছে। সেন্ট টু অ্যাম্বেসী বলা হচ্ছে। কিন্তু দূতাবাসে গিয়ে কোনো সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি বলেন, গত ৮ নভেম্বর আমাদের ৪ জন যাত্রীর ওমরা ভিসার জন্য নুসুকে আবেদন করা হলে গত ১০ নভেম্বর রিজেক্ট করা হয়। দ্বিতীয় দফা গত ১১ নভেম্বর টাকা দিয়ে ভিসার আবেদন করা হলে বুধবার সকল ভিসা রিজেক্ট করা হয়।

আবাবিল হজ গ্রুপ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান আবু ইউসুফ জানান, গত ২২ অক্টোবর ও ২৩ অক্টোবর সৌদী বীনা কোম্পানির মাধ্যমে ১৭৫ জন ওমরাযাত্রীর ভিসার জন্য সকল অর্থ পরিশোধ করা হয়। এসব যাত্রীর জন্য বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের অফেরতযোগ্য টিকিট ক্রয় করা হয়েছিল। সৌদী নুসুক এসব যাত্রীর মোফা ইস্যু করে পরে অজ্ঞাত কারণে রিজেক্ট করে দেয়। এতে ভিসা ও বিমানের টিকিটের প্রায় ১ কোটি ৭৪ লাখ টাকা গচ্চা দিতে হয়েছে। তিনি বীনা কোম্পানির কাছে পৌনে দু'কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। ওমরাযাত্রীদের চাপের দরুন পরে গত ২৬ অক্টোবর থেকে ২৯ অক্টোবরের মধ্যে রায়াবি কোম্পানির মাধ্যমে এসব ওমরাযাত্রীদের নতুন ভিসা সংগ্রহ করে সৌদী পাঠানো হয়েছে। তিনি নুসুক থেকে রিজেক্ট হওয়া সকল ওমরাযাত্রীদের অব্যয়িত অর্থ দ্রুত ফেরতসহ টিকিটের ক্ষতিপূরণের অর্থ ফেরত দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

নারায়ণগঞ্জে এনসিপির মশাল মিছিলে 'জয় বাংলা' স্লোগান

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : নারায়ণগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-এর মশাল মিছিলে হঠাৎ এক যুবকের 'জয় বাংলা' স্লোগানে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তেই মিছিলের সারিতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে নেতাকর্মীরা ওই যুবককে ধরার চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত তাকে খুঁজে পাননি।

বুধবার (১২ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে আওয়ামী লীগের ঘোষিত ১৩ নভেম্বরের লকডাউন কর্মসূচির প্রতিবাদে মশাল মিছিল বের করে এনসিপি। মিছিলটি চাষাড়া সলিমুল্লাহ সড়ক হয়ে বাগে জান্নাত জামে মসজিদের সামনে পৌঁছালে হঠাৎ সামনে এসে এক যুবক উচ্চস্বরে 'জয় বাংলা' স্লোগান দেন। এতে মুহূর্তেই মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

চোখের পলকে কয়েকজন কর্মী তাকে ধাওয়া করেন, কিন্তু তিনি মসজিদের গলিপথে ঢুকে পালিয়ে যান। দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির পরও তার কোনো সন্ধান মেলেনি। পরে পরিস্থিতি সামলে এনসিপির নেতাকর্মীরা পুনরায় মিছিলটি এগিয়ে নিয়ে যান।

মিছিলে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের কেন্দ্রীয় সংগঠক শওকত আলী, জাতীয় যুবশক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক নিরব রায়হান, জেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আমিনুল ইসলাম, সাবেক মুখপাত্র সারফারাজ হক সজিবসহ এনসিপি, জাতীয় যুবশক্তি, ছাত্রশক্তি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক নেতাকর্মীরা।

ঘটনার বর্ণনা দিয়ে শওকত আলী বলেন, 'মিশনপাড়া এলাকায় মিছিলের পেছনে এক যুবক হঠাৎ চিৎকার করে বলল, 'আমি জয় বাংলা করি, আমারে কিছু কর।' তখন আমাদের মিছিলে কয়েকজন মেয়ে সদস্য ছিল। তাদের একজন ডাক দিলে আমরা ছেলেটিকে ধরতে যাই, কিন্তু সে দৌড়ে পালিয়ে যায়। পরে আর তাকে পাওয়া যায়নি।'

তিনি আরো জানান, ঘটনাটি অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও মিছিল শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ হয়েছে।

দেশে ১০ মাসে ১ লাখ ৩৬ হাজার ৬৪০ রোহিঙ্গার অনুপ্রবেশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দেশে গত ১১ মাসের মধ্যে প্রতি মাসে গড়ে ১২৩৬৩ জনের বেশি রোহিঙ্গার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। গত বছরের ডিসেম্বর থেকে এই বছরের অক্টোবর পর্যন্ত নতুন আগত নিবন্ধিত রোহিঙ্গার সংখ্যা ১ লাখ ৩৬ হাজার ৬৪০ জন। তারা নতুন করে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এই তথ্য জানিয়েছে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর। সেপ্টেম্বরে এই সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৩৩ হাজার ৬৫১ জন। ক্যাম্পগুলোতে মোট ১১ লাখ ৬৮ হাজার ৩৯৮ জন রোহিঙ্গা চিহ্নিত করা হয়েছে। বুধবার সংস্থাটির মাসিক এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানায় ইউএনএইচসিআর।

ইউএনএইচসিআর জানিয়েছে, ২০২৪ সাল থেকে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে লক্ষ্যযুক্ত সহিংসতা এবং নির্যাতনের কারণে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন, যার ফলে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে নিরাপত্তা খুঁজছে। ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত ইউএনএইচসিআর ১১ লাখ ৬৮ হাজার ৩৯৮ জন রোহিঙ্গার নিবন্ধন করেছে, যারা ১৯৯০ এবং ২০১৭ সাল থেকে মিয়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, রাখাইন রাজ্যে ক্রমবর্ধমান সংঘাতের কারণে ২০২৪ সাল থেকে নতুন শরণার্থীরা বাংলাদেশে নিরাপত্তার সন্ধান অব্যাহত রেখেছে। ফলস্বরূপ, ২০২৪ সালের শেষের দিকে ক্যাম্পগুলোতে নতুন আগতদের একটি তরঙ্গ চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং তাদের বায়োমেট্রিক শনাক্তকরণ চলছে।

ইউএনএইচসিআরের প্রতিবেদন বলছে, শরণার্থীদের মধ্যে ৭৮ শতাংশ নারী এবং শিশু, যেখানে ১২ শতাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, একক পিতা-মাতা, গুরুতর চিকিৎসা অবস্থার সঙ্গে যারা রয়েছে, সঙ্গীহীন অপ্রাপ্তবয়স্ক, ঝুঁকিতে থাকা বয়স্ক ব্যক্তি এবং অন্যদের আইনি এবং শারীরিক সুরক্ষার প্রয়োজন। জনসংখ্যার ৫২ শতাংশ নারী এবং ৪৮ শতাংশ পুরুষ।

নির্বাচনী আচরণবিধির গেজেট প্রকাশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রথমবারের মতো সব প্রার্থীর জন্য একই মঞ্চে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করার বাধ্যবাধকতা রেখে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর জন্য 'আচরণ বিধিমালা, ২০২৫' জারি করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

রোববার (১০ নভেম্বর) দিবাগত রাতে বিধিমালাটি গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশ এবং ২০০৮ সালের আচরণবিধির সঙ্গে সমন্বয় রেখে বেশ কিছু নতুন ও কঠোর বিষয় যুক্ত করে এই আচরণবিধি প্রণয়ন করা হয়েছে।

নতুন এই বিধিমালায় ভোটের প্রচারণায় প্রথমবারের মতো পোস্টার ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাশাপাশি ড্রোন ব্যবহার এবং বিদেশে যে কোনো ধরনের প্রচারণা কার্যক্রমেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

বিধিমালা অনুযায়ী, পরিবেশ দূষণ রোধ ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নির্বাচনী প্রচারণায় সব ধরনের পোস্টার ব্যবহার এবং ড্রোন ব্যবহারের ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। প্রার্থীর পক্ষে ২০টির বেশি বিলবোর্ড, ব্যানার বা ফেস্টুন ব্যবহার করা যাবে না।

এ ছাড়া, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভোটের প্রচারেও কঠোর নিয়ন্ত্রণ আনা হয়েছে। বিশেষত, অসৎ উদ্দেশ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে কোনো প্রচার চালানো সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

নতুন বিধান অনুযায়ী, আচরণবিধি কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের নির্বাচন কমিশনে একটি অঙ্গীকারনামা জমা দেয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

আচরণবিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে এবার কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। কোনো প্রার্থী বিধিমালা ভঙ্গ করলে সর্বোচ্চ ছয় মাসের কারাদণ্ড ও দেড় লাখ টাকা জরিমানা হতে পারে। এ ছাড়া, রাজনৈতিক দলের জন্য দেড় লাখ টাকা অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। গুরুতর লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে তদন্ত সাপেক্ষে প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিলের ক্ষমতাও নির্বাচন কমিশনকে দেয়া হয়েছে।

কোনো রাজনৈতিক দল নির্বাচন অনুষ্ঠানে

নির্বাচনকেই অগ্রাধিকার দেবে। রাজপথের আন্দোলনের সকল সঙ্গীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, এ কথাটি আমি এর আগেও একবার বলেছিলাম,উত্তর কোরিয়ার সংবিধানে লেখা রয়েছে 'ডেমোক্রেটিক পিপল'স রিপাবলিক অফ কোরিয়া'।

সংবিধানে লেখা থাকলেই সব কিছু নিশ্চিত হয়ে যায়না। আসলে সবার আগে প্রয়োজন রাষ্ট্র রাজনীতি সম্পর্কে মোনাফেকী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। প্রয়োজন মানসিকতার পরিবর্তন। প্রয়োজন রাজনৈতিক সমঝোতার। প্রয়োজন গণতান্ত্রিক মানসিকতা। সর্বোপরি প্রয়োজন দেশপ্রেম এবং জাতীয় ঐক্য। তিনি বলেন, দেশ এবং জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং জনসমর্থিত দল হওয়া সত্ত্বেও ফ্যাসিবাদ বিরোধী জাতীয় ঐক্য অটুট রাখার ব্যাপারে বিএনপি সর্বোচ্চ ছাড় দিয়েছে। এটি কথার কথা নয় এটি প্রমাণিত সত্য। রাজনৈতিক ঐক্যমত কমিশনের প্রতিটি দফা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, বিএনপি অধিকাংশ পয়েন্টেই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছে। তারেক রহমান বলেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি কোনো কোনো রাজনৈতিক দলনানা শর্ত দিয়ে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাধা সৃষ্টি করতে চাইছে। জাতীয় নির্বাচন নিয়ে জটিলতা সৃষ্টির অর্থ একদিকে নির্বাচন না করেই রাষ্ট্রযন্ত্রে খবরদারির সুযোগ গ্রহণ করা অপরদিকে পতিত পরাজিত পলাতক স্বৈরাচারের পুনর্বাসনের পথ সুগম করা। পলাতক স্বৈরাচারীর সহযোগীরা গত কয়েকদিন খোদ রাজধানীতে যেভাবে আগুন সন্ত্রাস চালিয়েছে ফ্যাসিবাদ বিরোধী শক্তির করণীয় সম্পর্কে এটি একটি সতর্ক বার্তা হতে পারে বলে আমি মনে করি। এটি এখন সবার কাছেই স্পষ্ট ফাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের একটি দল ফ্যাসিবাদের নিষ্ঠুরতা থেকে নিজেদের বাঁচাতে ফ্যাসিবাদীদের ছাতার নীচে আশ্রয় নেয়ার কৌশল অবলম্বন করেছিল। বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পতিত পরাজিত পলাতক স্বৈরাচার একইভাবে ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে থাকা দলটির ছাতার নিচে আশ্রয় নিয়েছে কিনা এ ব্যাপারে ভাববার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

শতাধিক ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা ও

ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা বিনিময়, পার্টনারশিপ এবং নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে ওয়েলস ও বাংলাদেশের মধ্যে নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলাই ছিল আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য।

ওয়েলস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট আব্দুল আলিমের শুভেচ্ছা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শুরু হয় অনুস্টান। পরিচালনায় ছিলেন ডব্লিউবিসিসির ডিরেক্টর জেনারেল ইমতিয়াজ হুসাইন।

এ সময় বক্তব্য রাখেব ওয়েলসের লর্ড লেফটেন্যান্ট মিসেস লুইস ফ্লিট, বাংলাদেশের হাইকমিশনার হার এক্সেলেন্সি আবিদা ইসলাম, ওয়েলস বিষয়ক সচিব জো স্টিভেন্স এম.পি, ওয়েলস সরকারের অর্থমন্ত্রী মার্ক ড্রেকফোর্ড।

এ সময় তিনি বলেন

"ওয়েলসে বাংলাদেশি কমিউনিটি যে নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে, তা ওয়েলস সরকার গভীরভাবে মূল্যায়ন করে।"

ওয়েলস বিষয়ক সচিব ঔড় ঝঃবাবহং গচ বলেন

"ওয়েলসের ফিনটেক কোম্পানি থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় - বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগের যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তা ওয়েলস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের নেতৃত্ব ছাড়া সম্ভব ছিল না।"

বাংলাদেশের হাইকমিশনার হার এক্সেলেন্সি আবিদা ইসলাম বলেন,

"দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে এই চেম্বার স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দুই দেশের ব্যবসায়িক সম্পর্ক জোরদারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ হাইকমিশন সবসময় এ উদ্যোগে পাশে থাকবে।

দুই ঘণ্টার বিরতির পর শুরু হয় স্পনসর প্রেজেন্টেশন সেশন।

এতে অংশ নেয় চধৎপএঞ্ধীর, টহরাবৎংরঃু ড়ভ ঝড়ঁঃয ডধষবং, ঊঁৎড় ঋড়ড়ফং এৎড়ঁঢ়, স্মার্ট মোভ এডুকেশন গ্রুপ, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক।

এ সময় ইউরো ফুডস গ্রুপের চেয়ারম্যান সেলিম হুসাইন গইঊ তাঁর বক্তৃতায় বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশিরা আজ ওয়েলসের খাদ্য ও খুচরা ব্যবসার অন্যতম চালিকাশক্তি।

ঝসধৎঃ গড়াব ঊফঁপধঃরড়হ এৎড়ঁঢ়-এর প্রতিনিধি মোহাম্মদ হাসান জানান, তাদের শিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও চাকরির সুযোগ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। গঁঃধষ এঞৎঁংঃ ইধহশ চখঈ প্রবাসীদের জন্য বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেবা সহজীকরণের উদ্যোগ উপস্থাপন করে।

চেম্বারের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান উপদেষ্টা দেলোয়ার এ. হুসাইন বলেন,

"প্রবাসী বাংলাদেশিরা এখন দেশের ব্যাংকিং খাতের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হতে পারবেন। এই উদ্যোগে তারা সরাসরি উপকৃত হবেন বলেও মনে করেন। তাছাড়া পার্ক ট্যাক্সি কমিউনিটিতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে অবদানের বিষয়টি তুলে ধরা হয়।

ইভেন্টের পার্টনার হিসেবে ছিল ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ওয়েলস ও চধৎপএঞ্ধীর, আর স্পনসরদের মধ্যে ছিল গঁঃধষ এঞৎঁংঃ ইধহশ চখঈ, ঊঁৎড় ঋড়ড়ফং এৎড়ঁঢ়, ঝসধৎঃ গড়াব ঊফঁপধঃরড়হ এৎড়ঁঢ় ও ঈৎড়হি ঋধৎসং।

বক্তারা একমত হন যে, ওয়েলস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স দুই দেশের ব্যবসায়িক সহযোগিতা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের নতুন সম্ভাবনা তৈরি করছে।

এ সময় ডব্লিউবিসিসির পক্ষ থেকে পরিচালক পর্ষদের অনেকেই উপস্তিত ছিলেন। তারা হলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট মুক্তার আহমেদ, আহমেদ আলি, আব্দুল লতিফ, মিনাজ আলী জেপি, ইয়াহিয়া হাসান, আজিজ আহমেদ চৌধুরী, ফাইসাল রাহমান, শাহ শাফি, রোজিনা আলিম, আফজাল খান, মোহাম্মদ জাব আলি, শাহজাহান, মোহাম্মদ বদরুল ইসলাম, সাদিক মিয়া ও তরুণ সফল উদ্যোক্তা ইমরান জব্বার প্রমুখ।।

শেখ হাসিনার সঙ্গে গণমাধ্যমের কথা

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনার গণমাধ্যমে প্রবেশাধিকার তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করার অনুরোধ পৌঁছে দেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গ্রামীণ ব্যাংকে পেট্রল

মো. কলিম উদ্দিন জানান, রাত আনুমানিক ২টার দিকে বাইরে থেকে পেট্রল ঢেলে আগুন দেয়া হয়। নাইটগার্ড বিষয়টি বুঝতে পেরে দ্রুত স্থানীয়দের খবর দেন। স্থানীয়দের সহযোগিতায় প্রাথমিকভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন পুরোপুরি নেভায়।

তিনি আরও জানান, এ ঘটনায় ব্যাংকের আসবাবপত্র ও কিছু কাগজপত্র পুড়ে গেলেও টাকার ভল্টের কোনো ক্ষতি হয়নি। এ বিষয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দেয়া হবে।

বিজয়নগর থানার ওসি শহীদুল ইসলাম বলেন, 'খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। কে বা কারা আগুন দিয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

মানুষের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নে

জেনারেল সাফওয়ান আহমেদ হিমেল । এসময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা ব্যারিস্টার কাজী আনোয়ার হোসেন, কোষাধ্যক্ষ একেএম কামরুল হাসান চৌধুরী, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক দিদারুল আলম মজুমদার ও দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ আল আমিন মিয়া।

লিখিত বক্তব্যে জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ ২০১৮ সালে যুক্তরাজ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে । এই সংগঠনের মুল লক্ষ্য বাংলাদেশে মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতরণে কাজ করা। বাংলাদেশ, সৌদি আরব ও ফ্রান্সে আমাদের তিনটি শাখা আছে। আমাদের মূল কার্যক্রম পরিচালিত হয় যুক্তরাজ্যে। এটি সম্পুর্ণ অরাজনৈতিক ও অলাভজনক সংগঠন ।

বাংলাদেশের মানুষ আজ কিছু মুষ্টিমেয় লুটেরার কাছে জিম্মী । বর্তমান অন্তবর্তীকালিন সরকার ও আগামী সরকারের কাছে আমাদের কিছু পরিকল্পনা তুলে ধরতে চাই। আমরা বিশ্বাস করি, এই পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন হলে মানুষের মৌলিক অধিকার কিছুটাও হলে বাস্তবায়ন হবে।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, মৌলিক অধিকার হিসেবে শিক্ষাকে প্রধান্য দিয়ে ব্যবসায়ীকভাবে গড়ে উঠা বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ সহ সামষ্টিক গুণগত মান যাচাই করতে হবে । শিক্ষার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ খাতকে সর্ম্পূণ ব্যবসায়িকভাবে পণ্যের মতো ছেড়ে দেয়া যায় না । আমরা শিক্ষাখাতকে ভালোভাবে যাচাই বাচাই করে শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ তৈরি করতে সরকারের কাছে দাবী জানাই।

তিনি বিগত বছরগুলোতে শিক্ষা প্রশাসনে দলঘেঁষা যোগ্যতাবিহীন নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ তুলে ধরে বলেন, বিভিন্ন জাতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের বরাতে দেখা যায়, কমপক্ষে ৪৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে শীর্ষপদে (ভিসি/প্রো-ভিসি/ট্রেজারার) রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে নিয়োগ করা হয়েছে । সাম্প্রতিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে ২০২০ সালের পর নিযুক্ত ভিসিদের প্রায় ৬০শতাংশই কোনোনা কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত। ভালোভাবে খোজ নিলে দেখা যায়, গত কয়েক বছরে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে শীর্ষ প্রশাসনিক পদে অন্তত ৫০ থেকে ৭০টি নিয়োগ রাজনৈতিক আনুগত্যের প্রভাবে হয়েছে । পাশাপাশি, টিআইবির গবেষণায় ১৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা স্বজনপ্রীতি ধরা পড়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের যোগ্যতার তোয়াক্কা না করে অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

ব্যাংকিং খাত প্রঙ্গগে জনাব মামুন বলেন, একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হচ্ছে ব্যাংকিং খাত । বিগত সরকারের সময়ে নামে বেনামে লোন দেয়ার মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়েছে, যার কারনে ৮/৯টি ব্যাংক গ্রাহকদের জমাকৃত টাকা দিতে পারছেনা । যারা এই ব্যাংকিং দুর্নীতির সাথে জড়িত তাদেরকে সম্পূর্ণ বিচারের আওতায় এনে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ব্যাংকিং খাতের এই সমস্যা সমাধান করতে হবে। তাহলেই ব্যাংকিং খাতের প্রতি মানুষের আস্থা ফিরে আসবে। তিনি বলেন, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৩ সালে দৈনিক কালের কণ্ঠ শিরোনাম করেছিলো, ঋণের নামে ব্যাংক থেকে ৯২ হাজার কোটি টাকা লোপাট হয়েছে। রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত থেকে গত ১৫ বছরে ঋণ অনিয়মের মাধ্যমে ৯২ হাজার ২৬১ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। এবং এই টাকা বিভিন্ন সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী ও গোটী কয়েক পরিবার আত্মসাৎ করেছে।

তিনি বলেন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসেবে এদেশের যাকাত ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিচালনা করতে হবে । সরকার যদি ইমামদের বেতন রাষ্ট্রিয়ভাবে দেওয়ার ব্যবস্থা করে তাহলে ইমামসমাজ তাদের মেধা যোগ্যতা দিয়ে সমাজকে পরিবর্তন করতে পারবেন। একজন যোগ্য ইমাম চাইলে খুব কম সময়ের একটি এলাকার মানুষের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারেন। তাই সরকারের উচিত ইমামদের দায়িত্ব গ্রহন করা। উদাহরণ সরূপ বলা যায়, কাতারে সরকারিভাবে নিযুক্ত ইমামদের বেতন ৪,৮০০ কাতারি রিয়াল এবং মুয়াজ্জিনের বেতন প্রায় ৩,৮০০ রিয়াল। তাদের সুযোগ সুবিধার মধ্যে বয়েছে সরকারিভাবে বিনামূল্যে বাসস্থান, পানি, বিদ্যুৎ, এবং সন্তানদের জন্য বিনামূল্যে পড়াশোনার ব্যবস্থা। এছাড়াও, কিছু ক্ষেত্রে বার্ষিক ৪০ দিনের ছুটিকালিন বেতন এবং ১০ বছরের জন্য পেনশন সুবিধা থাকে।

চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রোগীদের রোগ নির্ণয়ের নামে কিছু কিছু চিকিৎসকের অহেতুক টেস্ট ও কমিশন বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে । মানুষ আজ এক শ্রেণীর চিকিৎসকদের কাছে জিম্মি । মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে এ খাতকে প্রধান্য দিয়ে রোগীদেরকে জিম্মি দশা থেকে মুক্ত করতে হবে । প্রয়োজনে এ ব্যাপারে উন্নত বিশ্বের আইডিয়া কাজে লাগানো যেতে পারে । পাশাপাশি উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর মতো ফার্মেসীগুলোতে ওষুধ বিক্রি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে । যাতে চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়া ফার্মেসীগুলো ওষুধ বিক্রি করতে না পরে।

তিনি চিকিৎসকরা চিকিৎসার নামে রোগীদের কীভাবে জিম্মী করে অর্থ আদায় করেন তার একটি চিত্র তুলে ধরেন। দৈনিক প্রথম আলো'র ১৫ মার্চ ২০২৩ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের একটি অংশ তিনি উল্লেখ করেন।

"ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ২০২৩ সালে হৃদরোগ আক্রান্ত এক রোগীর করুণ মৃত্যু ঘটে । তাকে জরুরি চিকিৎসার পরিবর্তে ১২টি অপ্রয়োজীয় ল্যাব টেস্টের পরামর্শ দেওয়া হয় । টেস্ট রিপোর্ট আসতে তিনদিন সময় লাগায় রোগীর অবস্থার অবনতি ঘটে এবং মৃত্যু হয়।

বিচার ব্যবস্থার সংস্কার প্রসংগে তিনি বলেন, বাংলাদেশের অনেক আদালত মিথ্যা মামলায় সয়লাব। বিগত ১৬/১৭ বছর ধরে মিথ্যা মামলার এক বিশাল বিচারের ব্যবস্থা বহন করেছে কিছু নিরীহ সহজ সরল মানুষ । বাংলাদেশ সরকার ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি আমাদের বিনীত আহবান, যদি কেউ মিথ্যা মামলা করে তাহলে তা প্রমাণীত হওয়ার পর প্রতিপক্ষের সকল খরচ তাকে বহন করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে তার অন্যান্য শাস্তির ব্যবস্থাও করতে হবে।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রসংগে জনাব মামুন বলেন, ৫ আগষ্টের বিজয়ের পর অন্তবর্তীকালিন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর আমরা একটি নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতে থাকি । কিন্তু আস্তে আস্তে সেই স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিনত হচ্ছে । রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য প্রত্যেক দলীয় কর্মীদের দেশপ্রেম থাকা অবশ্যক । দলগুলো তাদের কর্মী যখন অন্যায় করে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করে কিন্তু যে অন্যায়ের মূল হোতা তাকে আইনের আওতায় আনা হয়না । মূলহোতাদের যতদিন আইনের আওতায় আনা না হবে, ততদিনই অন্যায় কমবে না । সেজন্য প্রত্যেক দলের প্রধানের কাছে অনুরোধ, কোনো কর্মী কোনো অন্যায় করলে তার মূল হুকুমদাতাকে বহিষ্কার সহ শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাসরত পথশিশুদের প্রসংগে তিনি বলেন, সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বাংলাদেশে প্রায় ২০ লাখের বেশি শিশু গৃহহীন, যারা রাস্তায় বসবাস করেন । দারিদ্র্য, নগরমুখী অভিবাসন, পারিবারিক ভাঙন ও দুর্যোগজনিত বাস্তুচ্যুতি প্রধান কারণ। বিদ্যমান সহায়তা- ব্যবস্থা চাহিদার তুলনায় সীমিত । তাদের আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অনেক দুর্নীতিবাজ সাবেক মন্ত্রী, এমপি সরকারের খাস ভুমি, খাল-বিল, নদী-নালা, জলাশয় অবৈধভাবে দখল করে রেখেছেন । খাল কিংবা নদীর পারে এসব পথশিশুর জন্য ছোট ছোট ঘর, কিংবা কলোনি তৈরি করে তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে। তারাও এই রাষ্ট্রের নাগরিক। এটা তাদের নাগরিক অধিকার । নতুবা তারা এভাবে রাস্তাঘাটে জীবনযাপন করবে এবং সন্ত্রাসীরা তাদের কাজে ব্যবহার করবে।

ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি স্যার কিয়ার স্টারমার

তিনি (স্টারমার) লড়বেন। তিনি ২০২১ সালের হার্টলপুল উপনির্বাচনের কথা উল্লেখ করে বলেন, এটি কোনো হার্টলপুল মুহূর্ত নয়। তিনি জীবিত থাকা দু'জন লেবার নেতার একজন, যিনি সাধারণ নির্বাচনে জিতেছেন। মাত্র ১৭ মাস পর তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো পাগলামি।

লেবার এমপিদের মধ্যে যে নামগুলো সম্ভাব্য উত্তরসূরি হিসেবে আলোচিত হচ্ছে, তার মধ্যে আছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ওয়েস স্ট্রিটিং ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাবানা মাহমুদ। তারা স্টারমারের ঘনিষ্ঠ মন্ত্রিসভার সদস্য। এছাড়া এনার্জি বিষয়ক মন্ত্রী এড মিলিব্যান্ড এবং সাবেক পরিবহনমন্ত্রী লুইস হেইগের নামও শোনা যাচ্ছে। লেবারের অভ্যন্তরে অনেকেই মনে করছেন, আগামী মে মাসে স্কটল্যান্ড ও ওয়েলসের স্থানীয় নির্বাচনের পর সরকার বড় ধাক্কা খেতে পারে। কিন্তু দলের একাংশের মত, এতদিন অপেক্ষা করা যাবে না। বাজেটের পরই নেতৃত্ব পরিবর্তনের দাবি উঠতে পারে।

এক সিনিয়র লেবার এমপি বলেন, লোকাল ইলেকশনের জন্য অপেক্ষা করা মানে আমার কর্মীদের আগুনে পাঠানো। আমি সব কাউন্সিলর হারাতে চাই না। অন্য এক সূত্র বলেন, বাজেটের পর স্টারমারকে সরানোর তালিকা প্রতিদিনই দীর্ঘ হচ্ছে। যদি ওয়েস (স্ট্রিটিং) সাহস দেখান, তবে বড়দিনের আগেই তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন। তবে ওয়েস স্ট্রিটিংয়ের পক্ষ থেকে এক মুখপাত্র বলেন, এই দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিনি যোগ করেন, ওয়েসের পুরো মনোযোগ এনএইচএস সংস্কারের দিকে- অপেক্ষমাণ রোগীর সংখ্যা কমানো, ২৫০০ নতুন জিপি নিয়োগ এবং যে এনএইচএস তার জীবন বাঁচিয়েছিল সেটিকে পুনর্গঠন করা।

ডাউনিং স্ট্রিটের এক সরকারি সূত্র অভিযোগ করেন, সরকার এখন সম্পূর্ণ 'বাঙ্কার মুডে' চলে গেছে। নিজেদের অনুগত মন্ত্রীদের বিরুদ্ধেও অযথা ষড়যন্ত্র হচ্ছে। সূত্রটি আরও বলেন, কিয়েরের টিম নিজের লোকদের বিরুদ্ধেই তথ্য ফাঁস করে। তারা এটা অ্যানজেলা, লিসা, লুসির ক্ষেত্রেও করেছে। এখন ওয়েসের পালা। প্রধানমন্ত্রীর সমর্থকরা এমপিদের সতর্ক করে বলছেন, নেতৃত্ব পরিবর্তন লেবার পার্টিকে সেই বিশৃঙ্খলার দিকে ঠেলে দেবে, যেভাবে টোরি পার্টির শেষ সময়গুলোতে ঘটেছিল। এতে এমন এক নেতা আসবেন, যার জনগণের কাছ থেকে নিজস্ব ম্যান্ডেট থাকবে না। তারা আরও যুক্তি দিচ্ছেন, এই অস্থিরতা আন্তর্জাতিক বাজারেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে স্টারমারের গড়ে তোলা ভালো সম্পর্ককেও ঝুঁকিতে ফেলতে পারে।

দেশজুড়ে বাড়ছে উদ্বেগ-আতঙ্ক

প্রেসিডিয়াম সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানকের ১৩ই নভেম্বর লকডাউন ঘোষণার পর থেকেই পরিস্থিতি ঘোলাটে হতে থাকে। দলটির নেতাকর্মীরাও এ নিয়ে প্রচার-প্রচারণা চালান। তারপর থেকেই নাশকতার আলামত পাওয়া যায়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রথম দিকে বিষয়টি গুরুত্ব না দিলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারাও সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন। গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাইবার নজরদারি চলছে। সাদা পোশাকের সদস্যসহ দেশ জুড়ে বিপুলসংখ্যক পুলিশ, ডিবি, র‌্যাব সদস্য দিয়ে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। ঢাকা ও আশেপাশের জেলায় বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। এ ছাড়া সেনাবাহিনীর টহল ও চেকপোস্ট বাড়ানো হয়েছে। থানায় থানায় দেয়া হয়েছে কড়া বার্তা। সারা দেশ থেকেই সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। পুলিশের পক্ষ থেকে দেশবাসীর জন্য নানা পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। মেসে বাসায় হোটেলে নতুন অতিথি যাচাই-বাছাই করে তোলার কথাও বলা হয়েছে। সবমিলিয়ে আওয়ামী লীগের ঘোষিত লকডাউনের পর কঠোর অবস্থানে রয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। রায় ঘোষণার দিন বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ডিএমপি'র ৫০ থানায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। যেসব এলাকায় ইতিমধ্যে ঘটনা ঘটেছে সেখানেও বাড়তি নিরাপত্তা নেয়া হয়েছে।

ওদিকে পলাতক ফ্যাসিস্টের পক্ষে সহিংসতা করে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা হচ্ছে বলে অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেয়া দলগুলো অভিযোগ করছে। তারা এ ধরনের যেকোনো তৎপরতা রুখে দিতে মাঠে থাকার ঘোষণা দিয়েছে।

পুলিশের সূত্র বলছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে ককটেল বিস্ফোরণ ও যানবাহন এবং স্থাপনায় অগ্নিসংযোগের পর নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, সুপ্রিম কোর্ট, সচিবালয়সহ প্রধান প্রধান সরকারি অফিসগুলোতে পুলিশের পাশাপাশি পর্যাপ্ত সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ছাড়াও রাজধানীর বনানী, উত্তরা, বাড্ডা, পল্টন ও ধানমণ্ডিসহ বিভিন্ন এলাকায় বাড়তি পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। কূটনৈতিক পাড়াসহ ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরসহ সম্পূর্ণ ধানমণ্ডি এলাকায় নজরদারি করা হচ্ছে। ওই এলাকায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ একটি দলের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের নাশকতার ঘটনা যেন না ঘটতে পারে, সেজন্য গত দুইদিন ধরেই সেখানে পুলিশের ব্যারিকেড দেয়া হয়েছে। সন্দেহজনক যান চলাচল দেখলে পুলিশ ব্যারিকেডে আটকে তল্লাশি করছে। এদিকে, নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ঢাকা ও আশপাশের জেলায় ১৪ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। এর মধ্যে রাজধানীসহ ঢাকায় ১২ প্লাটুন ও আশপাশের জেলায় দুই প্লাটুনসহ মোট ১৪ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে।

যুক্তরাজ্যে আটক ৯২০

হয়েছে। এছাড়া উদ্ধার করা হয়েছে প্রায় ৪০,০০০ নগদ পাউন্ড, ২ লাখের বেশি অবৈধ সিগারেট, ৭ হাজার টোব্যাকো প্যাক ও ৮ হাজার অবৈধ ভেপ পণ্য। অভিযানের সময় দুটি ক্যানাবিস (গাঁজা) চাষশালাও পাওয়া যায়।

আধুনিক দাসত্বের শিকার শনাক্ত করতেও অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানে ৯৭ জনকে আধুনিক দাসত্ব ও মানব পাচারের সম্ভাব্য ভুক্তভোগী হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। এসব ব্যক্তি মূলত অবৈধভাবে কর্মরত ছিলেন এবং তাদের অনেকেরই উপযুক্ত মজুরি ও আইনগত সুরক্ষা ছিল না। অবৈধ ব্যবসায়িক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চলে সাঁড়াশি অভিযান।

এনসিএ-র কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নগদ লেনদেননির্ভর হাই স্ট্রিট ব্যবসাগুলোর মধ্যে কিছু প্রতিষ্ঠান মানি লন্ডারিং, অবৈধ কর্মসংস্থান ও কর ফাঁকির সঙ্গে জড়িত। ইতিমধ্যে ৩৪০টিরও বেশি নোটিশ জারি করা হয়েছে অবৈধ কর্মসংস্থান ও ভাড়াবিষয়ক অপরাধে, যা ব্যবসায়ী ও জমিদারদের কয়েক হাজার পাউন্ড জরিমানার মুখে ফেলতে পারে।

বিবিসির এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে প্রকাশ, কিছু কুর্দি অপরাধচক্র "ঘোস্ট ডিরেক্টর" বা নামমাত্র পরিচালকের মাধ্যমে কোম্পানির সরকারি নথিতে নিজেদের পরিচয় গোপন রাখে। এই নামমাত্র পরিচালকরা কোম্পানির কাগজে থাকলেও বাস্তবে ব্যবসার পরিচালনায় যুক্ত নয়। এর মাধ্যমেই অপরাধীরা আইন এড়িয়ে অবৈধ অর্থ প্রবাহ চালিয়ে আসছিল।

বিবিসির একই প্রতিবেদন জানায়, এই চক্রের সদস্যরা ৬০,০০০ পাউন্ড পর্যন্ত অবৈধ কর্মসংস্থানের জরিমানা 'গায়েব' করে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। এনসিএ'র মুখপাত্র বলেন,এই অভিযান দেখিয়েছে, যুক্তরাজ্যের সাধারণ হাই স্ট্রিট ব্যবসাগুলোর মধ্যেই লুকিয়ে আছে সংগঠিত অপরাধের ছায়া। আমরা অবৈধ অর্থপ্রবাহ, মানব পাচার ও কর ফাঁকির বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেব।

মহানবী (সা.)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন-ঈমানের অপরিহার্য অংশ

মো. আবদুল মজিদ মোল্লা

আল্লাহ তাআলা মহানবী (সা.)-কে উভয় জগতের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এই শ্রেষ্ঠত্ব ও মানবজাতির প্রতি তাঁর অনুগ্রহগুলোর দাবি হলো তাঁকে নিঃশর্তভাবে ভালোবাসা এবং তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। এ বিষয়ে কোরআনের অসংখ্য আয়াতে নির্দেশ ও নির্দেশনা রয়েছে। আল্লামা ইবনুল কাইয়িম জাওজি (রহ.) বলেন, 'রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সম্মান ও শিষ্টাচার রক্ষা করা বিষয়ক আয়াত দ্বারা কোরআন পরিপূর্ণ।

সবচেয়ে বড় সম্মান হলো তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, তাঁর নির্দেশের আনুগত্য, তাঁর দেওয়া সংবাদ ও তাঁর সুন্নাহকে গ্রহণ করা, সত্যায়ন করা এবং তা মেনে নেওয়া।' (আল আদাব বাইনা জাখারিফিল আকওয়াল, পৃষ্ঠা-২৬)

সম্মান প্রদর্শন অপরিহার্য

আল্লাহ মুমিনদের জন্য নবী করিম (সা.)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে অপরিহার্য করেছেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান আনো এবং রাসুলকে শক্তি জোগাও ও তাঁকে সম্মান করো, সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।' (সুরা : ফাতহ, আয়াত : ৮-৯)

তাঁর সম্মান দ্বিনের অংশ

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা দ্বিন ও দ্বিনদারির অপরিহার্য অংশ। তাঁর সম্মান বিনষ্ট হলে দ্বিনের অস্তিত্বই হুমকির পড়ে। এ জন্য শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, 'রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রশংসা ও গুণকীর্তন এবং তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে দ্বিনের অস্তিত্ব রক্ষা পায় এবং এগুলোর বিনাশে দ্বিন বিনষ্ট হয়।' (আল ইসতিহজাউদ দ্বিন : আহকামুহু ওয়া আসারুহু, পৃষ্ঠা-৩১)

সম্মান প্রদর্শনের তিন মাধ্যম

প্রাজ্ঞ আলেমরা বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যম তিনটি। তা হলো-ক. অন্তর, খ. কথা, গ. কাজ।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

অন্তরের মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন

অন্তরের মাধ্যমে নবীজি (সা.)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কয়েকভাবে হতে পারে। যেমন-

১. বিশ্বাস স্থাপন : রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁকে সত্যায়ন করা তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অন্যতম মাধ্যম। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'হে মুমিনরা! তোমরা আল্লাহতে, তাঁর রাসুলে, তিনি যে কিতাব তাঁর রাসুলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তাতে এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন তাতে ঈমান আনো।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ১৩৬)

২. ভালোবাসা : অন্তরে গভীর ভালোবাসা ধারণের মাধ্যমে মুমিন নবীজি (সা.)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা ধারণ করা ছাড়া কোনো ব্যক্তির ঈমান পূর্ণতা পায় না।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তোমাদের কেউ পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না-যতক্ষণ না আমি তাঁর কাছে তাঁর সন্তান, পিতা-মাতা ও সব মানুষের চেয়ে প্রিয় হবো।' (সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ৫০১৩)

৩. সম্মান ও শ্রদ্ধা বোধ : মুমিনের অন্তরে মহানবী (সা.)-এর প্রতি গভীর সম্মান ও শ্রদ্ধা বোধ থাকবে। এই শ্রদ্ধাবোধের মূল ধারণা হলো আল্লাহ রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে দুনিয়া ও আখিরাতে সব মানুষের ওপর, বরং সমগ্র সৃষ্টিজগতের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আমি কিয়ামতের দিন আদম সন্তানদের নেতা হবো, সর্বপ্রথম আমি উত্থিত হবো, প্রথম সুপারিশকারী হবো এবং সর্বপ্রথম আমার সুপারিশ কবুল করা হবে।' (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ৪৬৭৩)

কথার মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন

কথার মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কয়েকটি দিক হলো-

১. উচ্চবাচ্য না করা : রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কথা ও বাণী শোনার পর উচ্চবাচ্য না করা তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অপরিহার্য অংশ। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'হে মুমিনরা! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু কোরো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো তাঁর সঙ্গে সেভাবে উচ্চৈঃস্বরে কথা বোলো না; কেননা এতে তোমাদের আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে।' (সুরা : হুজুরাত, আয়াত : ২)

২. কণ্ঠস্বর নিচু রাখা : নবীজি (সা.)-এর হাদিসের পাঠ ও তাঁর জীবনী আলোচনার সময় চুপ থেকে তা বিনম্রতার সঙ্গে শ্রবণ করা তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে। আল্লাহ বলেন, 'যারা আল্লাহর রাসুলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করেছেন। তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।' (সুরা : হুজুরাত, আয়াত : ৩)

৩. সম্মানের সঙ্গে সম্বোধন : মহানবী (সা.)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটি দিক হলো সম্মানের সঙ্গে তাঁকে সম্বোধন করা এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারণ করা। আলেমরা বলেন, শিষ্টাচার হলো শুধু মুহাম্মদ না বলে আল্লাহর নবী ও আল্লাহর রাসুল বলা। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'রাসুলের আহবানকে তোমরা তোমাদের পরস্পরের প্রতি আহ্বানের মতো গণ্য কোরো না।' (সুরা : নুর, আয়াত : ৬৩)

৪. বেশি বেশি দরুদ পাঠ করা : রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নাম শুনলে দরুদ পাঠ করা আবশ্যক। যে বৈঠকে তাঁর আলোচনা হয় সেখানে কমপক্ষে একবার দরুদ পাঠ করা ওয়াজিব এবং প্রতিবার দরুদ পাঠ করা মুস্তাহাব। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতারা নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মুমিনরা! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করো এবং তাঁকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।' (সুরা : আহজাব, আয়াত : ৫৬)

কাজের মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন

কাজের মাধ্যমে নবীজি (সা.)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কয়েকটি দিক হলো-

১. নিঃশর্ত আনুগত্য : নিঃশর্ত আনুগত্য রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটি অপরিহার্য মাধ্যম। আল্লাহ বলেন, 'কেউ রাসুলের আনুগত্য করলে সে আল্লাহরই আনুগত্য করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিলে তোমাকে তাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক প্রেরণ করিনি।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ৮০)

২. আদেশ-নিষেধ উপেক্ষা না করা : রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আদেশ-নিষেধ উপেক্ষা করা তাঁর অসম্মান প্রদর্শনের নামান্তর আর তা সর্বান্তঃকরণে মেনে নেওয়া তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন। ইরশাদ হয়েছে, 'হে মুমিনরা! আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সম্মুখে তোমরা কোনো বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কোরো; আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' (সুরা : হুজুরাত, আয়াত : ১)

৩. চূড়ান্ত রায় হিসেবে গ্রহণ করা : রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত রায় হিসেবে মেনে নেওয়া মুমিনের জন্য আবশ্যক। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারের ভার তোমার ওপর অর্পণ না করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ৬৫)

৪. আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা : মুমিন তাঁর কথা, কাজ ও জীবনাচরণে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসুলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।' (সুরা : আহজাব, আয়াত : ২১)

আল্লাহ সবাইকে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের তাওফিক দিন। আমিন।

ধর্মীয় সহনশীলতা ও ইসলাম

মুফতি রফিকুল ইসলাম আল মাদানি

ইসলাম একটি মানবিক জীবনব্যবস্থা। যার মূল ভিত্তি হচ্ছে ন্যায়, শান্তি, মানবিক মর্যাদা ও পারস্পরিক সহনশীলতা। ধর্মীয় সহাবস্থান বা সহনশীলতা ইসলামের অন্যতম মৌলিক শিক্ষা। ইসলাম শুধু মুসলমানদের জন্য নয়; বরং সমগ্র মানবতার জন্য এসেছে।

তাই বিভিন্ন ধর্ম, জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কীভাবে হবে- এ বিষয়ে ইসলাম সুস্পষ্ট ও মানবিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। বর্তমান বিশ্বে ধর্মীয় বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতার প্রেক্ষাপটে ইসলামের এ শিক্ষা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ধর্মীয় সহনশীলতার জন্য ইসলামের প্রথম ভিত্তি হলো কোরআনের মূলনীতি। আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করেন, 'ধর্মের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই।

(সুরা বাকারা- ২৫৬) এ আয়াত দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছে, ইসলাম কখনো কাউকে জোর করে ধর্ম গ্রহণ করাতে অনুমতি দেয় না।

প্রত্যেক মানুষ নিজের বিশ্বাস নিয়ে স্বাধীন-এটি ইসলামি নৈতিকতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আরেক স্থানে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য, আর আমার ধর্ম আমার জন্য'। (সুরা কাফিরুন) এই ঘোষণা কেবল মতবিরোধ প্রকাশ নয়, বরং পারস্পরিক সম্মান বজায় রেখে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অধিকার স্বীকার করার নির্দেশনা।

ইবাদত ও ধর্মীয় বিষয়ে কোরআন মানুষের মতভেদের বাস্তবতাকে স্বাভাবিক বলে ব্যাখ্যা করে এবং মতভেদ থাকা সত্ত্বেও শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ার প্রতি উৎসাহ দেয়। রসুলুল্লাহ (সা.) এর গোটা জীবন ধর্মীয় সহনশীলতার বাস্তব উদাহরণ, উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি শুধু কথায় নয়, বাস্তব আচরণে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি দয়া, সহমর্মিতা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছেন। ধর্মীয় সহনশীলতায় মহানবী (সা.) অসংখ্য নজির স্থাপন করেছেন। নিচে অংশবিশেষ উল্লেখ করা হলো,

১. মদিনা সনদ : মদিনায় হিজরতের পর মুসলমান, ইহুদি, মুশরিক অন্যান্য গোষ্ঠীকে নিয়ে রসুলুল্লাহ (সা.) একটি চুক্তি করেন যাকে মদিনা সনদ বলা হয়।

এতে প্রতিটি ধর্মাবলম্বীর ধর্মীয় স্বাধীনতা, নিরাপত্তা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। এটি বিশ্বের প্রথম বহুধর্মী রাষ্ট্রের সংবিধান হিসেবেও পরিচিত।

২. অসুস্থ ইহুদির জিয়ারত করা : এক ইহুদি কিশোর অসুস্থ হলে রসুলুল্লাহ (সা.) তাকে দেখতে গিয়েছিলেন। এটি মানবিকতা ও সহনশীলতার এক রহমতপূর্ণ উদাহরণ।

৩. খ্রিস্টানদের সঙ্গে সংলাপ : নজরানের খ্রিস্টান প্রতিনিধিদল মসজিদে নববীতে এসে আলোচনার আবেদন করলে রসুলুল্লাহ (সা.) তাদের সঙ্গে মসজিদের ভিতরে সংলাপে বসেন। তারা নিজেদের উপাসনা করার অনুমতি চাইলে রসুলুল্লাহ (সা.) তাদের উপাসনার অনুমতিও দেন। এটি ধর্মীয় স্বাধীনতার অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত।

৪. ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর জানাজা দেখলে সম্মান প্রদর্শন : একবার এক ইহুদির মৃতদেহ রসুলুল্লাহ (সা.)-এর পাশ্ব দিয়ে বহন করা হলে রসুলুল্লাহ (সা.)-এর সম্মানসূচকভাবে দাঁড়িয়ে পড়েন। সাহাবারা কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'এটা কি মানুষের প্রাণ নয়?' এতে জানা যায়, ইসলাম ধর্মে মানুষের মর্যাদা ধর্মনির্বিশেষে সমান।

৫. ইসলামি আইনে অমুসলিদের অধিকার : ইসলামের ইতিহাসে 'জিম্মি' বা অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণের অনন্য দৃষ্টান্ত দেখা যায়। তাদের ধর্ম, উপাসনালয়, সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তা রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। তারা মুসলমানদের মতোই ন্যায্য বিচারের অধিকারী।

খলিফা উমর (রা.)-এর আমলে এক বৃদ্ধ অমুসলিম ভিক্ষুক দেখলে তিনি রাষ্ট্র খাত থেকে তার জীবিকা নিশ্চিত করেন এবং বলেন, আমরা তার যৌবনে তার থেকে কর নিলাম; বার্ধক্যে তাকে পরিত্যাগ করা ন্যায়সংগত নয়। ইসলামের এই আদর্শ মানবতার সর্বোত্তম চিত্র।

৬. ঐতিহাসিক অবদান : ইসলামের সোনালি যুগে ধর্মীয় সহনশীলতার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

আন্দালুস (স্পেন) : মুসলিম শাসনামলে খ্রিস্টান, ইহুদি ও মুসলমানরা একত্রে জ্ঞানচর্চা, প্রশাসন এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে কাজ করত। এমন বহু ক্ষেত্রে ইসলাম সহাবস্থানের অসংখ্য নজির রেখেছে।

উসমানীয় সাম্রাজ্য : এ সাম্রাজ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী নিজেদের আইন অনুযায়ী জীবনযাপন করত।

ভারতীয় উপমহাদেশ : মুসলমান শাসকরা হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখসহ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয় ও সংস্কৃতি রক্ষায় সহযোগিতা করেছেন। বাদশা আকবর তাঁর শাসনামলে ন্যায়নীতি ও ধর্মীয় সহাবস্থানের অভূতপূর্ব উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন।

আধুনিক বিশ্বে ইসলামের সহনশীলতার গুরুত্ব : আজকের বিশ্বে ধর্মীয় বিদ্বেষ, উগ্রতা ও সংঘাত যখন বাড়ছে, তখন ইসলামি সহনশীলতা মানবতার জন্য এক আদর্শ পথ দেখায়। ইসলাম বলে, মানুষকে দাওয়াত দাও জ্ঞান ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে। কোনো রকম বিদ্বেষ, বৈরিতা বা জোরজবরদস্তি ইসলামের শিক্ষা নয়।

বিশ্ববরেণ্য ইসলামী ব্যক্তিত্ব ড. আল-নাজ্জারের ইন্তেকাল

পোস্ট ডেস্ক : বিশ্ববরেণ্য ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও পবিত্র কোরআনবিষয়ক গবেষক ড. জাগলুল আল-নাজ্জার ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন)। রবিবার (৯ নভেম্বর) জর্দানের রাজধানী আম্মানে ৯২ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

সোমবার আম্মানের আবু আয়িশা মসজিদে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে উম্মে কাত্তিন কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

ড. আল-নাজ্জারের মৃত্যুতে এক শোক বার্তায় কাতারভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর মুসলিম স্কলার্স জানিয়েছে, 'মুসলিমবিশ্ব আজ একজন নিষ্ঠাবান ইসলামী ব্যক্তিত্বকে হারিয়েছে, যিনি জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা করেছেন। পবিত্র কোরআনের বৈজ্ঞানিক বিষয় তুলে ধরে তিনি বিশ্বাস সুসংহত করতে এবং সচেতনতা বৃদ্ধি অবদান রেখেছেন। বিশেষত তিনি ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান ও ওহিভিত্তিক জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন। তিনি ছিলেন এমন এক আলেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যিনি ধর্মীয় জ্ঞানের সাহায্যে মহাবিশ্বের তথ্য ও পবিত্র কোরআনের আয়াতকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে একত্রিত করেছেন।

ড. আল-নাজ্জার আধুনিক মুসলিমবিশ্বের পবিত্র কোরআনবিষয়ক গবেষকদের অন্যতম। তিনি ১৯৩৩ সালে মিসরের আল-গারবিয়্যায় জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ৮ বছর বয়সে তিনি স্থানীয় একটি মক্তবে পবিত্র কোরআন হিফজ সম্পন্ন করেন। পরে কায়রোর একটি স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক সম্পন্ন করেন।

তিনি ১৯৫১ সালে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূতত্ত্ব বিভাগে ভর্তি হয়ে ১৯৫৫ সালে ওই বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

ড. জাগলুল আল-নাজ্জার ১৯৮৬ সালে সৌদি আরবের মক্কায় প্রতিষ্ঠিত পবিত্র কোরআনের বিজ্ঞান বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা 'আল-হাইয়াহ আল-আলামিয়্যাহ লিল ইজাজিল ইলমি ফির কোরআন ও সুন্নাহ'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তা ছাড়া তিনি লন্ডনভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল কলেজ অব ইসলামিক সায়েন্সেসের একজন ফেলো ছিলেন।

তিনি ব্রিটেনের ইউনিভার্সিটি অব ওয়েলস থেকে আর্থ সায়েন্সে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয় তাকে পোস্টডক্টরাল ফেলোশিপ প্রদান করে এবং ১৯৭২ সালে তিনি অধ্যাপক পদও লাভ করেন।

তিনি মিসরের আইন শামস বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরবের কিং সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়, কাতার বিশ্ববিদ্যালয়, কিং ফাহাদ পেট্রোলিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিশ্বের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন।

ড. আল-নাজ্জার দুবাই ইসলামিক ব্যাংক ও মিসরের ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন। ২০০৬ সালে আমিরাত সরকার তাঁকে বর্ষসেরা ইসলামী ব্যক্তিত্ব হিসেবে 'দুবাই হলি কোরআন অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করে। তিনি ৪৫টির বেশি গ্রন্থ রচনা করেন এবং দেড় শতাধিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। মিসরের বিখ্যাত আল-আহরাম পত্রিকায় তিনি কোরআন বিষয়ক নিয়মিত লিখতেন।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সূর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
১৪.১১.২৫ শুক্রবার	5:53	7:14	01:00	2:25	4:22	7:30
১৫.১১.২৫ শনিবার	5:55	7:16	12:45	2:24	4:21	7:30
১৬.১১.২৫ রবিবার	5:56	7:18	12:45	2:22	4:20	7:30
১৭.১১.২৫ সোমবার	5:57	7:19	12:45	2:21	4:18	7:30
১৮.১১.২৫ মঙ্গলবার	5:59	7:21	12:45	2:20	4:17	7:30
১৯.১১.২৫ বুধবার	6:01	7:23	12:45	2:19	4:16	7:30
২০.১১.২৫ বৃহস্পতিবার	6:02	7:24	12:45	2:18	4:15	7:30

নামায শুরুর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

তুরস্কে নিষিদ্ধ ১,০২৪ ফুটবলার

পোস্ট ডেস্ক : জুয়াকাণ্ডে বিপর্যস্ত তুরস্কের ফুটবল। ফুটবল ম্যাচে অবৈধ জুয়াখেলার অভিযোগে ছয় তুর্কি রেফারিকে সাময়িকভাবে পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন ইস্তাম্বুলের একটি আদালত।

তুর্কি ফুটবল ফেডারেশনের (টিএফএফ) বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, অভিযুক্ত ছয়জনই তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগের সহকারী রেফারি। তদন্তের অংশ হিসেবে ম্যাচ ফিক্সিং ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে প্রথম বিভাগের ক্লাব আয়ুপসপোরের সভাপতিকেও কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

সতর্কতামূলকভাবে শৃঙ্খলাবিষয়ক কমিটির (পিএফডিকে) কাছে পাঠানোর কারণে ক্লাবগুলো তাদের দলীয় ঘাটতি পূরণের জন্য জরুরি ব্যবস্থা নেওয়া নিচ্ছে। এর অংশ হিসেবে ফিফার সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে, যাতে ২০২৫-২৬ শীতকালীন দলবদলের সঙ্গে মিলিয়ে জাতীয় স্তরে অতিরিক্ত ১৫ দিনের দলবদল ও নিবন্ধনের সময় অনুমোদিত হয়।’

সন্দেহভাজন খেলোয়াড়দের মধ্যে ৯০০ জনের বেশি খেলেন তুরস্কের তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগে। দুই সপ্তাহ ধরে এ দুটি স্তরের লিগ স্থগিত রয়েছে। এ ছাড়া প্রথম বিভাগের ২৭ জন খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধেও জুয়ায় সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে।

গত শুক্রবার থেকে আটক থাকা আরও ১১ রেফারিকে গত সোমবার আদালতের তত্ত্বাবধানে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। টিএফএফ জানিয়েছে, ম্যাচে বাজি ধরার অভিযোগে ১ হাজার ২৪ ফুটবলারকে এরই মধ্যে শৃঙ্খলাবিষয়ক কমিটির সামনে তলব করা হয়েছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত ফুটবলারদের সাময়িকভাবে নিষিদ্ধও করা হয়েছে।

এক বিবৃতিতে টিএফএফ জানিয়েছে, ‘১ হাজার ২৪ ফুটবলারকে যাদের মধ্যে আছেন গালাতাসারায়ের খেলা জাতীয় দলের ফুটবলার ডিফেন্ডার এরেন এলমালিও।

এর আগে চলতি মাসের শুরুতে পেশাদার ফুটবল লিগে জুয়া কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৪৯ জন রেফারি ও সহকারী রেফারিকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে টিএফএফ। তুরস্কের পেশাদার ফুটবল লিগের ম্যাচে বাজি ধরার অভিযোগ উঠেছিল এসব রেফারি ও সহকারী রেফারির বিরুদ্ধে।

‘হতভম্ব’ নেইমার

পোস্ট ডেস্ক : ব্রাজিলের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব সান্তোসে যেন এক অদ্ভুত নাটক চলছে। ফ্ল্যামেঙ্গোর বিপক্ষে ৩-২ ব্যবধানে হারের রাতে মাঠে যেমন ছিল বিশৃঙ্খলা, তেমনি ছিল ড্রেসিংরুমে উত্তেজনা। আর সেই কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন দলের তারকা নেইমার জুনিয়র। নিজের ঘরেই যেন এখন একা তিনি।

মারাকানায় ম্যাচের ৬৬ মিনিটে ঘটে যায় চমকে দেওয়া এক মুহূর্ত। দল তখন ২-০ গোলে পিছিয়ে। নেইমার মাঠে চিৎকার করে সতীর্থদের নির্দেশ দিচ্ছিলেনড় লং পাস বন্ধ করে, নিচে থেকে নিয়ন্ত্রিত ছোট পাসে খেলা বের করে আনতে। কিন্তু কেউ যেন তার কথা শুনলই না।

হতাশ নেইমার নিজেই গোলকিপারের জায়গায় নেমে এসে গোল কিক নিলেন, নিজের মতো করে আক্রমণ সাজানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু পরের মুহূর্তেই ডিফেন্ডার লুয়ান পেরেস আবারও এক লম্বা বল মারলেন সামনেড়যে পাস সহজেই আটকে গেলো ফ্ল্যামেঙ্গোর রক্ষণে। নেইমার তখন হাত তুলে স্থির দাঁড়িয়ে, মুখে অবিশ্বাসের ছাপ।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া সেই দৃশ্যকে ভক্তরা বলছেন, নেইমারের ক্যারিয়ারের এটিই সবচেয়ে বড় ঘটনাড় যেখানে প্রতিভা, হতাশা আর একাকিত্ব একসঙ্গে মিশে গেছে।

এরপর ম্যাচের ৮৫ মিনিটে কোচ হুয়ান পাবলো ভয়োদা তাকে তুলে নেন মাঠ থেকে। তখন সান্তোস ৩-০ গোলে পিছিয়ে। কোচের সিদ্ধান্তে ক্ষিপ্ত নেইমার সরাসরি বলে ওঠেন, ‘আমাকে তুলে নিচ্ছো, আমাকে?’ তারপর আর বেঞ্চে না বসে সোজা হেঁটে চলে যান ড্রেসিংরুমে।

শেষ দিকে সান্তোস দুই গোল করলেও হারের ব্যবধান ঘোচাতে পারেনি। ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে দল রয়ে গেছে অবনমনের ঠিক কাছে।

ম্যাচশেষে অবশ্য প্রধান কোচ পরিস্থিতি ঠান্ডা করার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, ‘একজন খেলোয়াড় জেতার ইচ্ছায় এমন প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে, এটা স্বাভাবিক।’

এদিকে নেইমারের ফিটনেস ও মানসিক ক্লান্তি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। আল-হিলাল থেকে ফিরে জানুয়ারি মাসে সান্তোসে যোগ দেওয়ার পর থেকে ১৫ ম্যাচে তিন গোল ও অ্যাসিস্টে তার পারফরম্যান্স গড়পড়তা।

তাই নেইমারের ভবিষ্যৎ এখন সংশয়ে। ক্লাব প্রেসিডেন্ট মার্সেলো তেইশেইরা জানিয়েছেন, ‘চুক্তি নবায়ন নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, কিন্তু সান্তোসের সামর্থ্য সীমিত। নেইমারের লক্ষ্য ২০২৬ বিশ্বকাপ, তার সঙ্গেই সিদ্ধান্ত মিলবে।’

অপরদিকে, ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি এখনও তাকে দলে ডাকেননি। বলেছেন, ‘নেইমার এখন উইঙ্গার নয়, ওকে সেন্ট্রাল রোলে খেলতে হবে। আজকের ফুটবলে উইঙ্গারদের ডিফেন্সেও কাজ করতে হয়।’

এখন সান্তোসের সামনে ছয়টি ম্যাচড়এর মধ্যে পরেরটাই সবচেয়ে কঠিন, লিগের শীর্ষে থাকা পালমেইরাসের বিপক্ষে। অবনমন ঠেকাতে হলে নেইমারকেই হতে হবে নেতৃত্বের প্রতীক।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামি পরিস্থিতি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। মিডিয়া রিপোর্ট বলছে, সান্তোস রেলিগেট হলে সাবেক সতীর্থ লিওনেল মেসি ও লুইস সুয়ারেজের সঙ্গে খেলতে নেইমার দ্রুতই মায়ামিতে চলে যেতে পারেন।

পাকিস্তানি পেসার নাসিম শাহর বাড়িতে গুলি

পোস্ট ডেস্ক : পাকিস্তানের তারকা পেসার নাসিম শাহর বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটেছে। খাইবার পাখতুনখোয়ার লোয়ার দির এলাকায় অবস্থিত তার বাড়ির গেটের দিকে অজ্ঞাত পরিচয়ের কয়েকজন বন্দুকধারী গুলি চালায়। তবে হামলায় খেলোয়াড়ের পরিবারের কেউ আহত হননি বলে জানিয়েছে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম ডন।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, রবিবার গভীর রাতে এই হামলার পর হামলাকারীরা দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

ঘটনার পর নাসিমের বাবা পুলিশের এক কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এসময় পুলিশের তরফ থেকে দ্রুত তদন্ত শেষ করে অপরাধীদের গ্রেপ্তারের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পত্রিকাটি।

এই ঘটনার পরও নাসিম শাহ দলের সঙ্গে থাকছেন বলে নিশ্চিত করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাটি তার খেলার সময়সূচিতে কোনো প্রভাব ফেলবে না।

আসন্ন শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের জন্য তিনি রাওয়ালপিন্ডিতে দলের সঙ্গে রয়েছেন।

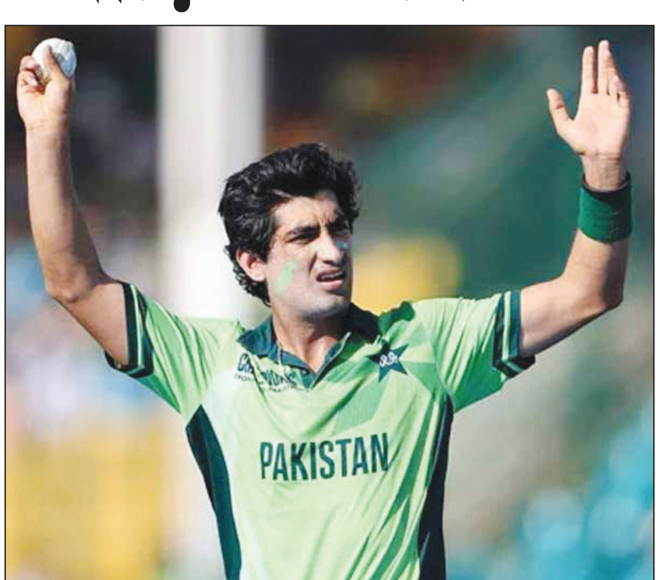

হামলার সময় তার দুই ছোট ভাইড় হুনাইন শাহ ও উবায়েদ শাহ বাড়িতে ছিলেন কি না তা নিশ্চিত করা যায়নি।

হুনাইন সম্প্রতি পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) ২০২৪ ফাইনালে ইসলামাবাদ ইউনাইটেডের হয়ে জয়সূচক রান করেছিলেন। গত সপ্তাহে তিনি কায়েদ-ই-আজম ট্রফিতে একটি ম্যাচে অংশ নেন, যেখানে ছয় উইকেট নিয়ে আধিপত্য দেখান।

অন্যদিকে, পিএসএলে মুলতান সুলতান্সের হয়ে খেলেন উবায়েদ। তিনি সম্প্রতি লাহোর হোয়াইটসের হয়ে একটি ফার্স্টক্লাস ম্যাচ খেলেছেন।

হাজারতম ম্যাচে গার্দিওলার জাদু

পোস্ট ডেস্ক : বৃষ্টি ভেজা ম্যানচেস্টারের রোববারের সন্ধ্যাটা আজীবন মনে রাখবেন পেপ গার্দিওলা। ইতিহাদের মাঠে ডাগআউটের পাশে মুখে পরিচিত শান্ত হাসিতে সবার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন তিনি। কারণ এটি ছিল তার ম্যানেজারিয়াল ক্যারিয়ারের ১০০০তম ম্যাচ। আর সেই বিশেষ দিনই ম্যানচেস্টার সিটি তাকে উপহার দিয়েছে তার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে সুন্দর জয়টি। লিভারপুলের বিপক্ষে দাপুটে ৩-০ ব্যবধানের জয়।

এদিন সিটির হয়ে গোল করেন আর্লিং হালান্ড, নিকো গনসালেস এবং জেরেমি ডোকু। আন্তর্জাতিক বিরতির আগের শেষ ম্যাচ জিতে পয়েন্ট টেবিলে আর্সেনালের চেয়ে মাত্র চার পয়েন্টের ব্যবধানে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে গার্দিওলার দল। এই জয় গার্দিওলার ক্যারিয়ারের ৭১৬তম জয়। আর ম্যানচেস্টার সিটির দায়িত্বে তার ৫৫০তম ম্যাচ।

ম্যাচশেষে তিনি বলেন, 'আমার খেলোয়াড় ও স্টাফদের ধন্যবাদ, আমাকে এই অবিশ্বাস্য উপহার দেওয়ার জন্য। আমার সন্তানরা এখানে ছিল, তাদের সামনে এমন এক ম্যাচ জেতা আমার জীবনের বিশেষ মুহূর্ত।'

তিনি আরও বলেন, 'আমরা প্রমাণ করেছি, আমরা প্রস্তুত। আমাদের মানসিকতা ঠিক রাখলে এই মৌসুমেও শিরোপার লড়াই আমাদের হাতের নাগালে।'

গার্দিওলার পুরোনো ঘর বার্সেলোনাও ভুলে যায়নি তার সাবেক কোচকে। ক্লাবটি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছে- 'তুমি ছিলে, আছ এবং সব সময় থাকবে আমাদের ইতিহাসের অংশ। অভিনন্দন, পেপ! তোমার ১০০০তম ম্যাচের জন্য।'

একই দিনে লা লিগায় ৪-২ গোলে সেলটা ভিগোর বিপক্ষে জয় পায় হান্সি ফ্লিকের বার্সেলোনা। আর ম্যানচেস্টারে প্রাক্তন কোচ উদযাপন করেন নিজের মাইলফলক জয়। ২০০৭ সালে বার্সেলোনা 'বি' দলের কোচ হিসেবে শুরু, এর পরই ইতিহাস। ১২টি লিগ শিরোপার সঙ্গে অসংখ্য ঘরোয়া ট্রফি জিতেছেন তিনবারের চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ী এই কোচ। দশ বছর ধরে সিটিকে রূপ দিয়েছেন ইউরোপের সবচেয়ে ধারাবাহিক দলে।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের জুমার খুতবা :

মুসলমানদের পারস্পারিক সম্পর্ক যেমন হওয়া উচিত

শায়েখ রাশিদ খান

ঈমান কেবল নামাজ বা রোযার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ঈমান মানে হলো-আমরা কেমন আচরণ করি, অন্যদের কতটা সম্মান করি, এবং আল্লাহ আমাদের উপর যে অধিকারগুলো দিয়েছেন, সেগুলো কতটা গুরুত্বের সাথে পালন করি।

এই অধিকারগুলো একা নয়-এগুলো একে অপরের সঙ্গে জড়িত একটি বৃত্ত বা অবিচ্ছন্ন চক্রের মতো। শুরু হয় নিজের আত্মা থেকে, তারপর পরিবারে, আত্মীয়স্বজনের দিকে, তারপর বৃহত্তর মুসলিম সমাজে-এবং তারও বাইরে ছড়িয়ে পড়ে।

রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, "এক মুসলমান, অপর মুসলমানের ভাই।" এই সংক্ষিপ্ত বাক্যটিই পুরো বিষয়ের মূল।

অধিকার রক্ষা ও সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা করা- কেবল কথার কথা নয়। রাসুল (সা:) তাঁর জীবনে তা বাস্তবভাবে দেখিয়েছেন। তাঁর জীবনের শেষ দিকের এক যুদ্ধ ছিল হুনায়নের যুদ্ধ।

এটি ছিলো এক কঠিন যুদ্ধ। মুসলমানদের সংখ্যা বেশি থাকা সত্ত্বেও শুরুতে তারা কিছুটা পিছু হটে যায়। পরে আল্লাহ তাদের বিজয় দান করেন।

যুদ্ধের পরে রাসুল (সা:) যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন শুরু করেন। তিনি উল্লেখযোগ্যভাবে নতুন মুসলমানদের অনেক বেশি অংশ দেন।

এতে আনসারদের (মদিনার সাহাবিরা) মনে কিছু কষ্ট জন্মায়। তারা ভাবতে লাগলেন, "আমরা তো শুরু থেকেই সাথে ছিলাম-তাহলে আমাদের তাদের চেয়ে কেন কম দেওয়া হলো? আমাদের অবদানের কথা কি ভুলে যাওয়া হচ্ছে।

রাসুল (সা:) তাদের এই কথাগুলো শুনে নীরব থাকেননি। তিনি সবাইকে একত্র করলেন, কোমলভাবে, সহানুভূতির সাথে বললেন-"তোমরা কি পথহারা ছিলে না, আর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদের পথ দেখাননি? তোমরা কি দরিদ্র ছিলে না, আর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদের সম্পদ দান করেননি?" তারা বলল, "হ্যাঁ, তাই তো।" তারপর রাসুল (সা:) কিছু কথা বললেন, যা তাদের সমস্ত অভিযোগ মুছে দিল।

তিনি বললেন "তোমরা কি খুশি নও যে অন্যরা ভেড়া ও উট নিয়ে বাড়ি ফিরছে, আর তোমরা ফিরছ আল্লাহর রাসুলকে (সা:) সঙ্গে নিয়ে?"

এই ঘটনাটি আমাদের শেখায়, মনের ভেতরে মাঝে মাঝে ক্ষোভ আসতে পারে, কিন্তু তা সারানো শুরু করতে হবে নিজের ভেতর থেকেই। এবং সেটাই প্রথম বৃত্ত। নিজেকে ঠিক করা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার জ্বালানি মানুষ ও পাথর।" (সূরা আত-তাহরীম, ৬৬:৬)

আল্লাহ প্রথমেই নিজেকে ঠিক করতে বলেছেন-অন্যদের নয়। কারণ ইসলামী সংস্কার শুরু হয় অন্তর থেকে।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, "তোমরা কি মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দাও, অথচ নিজেদের ভুলে যাও?" (সূরা আল-বাকারা, ২:৪৪)।

এটি সেই ভণ্ডামির সতর্কতা, যেখানে মানুষ অন্যকে ঠিক করতে চায় কিন্তু নিজেকে ঠিক করে না।

যে ব্যক্তি সত্যিই নিজের অন্তরকে ঠিক করতে চায়, তার অন্যতম লক্ষণ হলো-অন্যদের প্রতিও তার চিন্তা জন্মায়।

নিজেকে আল্লাহর ক্রোধ থেকে রক্ষা করার অংশ হলো-অন্যকে উপদেশ দেওয়া, সাহায্য করা, সৎ পথে ডাকা।

নিজের যত্ন নেওয়া মানে শুধু পাপ থেকে দূরে থাকা নয়-বরং নিজের প্রয়োজন মেটানো, জ্ঞান অর্জন করা, মানসিক ও আত্মিকভাবে সুস্থ থাকা-এসবও নিজের ওপর নিজের অধিকার।

এরপর আসে দ্বিতীয় বৃত্ত-পরিবার। আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি যেখানে পরিবারের মূল্য অনেকটা হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ইসলাম পরিবারকেই কেন্দ্রে রেখেছে।

রাসুল (সা:)-এর জীবনে ওহি নাজিল হওয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরিবারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তোমরা তোমাদের পিতামাতার প্রতি 'উফ' বলো না।" (সূরা আল-ইসরা, ১৭:২৩)

এখানে শুধু "উফ" শব্দটি বোঝানো হয়নি-যে কোনো রকম বিরক্তির প্রকাশকেই নিষেধ করা হয়েছে। আর এটিই সর্বনিম্ন পর্যায়ের আদব।

পিতা-মাতাকে কষ্ট দেওয়া, অবহেলা করা, তাদের পরিত্যাগ করা-এগুলো অনেক বড় গুনাহ।

তবে অধিকার একমুখী নয়-পিতা-মাতার যেমন অধিকার আছে, তেমনি সন্তানের প্রতিও তাদের দায়িত্ব আছে।

তাদের নামাজ শেখানো, কুরআন শেখানো, আল্লাহকে ভালোবাসতে শেখানো-এসব ফরজ দায়িত্ব। যদি আমাদের ভেতরে এই চেতনা না থাকে, তাহলে আমাদের সন্তানদের মধ্যে তা কীভাবে জন্ম নেবে?

এরপর আসে তৃতীয় বৃত্ত: আত্মীয়স্বজন।

রাসুল (সা:) বলেছেন: "যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" অতএব, আত্মীয়দের খোঁজ নেওয়া, দেখা করা, খবর রাখা-এগুলো কেবল সংস্কৃতি নয়, বরং আমাদের দ্বীনের অংশ।

এরপর আসে চতুর্থ বৃত্ত: পুরো উম্মাহ।

রাসুল (সা:) বলেছেন, এক মুসলমান তার ভাইয়ের জন্য আয়না স্বরুপ। আয়না যেমন বাস্তব রূপই দেখায়, অতিরঞ্জন বা বিচার ছাড়া-তেমনি একজন মুমিনও তার ভাইয়ের ভুলকে সত্যভাবে তুলে ধরে, যাতে ভুল সংশোধন করা যায়।

আরেকটি হাদীসে রাসুল (সা:) বলেছেন: "একজন মুমিন আরেকজন মুমিনের জন্য সেই হাতের মতো, যা অন্য হাতকে ধুয়ে দেয়।

ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে হিংসা, ঘৃণা ও সন্দেহ দূর করার মাধ্যমে। এসব অনুভূতি আসতেই পারে, কিন্তু ইসলাম আমাদের এ কথা শেখায় সেগুলোকে অন্তরে স্থায়ী হতে দিও না।

দোয়া করো, ঘনিষ্ঠ হও, দূরে নয়-কাছে আসো।

এই প্রক্রিয়ায় পরামর্শ দেওয়া দ্বীনের অংশ।

রাসুল (সা:) বলেছেন, "আল্লাহর কাছে সবচেয়ে অপছন্দের কথা হলো-যখন কেউ তার ভাইকে বলে 'আল্লাহকে ভয় কর', আর সে বলে, 'আমার ব্যাপারে মাথা ঘামিও না।'" কারণ বাস্তবে, আল্লাহ আমাদের একে অপরের ব্যাপারে দায়িত্বশীল করেছেন।

রাসুল (সা:) বলেছেন, আল্লাহর বান্দা হও, এবং ভাই ভাই হয়ে যাও। যখন আমরা নিজেদের অন্তর পরিশুদ্ধ করি, অন্যের অধিকার রক্ষা করি, একে অপরকে সাহায্য করি-তখন আল্লাহ ঐক্য দান করেন। ঐক্যের মাধ্যমেই আসে বিজয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, বিশ্বাসীদের সাহায্য করা আমাদের ওপর অবধারিত। (সূরা আর-রূম, ৩০:৪৭)

অতএব, ঈর্ষা ত্যাগ করা, সৎ উপদেশ দেওয়া-এসব ছোট কাজ মনে হলেও, আসলে এগুলো আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার অংশ। হে আল্লাহ! আমাদের এমন বানিয়ে দাও, যারা নিজেদের অধিকার থেকে শুরু করে, পিতা-মাতা, পরিবার ও পুরো উম্মাহর অধিকার রক্ষা করে। হে আল্লাহ! আমাদের অন্তর থেকে হিংসা, ঘৃণা ও স্বার্থপরতা দূর করে দাও। আন্তরিকতা, ভ্রাতৃত্ব ও রহমত দান করো। এবং আমাদের যেন কখনো অবহেলাকারী বা অত্যাচারীদের প্রতি উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত করো না। আমীন।

শায়েখ রাশিদ খান : অতিথি খাতিব, ইস্ট লন্ডন মস্ক এন্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টার । ৩১ অক্টোবর ২০২৫।

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

UK and Vietnam agree new migration partnership to accelerate returns of migrants

Post Desk: The Government announced this evening that it had agreed a "landmark" new migration agreement with Vietnam to fast-track the removal of Vietnamese nationals with no right to be in the UK. According to the Government, the agreement is the strongest the Vietnamese government has ever agreed with another country.

Under the agreement, the time taken to process documents for return cases with supporting evidence is expected to be reduced by up to 75%, supported by measures such as biometric data sharing and streamlined procedures. The Government said the measures could potentially allow the number of Vietnamese nationals returned to increase fourfold.

Both countries have also committed to intensified intelligence sharing to target networks involved in facilitating illegal migration, as well as public messaging aimed at deterring potential migrants before they travel to the UK.

The Government said the agreement forms part of a wider framework of international partnerships, including deals with France, Iraq, and countries in the Western Balkans, aimed at managing irregular migration and supporting legal returns. The UK and Vietnam additionally signed a new Comprehensive Strategic Partnership, outlining cooperation across areas including trade, security, climate, and growth.

A press release about the migration agreement is available here and the text of the broader Joint declaration on the elevation of UK - Viet Nam relations to Comprehensive Strategic Partnership is available here.

The joint declaration states briefly with regards to migration: "Both sides agreed to an Enhanced Migration Partnership which will reduce illegal migration and accelerate the return of illegal migrants. New measures include: the use of biometric data sharing in the identification process, accelerating the issuance of documents, and a commitment to intensified cooperation to dismantle immigration crime networks and enhanced deterrence messaging."

The Home Office earlier announced in March of this year that the UK had signed a joint communiqué in Hanoi with the Vietnamese government, which saw the

two countries commit to further co-operation on preventing migration to the UK and returning Vietnamese nationals.

Human rights organisations continue to raise serious concerns about Vietnam's record.

In its latest annual rights report released in January, Human Rights Watch noted: "Vietnam suppresses citizens' basic rights to freedom of expression, association, peaceful assembly, movement, and religion. Independent labor unions, human rights organizations, independent media, and political parties remain prohibited. The judiciary is not independent, and courts routinely deny defendants their due process rights. Police patrol the internet and arrest those they deem threatening to the Communist Party's monopoly on power."

Amnesty International's latest annual report states: "Human rights defenders, journalists and people detained for political reasons faced torture and inhumane prison conditions. The government used counterterror laws against activists and Montagnards from the Dak Lak region, resulting in arbitrary arrests and detentions. New laws were introduced to police social media and further silence dissent."

The latest US Department of State's human rights report, released under the Trump administration, was also critical of abuses in the country, highlighting: "There were no significant changes in the human rights situation in Vietnam during the year. Significant human rights issues included credible reports of: arbitrary or unlawful killings; torture or cruel, inhuman, or degrading treatment and punishment; involuntary or coercive medical or psychological practices; arbitrary arrest or detention; transnational repression against individuals in another country; serious restrictions on freedom of expression and media freedom, including unjustified arrests or prosecutions of journalists and censorship; restrictions of religious freedom; and systematic restrictions on workers' freedom of association. The government occasionally took corrective action, including prosecutions against officials who committed human rights abuses, but security authorities and other state officials frequently acted with impunity."

Vietnamese nationals account for among the highest number of foreign potential modern slavery victims recorded by the UK's National Referral Mechanism. In a major article published in August on the trafficking of Vietnamese nationals to the UK, The Times noted: "Data collected by the National Referral Mechanism, which detects potential victims of modern slavery and human trafficking, has found repeatedly that Vietnamese people are their most referred nationality besides British. In the first three months of this year, 700 Vietnamese suspected victims were flagged."

Major visa changes come into force

Post Desk: UK visa changes affecting families, students and seasonal workers came into force on November 11.

The Home Office is putting in place a raft of new immigration measures in a bid to reduce Britain's reliance on cheap foreign labour.

The changes, announced in October, are being rolled out in stages throughout 2025 and into 2026.

New rules that will require migrants coming to work to learn English to an A-level standard are not due be enforced until January.

Tougher requirements for speaking, listening, reading and writing will be needed for certain visas as part of the immigration measures from 2026.

Here are the new rules from November 11:

Students

People from abroad applying for a UK Student Visa from today must show bank statements proving that they meet new, higher maintenance requirements.

Those coming to London will need to show they have at least £1,529 per month for up to nine months. Students studying outside the capital will need £1,171 per month.

Applicants will need to ensure their financial documents are updated before submitting their visa application and verify they have held the funds for a consecutive period of 28 days.

Mandatory Refusals

New tougher rules on refusing visas for migrants convicted of crimes will be imposed from November 11.The Home Office has removed previous flexibility and introduced mandatory refusal for certain serious offences.A visa application will now be refused if the applicant has received a custodial sentence of 12 months or more, regardless of how long ago the offence occurred.

Previously, some people who received sentences of fewer than 4 years could qualify for a visa if the crime was a decade or longer ago, but that flexibility has been removed.

Those who are considered persistent offenders, or who have committed crimes that caused serious harm will be refused a visa.

'Suitability rules' have also come into effect, which allow the Home Office to refuse visa applications based on previous overstaying, breaching conditions, illegal entry or deception.

Seasonal Workers

Horticulture workers will be allowed to return to the UK sooner under changes that come into force on November 11.A relaxed re-entry period is now in place for visa decisions meaning seasonal workers in the horticulture sector can now work in Britain for up to six months within any rolling 10-month period.

Under previous restrictions the limit was set at six months a year. The Home Office said the reduction in the "cooling-off" period between visas will allow greater flexibility for workers and farmers, making it easier for workers to return for different crop seasons.

The seasonal worker visa scheme has been extended until the end of 2029 in a bid to help provide long term certainty for the agricultural sector.

Families

New safeguarding measures have been added to UK immigration rules. Some family visa applications will be automatically refused if there are safeguarding concerns.Under the updated rules, caseworkers must refuse an application if they believe a parent or the parent's partner could pose a risk to the applicant.

This change means family visa applicants facing any safeguarding issues will face tougher checks.

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

UK Charity No. 1126168

NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052

MADRASHA &ORPHANAGE

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

PROJECTS

Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00

Shops (permanent income for Orphanage)
Per Shop £2500.00

Class/Living Room for Orphanage
Per Room £3000.00

Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100

Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

CAN DONATE VIA :

Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

Year: 23 ◆ Issue: 1071 ◆ Friday 14 November - Thursday 20 November 2025

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

শতাধিক ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা ও পেশাজীবীদের নিয়ে সফলভাবে সম্পন্ন হলো ডব্লিউবিসিসির বিজনেস এক্সপো ২০২৫

স্টাফ রিপোর্টার: বাংলাদেশীদের নেতৃত্বে ওয়েলসের অর্থনীতিতে পাওয়ার হাউস হিসেবে পরিচিত ওয়েলস বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স।।

ওয়েলসের অর্থনীতির ‘পাওয়ারহাউস’ হিসেবে পরিচিত ওয়েলস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের উদ্যোগে কার্ডিফ সিটি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হলো সাউথ ওয়েলস বিজনেস সেমিনার অ্যান্ড এক্সপো ২০২৫। দুই দেশের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ও বিনিয়োগ সম্ভাবনাকে সামনে রেখে এই আয়োজন ওয়েলসের বাণিজ্য ইতিহাসে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। প্রতি বছর ওয়েলসের অর্থনীতিতে এর অবদান ১৮০ মিলিয়ন পাউন্ড।

দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের দুই শতাধিক ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা ও পেশাজীবী। --১৭ পৃষ্ঠায়

কোনো রাজনৈতিক দল নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাধা সৃষ্টি করতে চাইছে : তারেক রহমান

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, জুলাই সনদে যা অঙ্গীকার করা হয়েছে বিএনপি এইসব অঙ্গীকার রক্ষা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তবে কোন রাজনৈতিক দল যদি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে দুর্বল পেয়ে যা ইচ্ছে তাই আদায় করে নিতে চায় কিংবা বিএনপির বিজয় ঠেকাতে অপকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে সেটি শেষ পর্যন্ত তাদের নিজেদের জন্যই রাজনৈতিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায় কিনা সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা দরকার। ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের রাজপথের সঙ্গীদের প্রতি আহবান, অযথা পরিস্থিতি ঘোলাটে করবেন না।

বুধবার রাজধানীর চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বিএনপির উদ্যোগে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় লন্ডন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এ কথা বলেন। বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সভাপতিত্বে সভায় অন্যদের মধ্যে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, আবদুল মঈন খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সালাহউদ্দিন আহমদ, সেলিমা রহমান, হাফিজউদ্দিন আহমেদ, এ জেড এম জাহিদ হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ও অর্থনীতিবিদ মাহবুব উল্লাহ, জাতীয় পার্টির (কাজী জাফর) চেয়ারম্যান মোস্তফা জামাল হায়দার, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির সভাপতি কর্নেল (অব.) অলি আহমদসহ অনেকে বক্তব্য দেন।

তারেক রহমান ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের সহযোগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, বর্তমান দুর্বল অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে হুমকি ধামকি না দিয়ে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে জনগণের মুখোমুখী হোন। আমাদের প্রতিটি রাজনৈতিক দলের মনে রাখা দরকার নিজ নিজ দলীয় সমর্থক নেতাকর্মীদেরবাইরেও কিন্তু অরাজনৈতিক কিংবা নির্দলীয় এক বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠি রয়েছেন। এই লাখো কোটি অরাজনৈতিক কিংবা নির্দলীয় জনগোষ্ঠীর প্রত্যাশা বাস্তবায়নের দিকে নজর দেয়া রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বলে আমি মনে করি। তিনি বলেন, মাসের পর মাস ধরে দেশের জনগণ দেখে আসছিলো অনেকগুলো রাজনৈতিক দলের আমন্ত্রিত প্রতিনিধিরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদকালের একটি উল্লেখযোগ্য সময় পার করে দিয়েছেন। কিন্তু এইসব আলোচনায় অরাজনৈতিক কিংবা নির্দলীয় সেই বিশালসংখ্যক জনগোষ্ঠির নিত্যদিনের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো কি আলোচিত হয়েছিল? আমন্ত্রিত রাজনৈতিক প্রতিনিধিদলের সদস্যরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সঙ্গে কৃষি-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কর্মসংস্থান নিয়ে আলোচনা করেছিলেন? নারীর নিরাপত্তা এবং কর্মসংস্থান তরুণ জনগোষ্ঠীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছিলো? দেশের কৃষক শ্রমিক দিনমজুর স্বল্প আয়ের মানুষ কিংবা নিম্ন মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠির প্রতিটিদিনের জীবন যুদ্ধের কথা কি রাজনীতিবিদদের আলোচনার তালিকায় স্থান করে নিতে পেরেছিলো?

দেশের গণতন্ত্রকামী জনগণের প্রতি আহবান জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, গণভোটের আড়ালে পতিত পরাজিত পলাতক অপশক্তিকে রাষ্ট্র রাজনীতিতে পূণর্বাসনের সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে কিনা আমি এ ব্যাপারেও সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য দেশের গণতন্ত্রকামী জনগণের প্রতি আহবান জানাই। স্বল্প মেয়াদের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে জনগণ সকল ক্ষেত্রে সার্বিক সফলতা আশা করেনা। এটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান দায়িত্বও নয়। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় নির্ধারণ করেছে। এখন সরকারকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে তারা কি একটি রাজনৈতিক দলের আকাঙ্খা বাস্তবায়ন করবে? নাকি দেশের গণতন্ত্রকামী জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক একটি সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে ফেব্রুয়ারীর জাতীয়ও --১৭ পৃষ্ঠায়

ভারতীয় দূতকে তলব

শেখ হাসিনার সঙ্গে গণমাধ্যমের কথা বলা বন্ধের আহ্বান

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ভারতে আশ্রয় নেয়া শেখ হাসিনার গণমাধ্যমে কথা বলার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ঢাকা। দেশটির দূতকে এই উদ্বেগ জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। একইসঙ্গে শেখ হাসিনাকে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ না দিতে ভারতের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

বুধবার ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনার পবন বাদেহকে আনুষ্ঠানিকভাবে তলব করা হয় বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র নিশ্চিত করেছে। রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসস জানায়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে বিচারাধীন পলাতক আসামিকে আশ্রয় দেয়া এবং তাকে বাংলাদেশবিরোধী বিদ্বেষ ছড়ানো ও দেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে উস্কানি দেয়ার মতো বক্তব্য প্রচারের সুযোগ করে দেয়া দুই দেশের গঠনমূলক দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের জন্য ‘অসহায়ক ও অনভিপ্রেত’। ভারতীয় কূটনীতিককে অনুরোধ জানানো হয়, যেন তিনি নয়াদিল্লিকে --১৭ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ ইউকে'র সংবাদ সম্মেলন

মানুষের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নে গুরুত্বপুর্ণ সুপারিশমালা উপস্থাপন

স্টাফ রিপোর্টার: বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ ইউকে'র উদ্যোগে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বর্তমান অন্তবর্তীকালিন সরকার ও ভবিষ্যৎ সরকারের প্রতি জনগুরুত্বপুর্ণ কিছু দাবী তুলে ধরা হয়েছে।

গত ৭ নভেম্বর শুক্রবার বিকেলে পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল রোডস্থ একটি রেস্টুরেন্টে এই সংসাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত বক্তব্যে দাবীগুলো উপস্থাপন করেন সংগঠনের সভপতি মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন। শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সেক্রেটারি --১৭ পৃষ্ঠায়

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গ্রামীণ ব্যাংকে পেট্রল ঢেলে আগুন

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগরে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মোহাম্মদ ইউনূস এর মালিকানাধীন গ্রামীণ ব্যাংকের একটি শাখায় পেট্রল ঢেলে আগুন দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। বুধবার দিবাগত রাত ২টার দিকে চান্দুরা এলাকায় গ্রামীণ ব্যাংকের ওই শাখায় এ ঘটনা ঘটে। আগুনে অফিসের আসবাবপত্র ও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র পুড়ে গেলেও টাকার ভল্ট অক্ষত রয়েছে। ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক --১৭ পৃষ্ঠায়

ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি স্যার কিয়ার স্টারমার

পোস্ট ডেস্ক : বাজেট ঘোষণার পরপরই প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমারের নেতৃত্ব হুমকির মুখে পড়তে পারে বলে ব্রিটেনে ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির এমপিদের একাংশের মধ্যে জল্পনা চলছে। তবে প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, লেবার দলের সংসদ সদস্যদের (এমপি) পক্ষ থেকে তার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কোনো চ্যালেঞ্জ এলে তিনি লড়াই করবেন।

স্যার কেয়ার স্টারমারের অনুগতরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তার পদটি তাৎক্ষণিকভাবে হুমকির মুখে পড়তে পারে। সম্ভবত আগামী দুই সপ্তাহ পর বাজেট ঘোষণার পরপরই। প্রায় দুই সপ্তাহের মধ্যে বাজেট ঘোষণা করা হবে। স্টারমারের অনুগতরা আশঙ্কা করছেন, কিছু এমপি তাকে সরিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছেন।

এ ঘটনা সরকারের ভেতর আরও অস্থিরতা তৈরি করতে পারে। একজন মন্ত্রী বিবিসিকে বলেন, --১৭ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 488 7990, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk